Hitesranjan Sanyal Memorial Collection

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS2001/ 142	Place(s) of Publication:	Calcutta.
		Year of Publication	
Collection:	Sd. Abdur Rahaman Ferdousi	Publisher / Printer:	
Editor(s)		Size:	26 x 39 cms.
		Condition:	Brittle.
Title:	MATAMAT মতামত	Volumes in record:	Archive has: no. 29, 15 Aug. 1950.

মতামত

২৯শ সংখ্যা] ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫০ [দাম চার আনা

১৫ই আগষ্ট সংখ্যা—

এই সংখ্যায় আছে—

- চীনের গণ-রাষ্ট্রে : কৃষকের নতুন জীবনযাত্রা।
- কংগ্রেসের শাসনে জাতীয় দাসত্ব, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব।
- ময়মনসিংহ অঞ্চলের হাজং-গাড়ো-মুসলমান কৃষকদের মুক্তি-সংগ্রাম।
- সোভিয়েট ইউনিয়ন শান্তির অগ্রগামী সৈনিক।
- তেলেঙ্গানা, ময়মনসিং ও কাকদ্বিপের নারী শান্তি সৈনিকদের প্রতি গণতান্ত্রিক মহিলা সংঘের আবেদন।
- দুইটী দুনিয়া—দুইটি নীতি

ইত্যাদি।

১। মুমূর্ষু উদ্বাস্তু নারীর অন্তিম তৃষ্ণা।

২। মাহেশে উদ্বাস্তুদের ওপর কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ার পর—

৩। মৃত্যুর শীতল ক্রোড়ে উদ্বাস্তু নারী।

৪। মালিকের গুণ্ডার হাতে ধাপেস পটারী শ্রমিক।

৫। বহুবাজারের রাস্তায় মেয়েদের শোভাযাত্রায় বাধাদান।

৬। গুলিতে নিহত হুগলীর ক্ষেত মজুর।

৭। হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে হেবিয়াস কর্পাস মামলার জন্য আনীত রাজবন্দীগণ

৮। সদাশয় নগরপালের মুঠোয় নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার।

৯। ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে একটি বিক্ষুব্ধ ছাত্র জমায়েত।

১০। দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচনে শরৎ বসুর বিজয়ে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক শক্তির উল্লাস।

১১। মনুমেণ্টের নীচে সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের একটি অংশ।

কংগ্রেসী রামরাজত্বের আর এক বছর

কংগ্রেসের শাসনে জাতীয় দাসত্ব, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নিরংকুশ প্রভুত্ব

লেখক:
সুজিত সেন

কংগ্রেসের "শিশু রাষ্ট্রটি" এবার চতুর্থ বৎসরে পদার্পন করল। এই শিশুটি যখন ৩ বছর আগে প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার আচরণ দেখে অনেকেই বুঝতে পারেনি যে এটি কোন জানোয়ারের বাচ্চা। কিন্তু এখন শিশুর চোখ কান নাক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তার আসল চেহারা এখন আর কারু বুঝতে কষ্ট হয় না। ইংরেজরা সেদিন স্বাধীনতার সন্তান বলে যাকে হাজির করেছিল, আজ ধরা পড়েছে যে সেটা নিছক গোলামীরই বাচ্চা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এট্‌লী এবং মাউন্টব্যাটেন একটা প্রচণ্ড চাল চেলেছিল। স্বাধীনতাকামী জনগণের ক্রুদ্ধ আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার জন্য সেদিন তারা ভারতবর্ষকে বিভক্ত করল ভারতীয় ইউনিয়ন এবং পাকিস্তানে। আর নেহরু প্যাটেলের হাতে ভারতীয় ইউনিয়নের এবং জিন্না-লিয়াকতের হাতে পাকিস্তানের শাসনভার অর্পন করে ঢোল সহরতে ঘোষণা করে দিল যে এবার ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে গেল। কংগ্রেসের পুরোহিতরা সেদিন কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে এই কলংক কলুষিত গোলামনামাটিকে বরণ করে নিয়েছিল জাতীয় স্বাধীনতার উদ্বোধন বলে। সে ফাঁকি আজ ধরা পড়ে গেছে তাই ভারতের প্রতি প্রান্তে কংগ্রেসীরাও অনেকে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সুরু করেছেন। লীগের মসজিদে মোল্লারা সেদিন আজান দিয়েছিল এই বলে যে ভারতের মুসলিম এবার আজাদী পেল। কিন্তু আজ পাকিস্তানের দিকে দিকে লীগ পন্থীরাও অনেকে লীগ ছাড়ছেন।

ভারত বিভাগ—ভারতীয় ঐক্যের প্রতি এই ব্যাভিচার সেদিন কংগ্রেসের কাছে আদরনীয় হল এই অজুহাতে যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এতে বন্ধ হবে। কিন্তু আজ ৩ বছর পরে দেখতে পাচ্ছি দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাস্তহীন নরনারী দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুস্থের মত লাখে লাখে মিছিল করে চলেছে অপমৃত্যুর শ্মশান পথে। সাম্রাজ্যবাদীরা সাগর পার থেকে উস্কানি দিয়ে চলেছে দিনের পর দিন, [illegible] স্তানকে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানকে। হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ আজ আর এক নূতন পর্য্যায় উঠে এসেছে, এখন হামেশাই শুনতে পাওয়া যায়—যুদ্ধ চাই। বিবাদ চলছে সীমানা নিয়ে; বিবাদ চলছে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জীবন এবং অধিকার নিয়ে, বিবাদ চলছে আমদানি রপ্তানি এবং টাকার সংগে টাকার বিনিময় নিয়ে। বিবাদ করছে এপারের মুনাফাখোরদের সংগে ওপারের মুনাফাখোরেরা, আর মারা পড়ছে অগণিত হিন্দুমুসলিম জনসাধারণ। এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে যে হিন্দুমুসলিম সংঘর্ষ সুরু হয়েছিল, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদে ভারত বিভাগের পর তা আরও সংগঠিত এবং আরও বীভৎস হয়ে উঠেছে। ইংরেজ পদলাঞ্ছিত সিংহাসনে ব'সে কংগ্রেসী শাসন কর্ত্তারা বাস্তহারাদের শুধু কথার ভূষণেই আপ্যায়িত করে চলেছেন—তাদের জীবন ধারণের নিম্নতম ব্যবস্থা করারও আবশ্যকতা বিবেচনা করছেন না।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের এক প্রসাদ সাম্প্রদায়িক দাংগা, অপর প্রসাদ দুর্ভিক্ষ। ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস দাংগা এবং দুর্ভিক্ষেরই ইতিহাস। ১৯৪৩সালের মহা মড়কের পর ১৯৫০ সালে এসেছে আর এক দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৩ সালের মতই এবার যারা ভুখমিছিল করে দাবী করছে অন্ন চাই, তাদের কপালে জুট্‌ছে ভাতের বদলে বুলেট্‌। বহরমপুরে অভুক্ত অন্ন প্রার্থীদের শান্ত মিছিলের ওপর গুলি চালিয়ে কংগ্রেসী সরকার সমস্ত স্বদেশবাসীর মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে তা স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৪৫ সালের কথা—যখন নেহরু দম্ভ সহকারে ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে ১৯৪৩ সালে না খেয়ে মানুষ মরত না, বরং মুনাফাখোরদের ধরে ফাঁসিতে লট্‌কাতাম। তাদের ফাঁসি দেওয়া ত দূরের কথা, আজ তাদেরই রসদ জোগান হচ্ছে, তাদের রসদ জোগাতে গিয়ে দুর্ভিক্ষ এসেছে, দমন করা হচ্ছে অন্নহীনকে। জনসাধারণকে ধাপ্পা দেবার জন্য মাত্র কয়েক মাস আগে বোঝানো হয়েছিল যে ১৯৫১ সালের মধ্যেই খাদ্যের ব্যাপারে ভারত সাবলম্বী হয়ে যাবে। অথচ তথ্য হল এই যে ১৯৪৪-৪৫ সালে যেখানে উৎপন্ন হয়েছিল ৫ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্য, সেখানে ১৯৪৮-৪৯ সালে উৎপন্ন ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টন। "ফসল বাড়াও" ধাপ্পাবাজীর মুখোষ খুলে দিয়ে বাজারে বাজারে চালের দর উঠেছে চল্লিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা করে মন। কিন্তু তবু মজুতদারেরাই নিরাপদে আছে, রাষ্ট্রের প্রতিটি বিধান, আইন এবং শৃঙ্খলার প্রতিটি প্রহরী, কংগ্রেসী শাসনের প্রতিটি ধ্বজাধারী মজুতদারের মজুত মাল রক্ষা করছে ক্ষুধিত দুস্থের দৃষ্টি থেকে।

দুর্ভিক্ষ নিরসনের এক পথ ছিল বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি। কিন্তু ভারতের বহির্বাণিজ্য ইংগ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ অনুসারে পরিচালিত, তাই অতীতের মত কংগ্রেসী শাসনেও আমাদের রপ্তানির অধিকাংশই কাঁচা মাল এবং আমদানির অধিকাংশই কারখানার মাল। সুতরাং আমদানির চেয়ে রপ্তানি বাড়ানো কঠিন এবং গত বছর ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি গেছে ৮৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার। বহির্বাণিজ্যে এই ঘাটতির ফলে ডলার ঘাটতি বেড়ে উঠেছে। এই ডলার ঘাটতি মেটাতে পারে না, তাই নেহরু সরকার খাদ্য আমদানী কমিয়ে দিয়েছে।

ভারতের বাৎসরিক খাদ্য আমদানি ছিল ৯৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টন, তাকে কমিয়ে করা হয়েছে ৮০ লক্ষ টন এবং সরকারী পরিকল্পনা তাকে আরও কমিয়ে ৫৫ লক্ষ টন। গত বছর খাদ্য আমদানি হয়েছিল ৪০ লক্ষ টন, এ বছর বরাদ্দ হয়েছে ১৫ লক্ষ টন। এই ভাবে খাদ্য আমদানির পরিমাণ অর্দ্ধেক কমিয়ে ডলার বাঁচাবার গরজেই নেহরু সরকার ঘোষণা করেছিল যে ১৯৫১সালের মধ্যেই আমরা খাদ্য সংগ্রহে স্বাবলম্বী হয়ে যাব। কিন্তু এই বচন উচ্চারণ করার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা দিয়েছে বাংলায়, মাদ্রাজে, বিহারে এবং অন্যান্য প্রদেশে দুর্ভিক্ষ।

নেহরু সরকার যদি ভারতের ভাগ্য ইংগ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের শোষণের জাঁতার তলায় বেঁধে না রাখত, তা হলে আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং জনতার গণতন্ত্রের দেশগুলির সাথে স্বাধীন বাণিজ্য চালিয়ে ভারতে খাদ্য সরবরাহের সুরাহা করতে পরত। কিন্তু ভারত স্বাধীন নয়, এবং তা প্রমাণ করছে এই তথ্য যে ইংগ-আমেরিকান বাণিজ্যের খাতিরে দুর্ভিক্ষের অর্থনীতি চালু রয়েছে। নেহরু সরকার ভারতের বানিজ্য কিছুতেই ইংগ-আমেরিকান্‌ বানিজ্য ছেড়ে স্বতন্ত্র রাস্তা নেবে না।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের আদেশে বিনিময়ের ক্ষেত্রে টাকার সংগে ডলারের হার কমিয়ে নেহরু সরকার ভারতের সংকটকে আরও তীব্র করে তুলেছে। এই সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয় তখন সরকারী মুখপাত্রেরা এই বলে সাফাই গেয়েছিল যে টাকার দাম কমালে আমাদের বহির্বানিজ্য বেড়ে যাবে, পাওনা ডলার বেশী হবে, এবং তা'হলেই আমরা আমাদের দেশের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করতে পারবো। এ প্রতিশ্রুতি যে কতখানি অসার তা গতবছরের বহির্বানিজ্যে ৮৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ঘাটতি থেকেই বোঝা যায়।

ভারতীয় অর্থনীতির জালিবোট ইংগ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী জাহাজের সংগে বাঁধা আছে বলেই, সংকটের উত্তাল সমুদ্রে ভারতীয় অর্থনীতি হাবুডুবু খাচ্ছে। ভারতে শিল্প বিস্তারের পরিবর্তে গত ৩ বছর ধরে কারখানার উৎপাদন কমেই চলেছে কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ ভারতকে শিল্প ক্ষেত্রে অনুন্নত রেখে দেওয়া এবং নেহরু সরকার ইংগ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদেরই তাঁবেদার। ১৯৪৩-৪৪ সালে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের মান যেখানে ছিল ১২৬'৮, ১৯৫০ সালের প্রথম ৬ মাসে ১০৫ থেকে ১১০ পয়েন্টের মধ্যে ঘুরছে এবং এটা হ'ল ১৯৩৯-৪০ সালের চেয়েও কম। ১৯৪৪ সালে ভারতে ইস্পাত তৈরী হয়েছিল ৯,৩৪,০০০ টন, আর ১৯৪৮ সাল ৮,৫৪,০০০ টন। ১৯৪৪ সালে সূতো তৈরী হয়েছিল ১৬'৪৩ মিলিয়ন পাউণ্ড আর ১৯৪৮ সালে ১৩'৫৯ মিলিয়ন পাউণ্ড।

কৃষি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনের কমতি এবং দরের আধিক্য শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্তের সংসারে সংসারে দারুণ সংকট নিয়ে এসেছে, অসহণীয় হয়ে উঠেছে তাদের জীবন ধারণ। এর প্রধান কারণ হল এই যে সরকারী নীতির মূল লক্ষ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আয়োজন, বিদেশী মূলধনের স্বার্থ রক্ষা এবং দেশী একচেটিয়া মূলধনের বড় বড় মালিক যথা টাটা-বিড়লা গোষ্ঠির মুনাফা সংরক্ষণ। সরকারের এই নীতি খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে সরকারের ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট পরিকল্পনায় অর্থাৎ সরকারী আয় ব্যায়ের ফর্দে।

১৯৫০-৫১ সালের সরকারী আয়ের খাতে ফর্দ ধরা হয়েছে ৩৩৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ১৬৮ কোটি টাকা হ'ল সৈন্য-বিভাগের ব্যায়, এ ছাড়া যুদ্ধ বিভাগের জন্য মূলধন বরাদ্দ করা হয়েছে ১২ কোটি টাকা। গরীব দেশের ট্যাক্স থেকে সরকারের যে আয় হবে তার শতকরা ৫৩ ভাগ এইভাবে যুদ্ধের খাতে ব্যায় হবে, অথচ যুদ্ধের স্বার্থ ভারতের স্বার্থ নয়; এ স্বার্থ হ'ল ইংগ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের। যুদ্ধের খাতে এই বিপুল অর্থ ব্যায় করা হবে ব'লে, শিল্প বিস্তারের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে মাত্র ৯ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের জন্য এই বিরাট ব্যায় ভারতীয় শিল্পকে পংগু করে রেখেছে, এবং এই অবস্থাটা প্রমাণ করছে যে নেহরু সরকার ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ইংগ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ইংগিতেই শাসন পরিচালনা করছে। উৎপাদন হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি এবং কোরিয়ার যুদ্ধ জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই দ্রব্যমূল্য ৪০০ পয়েন্ট ঠেলে তুলেছে, অর্থাৎ এক একটি টাকার আসল মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪ আনা।

অর্থ-বিভাগের মন্ত্রী গত মার্চ্চ মাসে তাঁর বাজেট বক্তৃতায় সরকারী-নীতির যে স্বরূপ প্রকাশ করেছেন তাতে বেশ খোলা খুলি ভাবেই বলা হয়েছে যে ভারতে বিদেশী মূলধনের নিরাপত্তা এবং বড় বড় মালিকদের ওপর থেকে ট্যাক্সের বোঝা কমিয়ে গরীবদের ঘাড়ে যুদ্ধের ব্যায়ের বোঝা চাপানোই সরকারী নীতির সার মর্ম্ম। ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য যে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হবে না সে প্রতিশ্রুতি বিদেশী ও স্বদেশী একচেটিয়া কারবারীদের অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া ভারতীয় বিধানে পাকাপাকি ভাবে লিখে রাখা হয়েছে যে বিনা ক্ষতি পূরণে কোন মূলধন জাতীয়করণ আইনতঃ নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতেও তারা খুশী হয়নি।

এ বছরের গোড়াতে আমেরিকান সরকারের জনৈক সহকারী সচিব, মিঃ ম্যাকঘী ভারতে আসেন। তিনি প্রকাশ্য ভাবেই দাবী করেন যে আমেরিকান পুঁজিপতিদের নিরাপত্তার খাতিরে ভারতে শিল্পের মুনাফা কোন রকমে সীমাবদ্ধ করা চলবে না, শিল্পের ওপর থেকে ট্যাক্সের বোঝা

(শেষাংশ ১৫এর পাতায়)

চীনের গণরাষ্ট্রে কৃষকের =নতুন জীবন যাত্রা=

চেয়ারম্যান—মাও-সে-তুং

নববর্ষের প্রথম দিন। চীনদেশে এই দিনটি হচ্ছে একটি বিশেষ দিন—এই দিনটি হচ্ছে আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। নববর্ষের প্রথম দিন শুরু হবার আগেই অর্থাৎ বছরের শেষের দিনে প্রত্যেকটি ব্যবসাদারকে তার সমস্ত দেনা চুকিয়ে ফেলতে হয়, তা না হলে আগামী বছরে কারুর কাছ থেকে-ই সে আর ধারে জিনিষ পাবে না।

চীনে বছরের শেষ মাসটিকে বলা হয় লা মাস। কৃষকের পক্ষে এই লা মাসটি হচ্ছে সব চেয়ে বেশী দুঃখ কষ্টের, মানসিক অশান্তির মাস। এই লা মাসের প্রত্যেকটি দিন-ই কৃষকদের সন্ত্রস্ত থাকতে হয়, চিন্তিত থাকতে হয়। কারণ এই লা মাসেই জমিদারেরা, মহাজনেরা তাদের হিসাবপত্র পাকাপাকি তৈরী করে কৃষকের ঘরে ঘরে এসে পাওনা টাকা দাবী করে—বর্গীর মতন তারা কৃষকের ঘরে ঘরে হানা দেয়। সারা বছর ধরে ধারের জন্য মহাজনের দুয়ারে-ই কৃষককে হাত পাততে হয়। সুদ সমেত সেই ধারের টাকা কৃষককে এই লা-মাসেই শোধ করতে হয়—জমিদারের সমস্ত পাওনাও কৃষককে এই মাসেই দিতে হয়। এই হিসাব নিকাশকে চীনে বলা হয়ে থাকে 'সুয়ান-চাঙ'।

যুগ যুগ ধরে এই 'সুয়ান-চাঙ' চীনে চলে আসছিলো। স্বয়ং ভগবান-ই নাকি এই প্রথা চালু করেছিলেন। তাই এর বিরুদ্ধে কৃষকদের টু শব্দটি করার অধিকারও ছিল না—'সুয়ান-চাঙের' অত্যাচারে তারা যুগ যুগ ধরে নির্য্যাতিত হয়ে-ই এসেছে।

আর "সুয়ান চাঙ" নয়

কিন্তু সেই পুরনো চীন আজ আর নেই—চীনে আজ স্থাপিত হয়েছে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে-ই কৃষকদের মনে "সুয়ান-চাঙ" সম্বন্ধে সন্দেহ জেগে উঠলো। "এই প্রথা কি ঠিক?"—এই প্রশ্নই তাদের মনে জাগলো। গ্রামে গ্রামে কমিউনিষ্টরা যেয়ে কৃষকদের বুঝিয়ে দিল যে, জমিদার, মহাজনদের 'সুয়ান-চাঙ' দাবী করার কোন অধিকার নেই; কৃষকেরা জমি চাষ করে, ফসল ফলায়; সুতরাং জমি ও ফসলের উপর কৃষকের-ই অধিকার; তার-ই ধান লুটে নিয়ে মহাজনেরা তাকে কর্জ্জা ধান দিয়াছে; তাই এখন আর 'সুয়ান-চাঙ, নয়, এখন হচ্ছে 'চিঙ-সুয়ানে'র দিন, অর্থাৎ কৃষকরা-ই এখন হিসাব নিকাশ তৈরী করবে, যুগ যুগ ধরে জমিদার মহাজনেরা তাদের যে শোষণ করেছে তারই হিসাব নিকাশ কৃষকেরা এখন করবে। গ্রামে গ্রামে আওয়াজ উঠে গেলো: 'চিঙ-সুয়ান'। প্রত্যেকটি কৃষক অনুভব করলো যে, তার পিছনে আজ এসে দাঁড়িয়েছে এক শক্তিশালী সরকার; প্রত্যেকটি কৃষক বুঝলো যে, চীনে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার।

কৃষকের জীবনে নতুন সাড়া

এই নয়া ব্যবস্থা কৃষকদের মনে কিরূপ সাড়া জাগিয়েছে বৃদ্ধ কৃষক লিউ-ই তা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন:

'আমার নাম লিউ। আমার বাপ ঠাকুর্দ্দার মতন আমি ও লিউচিয়াচুয়াঙ্গ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছি। সুতরাং এ থেকেই বুঝতে পারেন আমার নাম লিউ কেন। আমাদের গ্রামে আমরা সকলেই হচ্ছি লিউ। আগেকার দিনে ধনী লিউ-ই ছিল গ্রামের প্রধান মাতব্বর লোক। ঋণে তার কাছে আমরা ছিলাম অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। প্রত্যেকে-ই তাকে 'হিতকারী' বলতো। অন্যথা বলতে কেউ-ই সাহস করতো না—প্রত্যেকের-ই ভয় ছিল যদি সে কর্জ্জা দেওয়া বন্ধ করে দেয়।···আজও গ্রামে প্রধান মাতব্বর লোক হচ্ছে একজন লিউ—তবে এই লিউ হচ্ছেন একজন আলাদা লিউ; গরীব কৃষকদের কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন এই লিউ। নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনে বলা হয়েছে: "গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষকদের কমিটি-ই হলো ভূমি-সংস্কার প্রবর্তন করবার প্রধান কর্ত্তা" এই ভাবে আজ গ্রামে এই লিউর হাতেই রয়েছে আসল ক্ষমতা।"

নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলে কি রকম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার প্রকৃত কাহিনী পাওয়া যায় মাঞ্চুরিয়ার মুক্ত অঞ্চল থেকে। ১৯৪৮ এর বসন্তকালে মাঞ্চুরিয়া ভ্রমণ করে এসে প্রসিদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা চু-সুয়ে-ফান তার ভ্রমণ কাহিনীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন:

"সুয়ানহো জেলার লিউচিয়া সিয়েনে আমি দশদিন কাটালাম। সেখানে আমি দেখেছি নতুন গ্রামাঞ্চল, নতুন কৃষক সম্প্রদায়—যে কৃষক একদিন অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলেন, আজ সেই কৃষকই গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। প্রত্যেক কৃষকেরই রয়েছে গোলাজাত নিজ নিজ খাদ্য, নিজ নিজ বাসস্থান ও নিজ নিজ জমি। প্রত্যেক জায়গায়ই আমি দেখেছি নতুন রাষ্ট্রের নতুন কর্তৃপক্ষ। গরীব ও মাঝারী কৃষক এবং ক্ষেত মজুরদের দ্বারা নির্ব্বাচিত কমিটিই হচ্ছে এই কর্তৃপক্ষ। সুয়ানহো জেলার কার্য্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান নিজে হলেন একজন কৃষক। গ্রামের কৃষক লীগের চেয়ারম্যান ওয়াঙ ইউ-টিঙের সঙ্গে আমি আলাপ করলাম। তার কাজের অনেক অসুবিধার কথাই আলোচিত হলো। কিন্তু তিনি কোনরূপ অভিযোগের কথা তুললেন না। পক্ষান্তরে তিনি বল্লেন যে, নয়া ব্যবস্থায় জনসাধারণ খুবই খুসী। তিনি আরো বল্লেন: আজ আর কোন জমিদার নেই, আমাদের শোষণ করবারও কেউ নেই; আমরা আজ নিজেদের জন্যই কাজ করছি; সুতরাং বেশী পরিশ্রম করায় আজ আমাদেরই বেশী লাভ হবে।"

চীনে চাষবাসের কাজ সমবায় পদ্ধতিতে ও সংঘবদ্ধভাবে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ছবিতে পরস্পর সাহায্যকারীদের একটি দলকে ক্ষেতের নিড়ানীর কাজে রত দেখা যাচ্ছে।

নতুন জীবনের রেখা

উপর উপর দেখ্‌তে গেলে চীনের গ্রামের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি—গ্রামে গ্রামে এখনো সেই পুরনো দিনের মাটির কুঁড়ে ঘর, সেই অলিগলি রাস্তা, সেই পুরনো দিনের চাষের ব্যবস্থা-ই দেখা যায়। কিন্তু পরিবর্ত্তন এসেছে গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে—তাদের মনে এসেছে নতুন চেতনা, নতুন উদ্দীপনা। কাইপিঙ জেলার একটি গ্রামের কৃষক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সু শেঙ-হাইর কথায়:

"আমাদের অতীত জীবনের সঙ্গে বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করার অর্থ হ'লো অন্ধকারের সঙ্গে আলোর তুলনা করা। অতীতে আমাদের জীবন ছিল একটি অন্তহীন দীর্ঘরাত্রির মতন; এখন আমাদের জীবন হচ্ছে গ্রীষ্মকালের দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল।"

এই সু শেঙ-হাইর গ্রামের নাম হ'লো চিয়াওটুটসান। আগে সেখানকার সমস্ত জমির মালিক ছিল জমিদার শুহাং-মিঙ। গ্রামে আর কারুর-ই কোন জমি ছিল না। কিন্তু নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সে অবস্থা বদলে গেছে। গ্রামে গ্রামে ভূমি সংস্কার কার্য্যকরী করার পর এখন এই গ্রামের প্রত্যেকটি কৃষক-ই আট থেকে বারো "মু" করে জমি পেয়েছেন—

(এক "মু" হচ্ছে এক হেক্টরের ১৬ ভাগের ১ ভাগের সমান)। কৃষকদের মধ্যে এইভাবে জমি বিলি করে যে জমি উদ্বৃত্ত রয়েছে সে জমি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনের জন্যই ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারই কিছু কিছু চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, ঘর কন্নার বাসনপত্র প্রভৃতি পেয়েছেন। জমিদারের সম্পত্তি থেকেই এগুলি বাজেয়াপ্ত করে আনা হয়েছে। তাছাড়া, সবচেয়ে যারা গরীব সে রকম ৩২টি পরিবার মোট ৮৬টি ঘোড়া ও গরু মহিষ পেয়েছেন।

(শেষাংশ ১০র পাতায়)

ময়মনসিংহ অঞ্চলের হাজং-গাড়ো-মুসলমান কৃষকদের মুক্তি সংগ্রাম

ময়মনসিং জেলায় পাহাড় অঞ্চলে সুসং-দুর্গাপুর পাঁচটি থানায় গত ২ বৎসর ধরে যে সংগ্রাম চলেছে সেই সংগ্রাম আজ আরও ব্যাপক এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে।

"কাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও কেন এই সংগ্রাম ?"

দীর্ঘ বৎসর ধরে দুর্গাপুর, মুক্তাগাছা, সেরপুর, বাঘবেড়, গৌরীপুর, নারানধর, আমতলা, এই সমস্ত জমিদাররা শোষণ করে আসিতেছে। এর মধ্যে আরও বড় বড় জোতদার মহাজন রহিয়া গিয়াছে, যাহারা এক মণ ধানে তিন মণ সুদ নিয়া হাজার হাজার টাকা লাভ করেছে। কৃষককে ঠকাইয়া বড় বড় খামার করিয়াছে।

"ভূমি কর ব্যবস্থা"

(১) টংক

সেখানকার জমি খাজনার হারাহার হল টংক প্রথা, টাকায় খাজনা, আধি, নানকার ইত্যাদি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেন্ট এই সব জঘন্য প্রথা সৃষ্টি করিয়া কৃষককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, বর্বর টংক প্রথা, বৃদ্ধিহারে খাজনা, টাকায় ডবল সুদ নেওয়া, ভিটামাটি হইতে উচ্ছেদ করা— এই হল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জবরদস্তি করে দীর্ঘদিন এই নীতি চালু করিতে থাকে। অতিরিক্ত শোষণ হল টংক প্রথা। বেশীর ভাগ লোকেরই টংক জমি আছে। টংক প্রথা হল—আড়া প্রতি নীচে ৫ মণ হইতে ১৬ মণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৬ কাঠা জমিতে ৫ মণ হইতে ১৬ মণ পর্য্যন্ত ধান্য দিতে হইত। জমিতে ফসল হৌক বা না হৌক জমিদারকে টংক ধান দিতে হইবেই হইবে, টংক ধান দিতে না পারিলে জমি অন্যকে পত্তনি দিত। বাকী টংক ধানের জন্য মাচাঘরে যাহা পাওয়া যাইত তাহার সমস্ত ধানই লইয়া যাইত। এমন কি সিদ্ধ ধান পর্য্যন্ত লওয়া হইত, এক বেলার খোরাক পর্য্যন্ত রাখিয়া যাইত না। তখন কৃষকদের মাচা ভাঙতে, বাড়ী ঘর উচ্ছেদ করতে—জমিদারদের আইনের ঘরে যাইতে হইত না—জমিদাররাই হর্ত্তাকর্ত্তা ছিল। কোন কৃষক যদি আইনের ঘরে যায় সরকারও শুনত না, তখন কৃষকরাও মামলা করিতে যাইত না।

(২) আধি জমি।

জমির ফসলের অর্দ্ধেক ভাগ জমির মালিক, জমিদার বা মহাজনকে দিতে হইত। ফসল করার যাবতীয় খরচ হালের গরু থেকে আরম্ভ করিয়া বীজধান, যন্ত্রপাতি, মজুরী খরচ সেই কৃষককেই দিতে হইত। যদি কেহ খরচের দাবী করিত বা জমিতে জমিদারের দাবী অনুযায়ী ফসল ফলাইতে না পারিত তখন জমিদার জমি অন্যকে দিত।

(৩) নানকার

জমিদার চাষীকে সামান্য জমি দিবে— বিনা করে জমি দিবে কিন্তু সেই চাষীকে জমিদার বাড়ীতে খাটিয়া দিতে হইবে। যত দিন জমি রাখিবে ততদিন খাটিতে হইবে। অসুখ হইলেও মাপ নাই। ঘরের বউকে পর্য্যন্ত খাটিয়া দিতে হয়। একদিন জমিদার বাড়ীতে না গেলে মারধোর করিত, ও ডবল খাটাইয়া লইত। কিন্তু এর জন্য কোন মজুরী জমিদার দিবে না।

(৪) জমিদারের অত্যাচার

রাজবাড়ীতে খাজনা দিতে গেলে কৃষকদের জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। যখন যাকে তলব করবে তখন তাকে যেতেই হবে। একটু

লেখক—
নবীন সরকার
—হাজং কৃষক নেতা—

অবহেলা করিতে পারিবে না। শাস্তি পেতে হত। ঠিক ঠিক তারিখ মত সম্পূর্ণ খাজনা দিতে হইবে। দিতে না পারিলে গরুর মত মারিত। গাছে ও চৌকির পায়ে বাঁধিয়া—খাইতে না দিয়া অত্যাচার চালাইত। কত মুসলমানের দাড়ি উপড়াইয়াছে, কান ধরিয়া টানিয়া লাথি মারিয়াছে জুতা দিয়া পিটাইতে পিটাইতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছে। মারের চোটে কৃষকরা বাহ্য প্রস্রাব করিয়া ফেলিয়াছে। কত কৃষক অত্যাচার ভোগ করিয়া মনে মনে জমিদারকে অভিশাপ দিয়াছে। টংক ধান দেওয়ার আগে জমিদার বাড়ীতে গিয়া কিছু ধান দেখাইতে হইবে। যদি এই ধান জমিদারের পছন্দ না হইত তবে সেই ধান বিক্রী করে বাজার হইতে ভাল ধান কিনিয়া জমিদারকে দিতে হইত। ধানে ধুলা বালি থাকিতে পারিবেনা। খারাপ হইলে চলিবেনা—খুব ঝকঝকে ভাল ধান চাই।

পূর্ব্বে আরও একটি বর্ব্বর প্রথা ছিল— উপজাতি হাজংদের নিয়া জমিদার হাতী শিকার করিত। হাজংরা বীর পুরুষ— বনের বাঘ, ভালুক, হাতীকে ভয় করেনা। হাজংদের নিয়া শত শত বন্য হাতী ধরিয়া হাজার হাজার টাকা জমিদার লাভ করিত। হাজংরা নিজের পয়সায় খেয়ে জমিদারকে হাতী ধরে দিত। রাজার সঙ্গে শত শত হাজং ৬মাস একবৎসর ধরে ঘুরিত। চাষবাসের কথা দূরে থাক স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখিবার কোন সুযোগ দেওয়া হইত না। মালিক আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত কোথাও এক পা অগ্রসর হইতে পারিতনা। এর নাম হল হাতী বেগার। এই হাতীবেগার ও বাংলা খাজনার বিরুদ্ধে উপজাতিরা ৬৫বৎসর পূর্ব্বে জমিদারদের সঙ্গে এক সংগ্রাম করে। (বাংলা খাজনার পূর্ব্বে চক খাজনা ছিল— অর্থাৎ একটা গ্রামের উপর মোট খাজনা ধরা হইত। এই প্রথা তুলে দিয়ে প্রতি ঘরে ঘরে খাজানা ধরা হল। ইহার নাম বাংলা খাজনা) ঐ সংগ্রামে হাজংরাই প্রধানতম। সেই যুদ্ধে উপজাতিদের একধাপ জয় হয়। জমিদার পক্ষে অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়। কিন্তু তখন বৃটিশ সরকার জমিদার-পক্ষে সৈন্য পাঠায় এবং কৃষকদের উপর অত্যাচার চালায়। সংগ্রাম তখন ঐ পর্য্যন্ত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। তখন সেই জমিদাররা বৃটিশ সরকারের সহযোগীতায় টংক প্রথা ও বাংলা খাজনা চালু করে। বেগার প্রথা সেখান থেকে আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া যায়। তখন হইতে জমিদার টংক খাজনা বৃদ্ধিহারে চালু করিতে থাকে। আড়া প্রতি ২০০৲। ২৫০৲ টাকা আগাম নজর না দিলে খাজনা জমি কোন কৃষককে পত্তনি দিতনা। তখন অনেক কৃষক ২৫০৲ টাকা আগাম নজর দিতে অক্ষম হইয়া টংক জমি নিতে রাজী হয়। কারণ টংক জমিতে ফসল ফলাইয়া পর বৎসরের পরের বৎসরে ধান দিতে হয়। এই সুবিধা মনে করে অধিকাংশ কৃষক টংক জমির দিকে ঝুঁকিল। টংক হারের প্রথা ক্রমে ক্রমে এমন হারে বাড়িয়া গেল যে কৃষক আর টংক ধান দিতে পারে না। তখন হাজার হাজার কৃষক ভিটা বাড়ী হইতে উচ্ছেদ হইতে লাগিল। জমিদাররা পাইক বরকন্দাজ হাতী দ্বারা কৃষকদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গাইয়া দিয়া কৃষকদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে লাগিল। তখন জমিদারের অত্যাচারে হাজার হাজার কৃষক বাড়ীঘর ছাড়িয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলাইতে সুরু করিল ঐ সময় লালঝাণ্ডা কৃষক সমিতি কৃষকদের সমস্ত অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া নিয়া আন্দোলন করিতে সুরু করিল। আওয়াজ তুলিল টংক প্রথা উচ্ছেদ চাই— টংক জমির স্বত্ব চাই। বাকী খাজনা মকুব চাই —খাজনার হার কমান চাই ঋণ মুকুব চাই—নুতন কৃষি ঋণ চাই—বিনাক্ষতি পূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই—কৃষকদের হাতে জমি চাই— রাস্তা, জল, হাসপাতাল, স্কুলের, ব্যবস্থা চাই—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক। এই দাবীতে কৃষকরা সমর্থন জানায়—হাজার হাজার কৃষকরা আন্দোলনে যোগদান করে—কৃষক সমিতির সভ্য হয়। তখন আন্দোলন গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল—দিকে দিকে সভা শোভা যাত্রা—বৈঠক ইত্যাদি চলিতে লাগিল। জমিদার তখন কৃষকদের বিক্ষোভ দেখিয়া রাগে কৃষকদের সভা মিছিল বন্ধ করিতে জোর চেষ্টা করিল— রাস্তা ঘাট বন্ধ করিল—সুসংএর কোন মাঠে আর সভা করিতে দিবে না। ১৪৪ ধারা জারী করিল। লাঠিয়াল, পুলিশ দ্বারা মিছিলকে বাধা দিতে আসিল। কিন্তু কৃষক জমিদারের বাধা অতিক্রম করে বন্যার বেগে এগিয়ে গেল। একটা মাঠে সভা করে তাহাদের বক্তব্য শেষ করে ফিরে গেল। ঘরে ঘরে টিপ সই নিয়া গণ দরখাস্ত ডেপুটেশন ঝাঁকে ঝাঁকে সরকারের নিকট পাঠান হইল। দাবী কিছুতেই সরকার শুনিল না। দাবী সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হইল। এই আন্দোলনে মুসলিম কৃষকরাই সর্ব্বপ্রথম আগাইয়া আসেন। ১৯৪০ সালে সরকার থেকে জমি জরিপ করিতে আরম্ভ করে। এই জরিপে টংক জমির স্বত্ব স্থির হইল। টংক ধানের হার কিছু কমিল। কিন্তু টংক প্রথা একেবারে উচ্ছেদ হ'লনা, অন্যান্য দাবী সরকার কিছুই মানিলেন না। ব্যাপকভাবে টংক জমির স্বত্ব হওয়ার পরে জমিদার আর চাষীর কাছ থেকে জোর করে জমি কেড়ে নিতে পারে না। তখন জমিদার কোর্টে মামলা সুরু করিল, হাজার হাজার কৃষকের বিরুদ্ধে নালিশ করিল। তখন কৃষকরাও দলবদ্ধ হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে সুরু করিল, কৃষকরা 'মামলা কমিটি' করিল। 'মামলা কমিটি' মারফৎ জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা চালান হইল। অনেক কৃষক মামলা কমিটি ছাড়াও নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে মামলা চালাইতে লাগিল জমিদার কৃষককে অসুবিধায় ফেলিবার জন্য ছোট ছোট টিলা গুলি সমস্ত রিজার্ভ ঘোষণা করিল। সাইন বোর্ড টানাইল বাজারে ঢোল পিটাইয়া জারী করিল। কেহই কাঠ কাটিতে পারিবে না, গরু চরাইতে পারিবে না। লাইসেন্স করিতে হইবে। বিনা লাইসেন্সে ঢুকিতে পারিবে না। ঢুকিলে বিনা বিচারে জরিমানা হইবে।

ছোট ছোট টিলাগুলি রিজার্ভ হওয়ার পর কৃষকদের ভয়ানক অসুবিধা হইল, কৃষকরা দীর্ঘ দিন ধরে ঐ সমস্ত পাহাড় গুলিতে গরু চরাইত। কাঠ কাটিয়া সংসারের কাজ চালাইত। রিজার্ভ ঘোষণার পর সমস্ত কিনিতে হয়। কৃষকরা তখন জমিদারের আইন অমান্য করিয়া জোর করিয়া কাঠ কাটিতে গরু চরাইতে লাগিল। জমিদার তখন কোর্টে গিয়া শত শত কৃষককে আসামী করিল, জমিদার পুলিশ প্রভৃতি নিয়া গ্রামের কৃষকের উপর হামলা করিল, তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে আরম্ভ করিল। তখন কৃষকরা প্রতিবাদ না করে ধরা দিল। অনেক কৃষক আত্মগোপন করিয়া রহিল। একশত জন কৃষক ধরা পড়িল, তিন বৎসর মামলা চলিল। ১৯ জন কৃষকের তিন মাস করে জেল হইল। ১০ টাকা করে জরিমানা হইল। কিন্তু কৃষকরা পাহাড় দখল ছাড়িল না। আরও ব্যাপকভাবে কাঠ কাটিতে, গরু চরাইতে আরম্ভ করিল। জমিদার তখন ফরেষ্ট অফিস ঘরগুলি উঠাইয়া লইল কিন্তু সুসং এ ভীষণ জবরদস্তি চলিল। শত শত কৃষকের জমি নীলাম করিল।

১৯৪৬ সালে লাল ঝাণ্ডা কৃষক সমিতির আহ্বানে কৃষকদের বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। টংক খাজনা মামলা মোকর্দ্দমা একদম বন্ধ করিয়া দিল। দিকে দিকে হাজার হাজার কৃষক সভা মিছিল আরম্ভ করিল। সভায় নেতারা বক্তৃতা দিল। গ্রামে টংক ধানের

(শেষাংশ ১৪-এর পাতায়)

চীনের গণরাষ্ট্রে কৃষকের নতুন জীবন যাত্রা

(৩এর পাতার পর)

সুশেঙ-হাইর কথায়—"এখন আমাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাবার জিনিস রয়েছে। এবং আমাদের সাধ্যমতন আমরা মুক্তি ফৌজকে সাহায্য করে থাকি।"—

কৃষি-সংস্কার

হাজার হাজার বছর ধরে চীনের কৃষকদের যে অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে সেই জীবন যাত্রার আজ অবসান ঘটেছে। নতুন শাসন ব্যবস্থা কৃষকদের বাস্তব অবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে। সেই পরিবর্ত্তনের প্রধান কথা হচ্ছে কৃষি-সংস্কার।

চীনের নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কৃষি আইনে সামন্ত ভূমি প্রথার উচ্ছেদ করা হয়েছে, জমিতে সমস্ত জমিদারের মালিকানার অবসান করা হয়েছে। ভূমি সংস্কারের আগে কৃষকদের যে ঋণ ছিল তা মকুব করা হয়েছে। সুদের চড়া হার বন্ধ করা হয়েছে। সমস্ত বাজেয়াপ্ত জমি কৃষকদের হাতে দেওয়া হয়েছে। গ্রামে মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে সমস্ত বয়সের যত মানুষ আছে, সেই অনুপাতে জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় বনভূমি, জলসেচ ব্যবস্থা, বড় বড় গোচারণ ভূমি, হ্রদ, বিস্তির্ণ পতিত জমি, সবই রাষ্ট্রের হাতে গ্রহণ করা হয়েছে। জমিদারের হাল বলদ চাষের যন্ত্রপাতি, দালান-কোঠা, ফসল ও অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। ধনী কৃষকদের উদ্বৃত্ত জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ভূমি সংস্কারের ফলে জমিদার শ্রেণীর উচ্ছেদ হয়েছে, সামন্ত দাসত্বের অবসান হয়েছে এবং কৃষক জনতার দ্রুত উন্নতি হয়েছে। ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের উন্নতির সাথে সাথে মাঝারী কৃষকদেরও সুবিধা হয়েছে। মাঝারী কৃষকরা জমিদার ও মহাজনের দেনার দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে—গ্রাম্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু বাড়তি জমিও তারা পেয়েছে।

ক্ষেত মজুর ও গরীব কৃষকদের ভিতর জমি বিলি করার সাথে সাথে চাষের পশু, সার প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে। জমিদারদের সম্পত্তি থেকেই এই সব দেওয়া হয়েছে অথবা গণতান্ত্রিক সরকার বিনা সুদে বা সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা অথবা জিনিষগুলি দিয়ে দিয়েছে।

অনেক গ্রামে পরস্পরের সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছায় বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এরা মিলিতভাবে পরস্পরের জমি চাষ আবাদ করে। স্থানীয় রাষ্ট্র সংগঠন ও কৃষকদের সেচের জন্য খাল কাটা, কূপ খনন করা বা পুরনো সেচ ব্যবস্থা মেরামত করার কাজে সাহায্য করছে।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে ভূমি সংস্কারের মূল কথা। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৯৪৬ থেকে বিভিন্ন মুক্ত অঞ্চলে এই ভূমি-সংস্কার-ই কার্য্যকরী করা হয়েছে। সম্প্রতি, অর্থাৎ ১৯৫০ এর ৩০শে জুন তারিখে চীনের গণরাষ্ট্রের সভাপতি মাও-সে-তুঙ ভূমি-সংস্কারের আইন চালু করবার সিদ্ধান্ত স্বাক্ষর করেছেন। এই নতুন আইনের সঙ্গে আগেকার প্রচলিত ভূমি-সংস্কারের মূলগত কোন পার্থক্য নেই। শুধু মাত্র ধনী কৃষকদের ক্ষেত্রে এই নতুন আইনে নীতির কিছুটা পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। এই নতুন আইনে বলা হয়েছে যে, ধনী কৃষকেরা যে জমির মালিক, যে জমি তারা নিজেরা চাষ করে বা ভাড়াটে মজুর দিয়ে চাষ করায়, এই সমস্ত জমির উপর এবং তাদের অন্যান্য সম্পত্তির উপর হাত দেওয়া হবে না। এই নতুন নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাও-সে-তুঙ বলেছেন : "আসল ভূখণ্ডে যুদ্ধ শেষ হয়েছে ; ১৯৪৬ এবং ১৯৪৮ থেকে এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; তখন কুয়োমিনটাঙ প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বিরুদ্ধে মুক্তি ফৌজের জীবন মরণ সংগ্রাম চালাতে হচ্ছিল এবং তখন মূল সমস্যার ও কোন সমাধান হয়নি। কম জমি থাকার জন্য গরীব কৃষকদের যে অসুবিধা হচ্ছে ঋণ দিয়ে তা পূরণ করে গরীব কৃষকদের এই সমস্যার সমাধানে গবর্ণমেন্ট এখন তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। সুতরাং ধনী কৃষকদের সম্পর্কে আমাদের নীতি পরিবর্ত্তন করা দরকার। ধনী কৃষকদের উদ্বৃত্ত জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নীতি পরিবর্ত্তন করে ধনী কৃষকদের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার নীতি গ্রহণ করতে হবে ; গ্রামাঞ্চলে খুব তাড়াতাড়ি উৎপাদনকে উন্নত করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এ নীতি গ্রহণ করতে হবে। এই নীতি জমিদারদের কোনঠাসা করবার পক্ষেও সাহায্য করবে ; মাঝারী কৃষকদের এবং যারা জমি অন্যের কাছে ভাড়া দেয় সেই সব ছোট ছোট মালিকদের রক্ষা করার পক্ষেও এই নীতি সাহায্য করবে।"

জমিদারের গোলা থেকে শস্য নিয়ে বন্টনের একটি চিত্র।
শিল্পী—ইয়েনহান।

কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্যই নতুন সরকার

চীনের কৃষক আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছে যে, তার স্বার্থ রক্ষার জন্য রয়েছে চীনের নয়া গণতান্ত্রিক সরকার।

চীন প্রধানতঃ কৃষি প্রধান দেশ। চীনের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ হচ্ছে কৃষি-অর্থনীতি। চীনের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ হচ্ছে কৃষক। সুতরাং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার দিকে যে গণতান্ত্রিক সরকার বিশেষ দৃষ্টি দেবে সে-বিষয় তো কোন সন্দেহই নেই।

গণতান্ত্রিক সরকার আজ চীনের অর্থনীতি পুনর্গঠিত করে তুলছে। এই পুণর্গঠনের পথে রয়েছে প্রচুর বাধা—বিপত্তি। কুয়োমিনটাঙ দস্যুরা পলায়নের সময় নদীর বাঁধ কেটে, বন জঙ্গল জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে ! তারা চেয়েছিল বন্যার জলে মুক্তি ফৌজকে ভাসিয়ে দিতে। এই ভাবে তারা দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে গিয়েছে। এর সাথে এসে জুটেছে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়—বন্যা, ঝড়-বৃষ্টি, গোমড়ক, অজন্মা, ইত্যাদি।

কুয়োমিনটাঙের আমল হ'লে এ অবস্থায় কৃষকদের সম্মুখে মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায়-ই থাকতো না। কিন্তু চীনে আজ স্থাপিত হয়েছে গণরাষ্ট্র—তাই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় যতই গভীর হোক না কেন, তার সাথে যুঝবার কৌশল গণতান্ত্রিক সরকার জানে। তাই ১৯৪৯ এর ডিসেম্বরে প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই ঘোষণা করেন যে, চীনে "কেউ অনাহারে থাকবে না।" এ কাজ দেখবার জন্য সমস্ত প্রাদেশিক ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টগুলিকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি নির্দ্দেশ পাঠান। বন্যাবিধ্বস্ত এবং অন্যান্য অভাবগ্রস্ত এলাকায় তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেন্ট ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা কাজে লেগে গেলো। সংকট কাটিয়ে উঠবার উদ্দেশ্যে উৎপাদন সংগঠিত করবার জন্য কৃষকদের সাহায্যার্থে তারা এগিয়ে আসলো। বিপর্য্যয়ের বিরুদ্ধে সর্ব্বাত্মক সংগ্রামে গবর্ণমেন্ট যে-সমস্ত পন্থা অবলম্বন করেছে তার মধ্যে নীচের কয়েকটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত :— যেখানে সম্ভব বিপর্য্যয়কে বাধা দাও। স্থানীয় গবর্ণমেন্টগুলি বিপর্য্যয় সম্বন্ধে সদা সর্ব্বদা সজাগ থাকছেন। যখনই দেখা গেলো গ্রামের ফসল বন্যায় ভেসে যাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, বা মড়কের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তখন-ই প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য কৃষকদের সংগঠিত করে তোলা হচ্ছে। এই সংগ্রামে গবর্ণমেন্টের নেতারা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করছেন। মুক্তি ফৌজেরা এসে কৃষকদের সাহায্য করছে। কিন্তু এই সংগ্রামের পুরোভাগে রয়েছে কমিউনিষ্টরা।

• হোপেই প্রদেশের চাঙলি এলাকায় যখন বন্যার সম্ভাবনা দেখা গেল তক্ষুনি গবর্ণমেন্ট দু'হাজার গ্রামবাসীকে জড় করে গ্রামের বাঁধটিকে সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু হঠাৎ বাঁধের মধ্যে একটা গর্ত্ত দেখা গেল এবং সেই গর্ত্ত দিয়ে জল প্রবেশ করতে আরম্ভ করলো। সমস্ত অবস্থাটি তখন আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার মুখে। এই সময় এগিয়ে আসলো কমিউনিষ্টপার্টির সভ্য চেন লো-শান। তুলোর একখানা লেপ দিয়ে সে নিজেকে জড়িয়ে বেঁধে সেই গর্ত্তের মধ্যে নিজের দেহটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে জল আসা বন্ধ করলো। তার বীরত্ব দেখে অন্যান্য কৃষকেরাও এগিয়ে আসলো—জিনিষপত্র এনে তারা বাঁধের গর্ত্ত বন্ধ করলো।

• সান্টুঙ প্রদেশেরসিনানে গত বছর পীত নদীতে বান ডাকলো। একলক্ষ কৃষক ও ত্রিশহাজার কমিউনিষ্ট কর্ম্মি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিনানের বাঁধকে রক্ষা করলো।

জনতার এইরকম বীরত্বপূর্ণ লড়াই আজ চীনের গ্রামে গ্রামে বন্যাকে ঠেকিয়ে রাখছে।

দ্বিতীয়তঃ বন্যার সময় শৃঙ্খলার সঙ্গে গ্রামবাসীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া। আগেকার দিনে বন্যা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরা সন্ত্রস্ত হ'য়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতো। কিন্তু এখন তাদের সকলকে শৃংখলার সঙ্গে নিকটস্থ নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জল যখন নেমে যায় তখন তাদের আবার শৃঙ্খলার সঙ্গে গ্রামে ফিরিয়ে এনে সুসংগঠিত ভাবে খাল কাটা, বাঁধ তৈরী করবার কাজে লাগোনো হয়। এই প্রক্রিয়াতে গতবছর হোপেই প্রদেশে তিনকোটি চল্লিশ লক্ষ 'মু' জমি থেকে জল নিকাশ করা হয় এবং সে জমিতে গম উৎপন্ন করা হয়।

তৃতীয়তঃ দুর্গত এলাকার কৃষকদের সাহায্যের জন্য কুটিরশিল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ঋণ দেওয়া হয়েছে, কাঁচা মাল সরবরাহ করা হয়েছে এবং তারা যে জিনিষ তৈরী করছে তার বিক্রির দায়িত্বও সরকার নিয়েছে।

চতুর্থতঃ যে-সব এলাকার অবস্থা খুব-ই খারাপ সেখানে সরকার খাদ্যশস্য দিয়ে কৃষকদের সাহায্য করছে ; বাঁধ বাঁধবার কাজে উপযুক্ত মজুরী দিয়ে তাদের কাজে লাগাচ্ছে। উত্তর কিয়াংশুতে ই-নদীতে বাঁধ বাঁধবার জন্য দশলক্ষ

(শেষাংশ ১৪ পৃষ্ঠায়)

ময়মনসিংহ অঞ্চলের হাজং—গাড়ো—মুসলমান কৃষকদের মুক্তি সংগ্রাম

(৪এর পাতার পর)

গাড়ী আটকান হল। তখন জমিদার বৃটিশ সরকারের পুলিশ ফৌজ আনিয়া কৃষককে ধরিবার জন্য গ্রামগুলি ঘেরাও করিল। মারধোর অত্যাচার চালাইল গ্রেপ্তার করিতে আরম্ভ করিল, গ্রেপ্তারী কৃষককে ছিনাইয়া আনিবার জন্য শত শত কৃষক রাস্তায় পুলিশকে আটকাইল। অত্যাচারের প্রতিবাদে হাজার হাজার কৃষক দুর্গাপুর জমিদারের বাড়ীর সামনে দিয়া বিরাট মিছিল করিয়া গেল। থানা, কোর্ট ইত্যাদির সামনে দিয়া মিছিল করিয়া গেল। ২৮শে জানুয়ারী ৫০জন মিলিটারী পুলিশ এসে বহেড়াতলী গ্রামে ঢুকে, কৃষকের বাড়ী ঘর তচনচ করে। একজন মেয়েকে জোর করে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়, তখন গ্রামের লোক খবর পেয়ে মেয়েকে ছিনিয়ে আনবার জন্য মেয়ে পুরুষ সকলে বাহির হইল, পুলিশ দল জনতাকে দেখিবা মাত্র গুলি চালাইল, বিক্ষুব্ধ জনতা শুধু হাতে মাটির ঢিলা লইয়া লড়াই চালাইল। দেড়ঘন্টাকাল হাতাহাতি লড়াই চলিল। পুলিশ অসংখ্য গুলি চালাইল। জনতা বেপরোয়া ঢিল ছুড়িল। ধোয়ায় অন্ধকার হইয়া গেল, পুলিশ ও খতম হইল। জনতাও নিহত ও আহত হইল। তারপর থেকে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বেষ্টিন সাহেব প্রচুর মিলিটারী পুলিশ আনিয়া গ্রামে গ্রামে ভীষণ অত্যাচার চালাইলেন। শত শত বাড়ীঘর তচনচ করিল, নেতৃরা জনতার অফিসঘর, ললিত সরকারের বাড়ী, বহেড়াতলী গ্রাম বেষ্টিন সাহেব নিজে হাতে পুড়াইয়া দিল, আরও কতগুলি গ্রাম পোড়াইয়া দিল, মেয়েদের উপর অত্যাচার চালাইল। গ্রামের ধান চাউল জিনিসপত্র নিতে সুরু করিল, শত শত কৃষককে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে পুরিল, ক্ষেতের কৃষিকাজ বন্ধ রহিল।

বৃটিশ সরকার তখন গাড়ো সম্প্রদায়ের ভিতর মিশনারী বসাইয়া খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করিতে লাগিল এবং কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করিল। গারোদের মধ্যে প্রচার করিল যে উহা হাজংদের আন্দোলন। তাহারা যেন যোগ না দেয়। আর এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য গারোদের সাহায্য করিতে হইবে। তবে তাহারা জমি পাইবে। এইভাবে প্রচার চলিতে থাকে। তখন গারোরা কয়েকজন দালাল বাদে বাকী সকলে আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন না করিলেও সাধারণ সমর্থন করে এবং কয়েকজন নিরপেক্ষ ভাবে থাকে, আজ গারো সম্প্রদায় পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছে যে এই আন্দোলন তাহাদের মুক্তির আন্দোলন। এই পথই একমাত্র বাঁচিবার পথ। তাই আজ গারোরা সক্রিয় সমর্থনে অংশ গ্রহণ করিতেছে। গারো সম্প্রদায় এতদিন পশ্চাৎপদ ছিল, কোন রাজনৈতিক সংগঠন ছিলনা এবং কোন রাজনৈতিক চেতনাও ছিল না। ১৯৪৭ সালে গারো ন্যাশনাল অচিক সংঘ নামে এক সমিতি স্থাপন করে আন্দোলন সুরু করে। কিছুদিন মিটিং বৈঠক প্রভৃতি চলিতে থাকে। তাহাদের দাবী আত্ম নিয়ন্ত্রনের অধিকার চাই, শিক্ষা চাই, রাস্তা চাই, পানীয় জলের ব্যবস্থা চাই অচিক সংঘের অর্থ হল পাহাড় জাতীয় এক সংঘ, কিন্তু বর্তমানে দমন নীতির চাপে আন্দোলন চাপা পড়িয়া থাকে।

ভারত দুই রাষ্ট্রে ভাগ

হিন্দুস্থান পাকিস্তান হওয়ার পরে ১৯৪৮ সালে আবার কৃষকদের বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়ে। রাষ্ট্র ভাগের পর পাকিস্তান সরকার সীমান্তে মিলিসিয়া ক্যাম্প বসাইয়া জনতার উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। জনতাকে হিন্দুস্থান বাজারে ধান, চাউল, জিনিষ পত্র বিক্রী করিতে দিবে না, রাস্তায় মিলিসিয়া থাকিয়া জনতাকে ধরে, মারধোর করে, ঘুষ আদায় করে, হাঁস মুরগী জোর করিয়া নিয়া যায়। গরীবের জিনিষ লুট করিয়া লইয়া গিয়া তাহারা ক্যাম্পে খাওয়া দাওয়া করে, তাহাদের দালালদের তখন আবার নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। তখন জনতা তাহাদের এই ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হইয়া মিলিসিয়ার উপর আক্রমণ করে। অনেক জায়গায় সংঘর্ষ ঘটে। মিলিসিয়ার বন্দুক কাড়িয়া লইয়া তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলে। তখন মিলিসিয়া যাকে পায় তাকেই ধরিয়া নিয়া যায়। বেশীর ভাগ ছোট ছোট দোকানদারই গ্রেপ্তার হয়। মুসলমানরাও অত্যাচার হইতে বাদ পড়ে নাই, শত শত মুসলমান চড় চাপড় খায়—তাদের মুরগী ইত্যাদি জোর করে কেড়ে নেয়।

লালঝাণ্ডা কৃষক সমিতি অত্যাচারের প্রতিবাদে জনসভা করে। নুরুল আমিন মন্ত্রীসভা জনতার অত্যাচারের কথা না শুনিয়া বৃটিশ আমলের দাবীগুলি সম্পূর্ণ চাপা রাখিয়া আর নূতন ভাবে বর্বর ফ্যাসিষ্ট শোষণ নীতি সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটা জিনিসের উপর ট্যাক্স ধরে এবং ক্রমে সেই ট্যাক্স বৃদ্ধি করে, সমস্ত কৃষকের উপর লেভীধান ধরে, কৃষকদের বুঝাইতে চেষ্টা করে পাকিস্তান শিশু রাষ্ট্র—আজাদ পাকিস্থানে তোমাদের পাকিস্থান—পাকিস্থান রাষ্ট্রের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, সাহায্য দিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে, রক্ত দিতে হইবে—তবেই একদিন তোমরা সুখী হইবে। জমি পাইবে. তোমাদের জন্য সরকার সব কিছু করিতেছে, দশ বৎসর পরে তোমরা দেখতে পাইবে। কিন্তু কৃষকরা পেটের জ্বালায় অস্থির—সরকারের বক্তৃতায় পেট ভরে না, বাস্তবে শত শত মুসলমান হিন্দু কৃষক অর্দ্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাইতেছে। সরকার কোন সাহায্য করে না। আরও নূতন নূতন বোঝা কৃষকদের ঘাড়ের উপর চাপাইয়া দিয়াছে। হাটে বাজারে ও গ্রামে কোন লোক দশ সেরের উপর খোরাকী ধান কিনিতে পারিবে না। বিক্রী করিতে পারিবে না। সরকার সব ধান কিনিবে। লাইসেন্স করিতে হইবে। প্রত্যেক বাজারে ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া দিল। সরকারের কথা শুনিয়া কৃষকেরমধ্যে ভীষণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। জানুয়ারী মাসে কৃষকের ফসল কাটা শেষ হইতে না হইতে সরকারী লেভী ধানের গাড়ী গ্রামে গ্রামে দেখা দেয়। ধান নিতে সুরু করে, সরকারের উদ্যোগ দেখিয়া জমিদার মহাজনরাও তখন গা ঝাড়া দিয়া উঠে। তাহারাও পাওনা আদায় প্রভৃতি ব্যাপারে কৃষকদের উপর জোর জুলুম করিতে থাকে। টংক—মহাজনের ঋণ প্রভৃতি আদায় করিতে থাকে, অনেক কৃষকের ধানের গোলা হইতে ধান জোর করিয়া লইতে থাকে—এমন কি বীজ ধান পর্যান্ত লইয়া যায়, অনেক বাড়ীতে এক বেলার খোরাক পর্যান্তও রাখিয়া যায় নাই। তখন কৃষকরা ক্ষিপ্ত হইয়া ধান বন্ধ করে। গ্রামে গ্রামে লেভী ধানের গাড়ী, টংক ধানের গাড়ী আটকাইয়া ফেলে। তখন নুরুল আমিনের পুলিশ ফোর্স গিয়া জনতাকে গুলি করিয়া নিহত করিতে থাকে। অত্যাচারে ও গুলিহত জনতা জলন্ত ক্রোধে গর্জিয়া উঠে। এই বুঝি আজাদ পাকিস্থান—গুলি পুরস্কার দিয়াছে। কৃষকদের ব্যাপক এলাকায় বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িল। লীগ শাসকরা ফ্যাসিষ্ট নীতি গ্রহণ করে আরও বর্বরভাবে বেপরোয়া আক্রমণ চালাইল। শত শত গ্রামে হাজার হাজার বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ধান চাউল, বাসনপত্র, গরুবাছুর, হাঁসমুরগী লুঠ পাট করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালাইল। মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাইল। সমানে মারধোর ঘুষ আদায় করিতে সুরু করিল। শত শত কৃষককে গ্রেপ্তার করিল। অত্যাচারের ভয়ে হাজার হাজার হিন্দুস্থান পাহাড়ে আশ্রয় নিল। কত শিশু ছেলেমেয়ে বুড়ো ঝোপের আড়ালে গাছের তলায় অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিনযাপন করিতে লাগিল। কত গর্ভবতীর সন্তান নষ্ট হইল। পাথরও গাছের হোঁচট খেয়ে বহু লোকের হাতপা ক্ষতবিক্ষত হইল। মনকাটার আঘাতে কত লোক কিছু দিনের জন্য অক্ষম হইল। বনপোকার আক্রমণে কতলোক ঘা ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইল।

হিন্দুস্থানে আশ্রয় নিয়েও শান্তি নেই।

হিন্দুস্থানের সরকারের পুলিশ ফোর্স, হোম গার্ড আনিয়া জনতাকে পাহাড় হইতে নামাইয়া দিল, জনতার নিকট হইতে শতশত টাকা হিন্দুস্থান সরকারের অফিসাররা ঘুষ লইল। জনতা অসহায় হইয়া চিন্তিত হইল। তখন লালঝাণ্ডা জনতাকে পথ দেখাইল। জনতাও পথ ধরে চলিতে লাগিল। লালঝাণ্ডা জনতাকে সংগঠিত করিয়া খাদ্য ব্যবস্থা করিল। অত্যাচার অপমান হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এক বাহিনী গঠিত হইল। বাহিনীর কাজ হইল গ্রামের জনতাকে রক্ষা করা, মজুত ধান বাহির করা। শত্রুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করা। যখন বাহিনীর কাজ সুরু হইল তখন দিকে দিকে জনতা বাহিনীকে সমর্থন করিল। খাদ্য দিয়া সাহায্য করিল। জনরক্ষী বাহিনীর দল শত্রু আক্রমণের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করে আরও এগিয়ে গেল। তখন জনতা বাহিনীর নিকট ঝাঁকে ঝাঁকে সম্বর্দ্ধনা অভিনন্দন পত্র পাঠাইতে লাগিল। জনতার বাহিনীর দল বাড়িতে থাকিল। গ্রামে গ্রামে হিন্দু-মুসলমানরা কৃষক আন্দোলনে ব্যাপক সমর্থন করিতে লাগিল। কৃষকরা প্রতিজ্ঞা করিল টংক খাজনা, লেভী ধান কিছুই দিবেনা, জোর আন্দোলন চলিল। মুসলমান কৃষকরা টংকধানের ও লেভী ধানের গাড়ী আটকাইল। দিকে দিকে সভা মিছিল বৈঠক চলিতে লাগিল।

১৯৫০ সালে জানুয়ারী মাসে জমি দখলের কাজ সুরু হইল। হাজার হাজার বিঘা জমি, জোতদার জমিদারদের খামার দখল করিতে লাগিল। জমি হীন ক্ষেতমজুর কৃষকদের গ্রাম্য সংগ্রাম কমিটি মারফৎ জমি বণ্টন করিতে লাগিল।

নুরুল আমিন সরকার মুসলমানদের স্বাধীন পাকিস্থানের ভাঁওতা দিয়া কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে বোঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রচার করিতেছে হাজংরা মুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে। তাহারা যেন যোগ না দেয়। হাজং আন্দোলনকে ধ্বংস করিতে হইবে। তাহারা আনসার বাহিনীতে যেন যোগ দেয়। তাহারা মুসলমান—তাহাদের রাষ্ট্রকে জীবন দিয়া রক্ষা করিতে হইবে। হাজংদের তাড়াইতে হইবে তবে তাহারা জমি পাইবে। কিন্তু মুসলমান কৃষকরা অত বোকা নাই। তাহারা আন্দোলনের বিরুদ্ধে গেলনা, কতকগুলি দালাল বাদে তাহারা নিরপেক্ষভাবে রহিল। কিন্তু ক্রমেই মুসলমান কৃষকরা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতেছেন এবং জনবাহিনীতে যোগ দিতেছেন।

পাহাড় এলাকার হাজং-গাড়ো মুসলমান কৃষকদের খাদ্য, জমি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য লড়াই এগিয়ে চলেছে। সারা পাকিস্তান ও ভারতের কৃষক শ্রমিক জনতার লড়াইয়ের সহিত মিলিয়া সে জয়ী হইবেই।

IMPORTANT ANOUNCEMENT.
SOME OLD ISSUES OF PERIODICALS STILL AVAILABLE
o PEOPLE;S CHINA—(Published from Peking)
All numbers from 3 to 12,.............As. -/9/- per copy
o NEW TIMES—(Published from Moscow)
All numbers from 16 to 28..............As. -/4/- per copy
o FOR A LASTING PEACE. FOR A PEOPLE'S DEMOCRACY—(Published from Bucharest)
All the recent numbers.................As. -/3/- per copy
GET YOUR COPIES IMMEDIATELY:
Available at ·
News Agents, Book Sellers, Hawkers & New Publishers.
6. BANKIM CHATTERJEE STREET. CALCUTTA—12

কংগ্রেসের শাসনে জাতীয় দাসত্ব, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নিরংকুশ প্রভুত্ব

(২য় পাতার পর)

কমাতে হবে, শিল্পের জাতীয়করণ অত্যন্ত গর্হিত। ভারতের অর্থ-মন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় এই সব দাবীগুলিই, মেনে নিয়েছেন, কারবারের মুনাফার ওপর যে ট্যাক্স ছিল তা একেবারেই রহিত ক'রে দেওয়া হয়েছে।

এতে যেমন বিদেশী মূলধন সুবিধে পেল তেমনি সুবিধে পেল স্বদেশী একচেটিয়া কারবারীরা, কিন্তু তাই ব'লে উৎপাদন কি বাড়ল? পণ্যের দর কি কমল? বরং ঠিক তার উলটা। সরকারের এই দাসনীতি মজুরের মজুরী কাটছে, বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে আর শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত সকলের জীবনেই সৃষ্টি করেছে অভাবের চরম মাত্রা। ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্টের (১৬ই জুন, ১৯৫০) এক হিসাব অনুসারে গত দশ বছরে ভারতের জন সংখ্যা বেড়েছে শত করা ১০ জন আর জাতীয় আয় বেড়েছে শত করা ২ ভাগ। অর্থাৎ জীবন ধারণের মান নেমে গেছে শতকরা ৮ভাগ।

সরকারী নীতি যে কেবল শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্তের জীবনে হাহাকার এনেছে তাই নয়। দেশের ছোটখাট এবং মাঝারী শিল্পও এই নীতির ফলে মারা পড়তে বসেছে। সরকারের শিল্প সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের জন্য যে "ফিস্‌কাল কমিশন" নিযুক্ত হয়েছিল তার অনুমোদন হচ্ছে এই যে সরকারী পরিকল্পনায় প্রথম স্থান পাবে যুদ্ধোপযোগী শিল্প এবং বড় বড় সংগঠিত শিল্প। ছোটখাট এবং মাঝারী শিল্পকেও সংরক্ষণ শুল্ক বসিয়ে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু সংগে সংগে অনুমোদন করা হ'য়েছে ঐ সব শিল্প বিস্তারের জন্য যে কোন সর্তে বিদেশী মূলধন আমদানী করা উচিত। বলা বাহুল্য ফিসকাল কমিশনের এই অনুমোদন ভারতের ছোটখাট এবং মাঝারী জাতীয় শিল্পের বিরুদ্ধে বিদেশী মূলধনের আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্র।

প্রায় দু'বছর আগে শিল্পে ঋণ সরবরাহের জন্য তৈরী করা হয়েছিল ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন। এই করপোরেশনের ৫ কোটি টাকা লগ্নী মূলধনের মধ্যে ১ কোটি টাকা ভারত সরকারের রিজার্ভ ব্যাংকের। এই করপোরেশনের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৬জন সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত। স্বভাবতঃই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী নীতিই পরিচালনা করছে। প্রথম বৎসরে এই করপোরেশন বিভিন্ন শিল্পকে সাড়ে তিন কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে, কিন্তু মাত্র দু'একটি ছাড়া কোন ছোট কারখানাই আবেদন করেও এই ঋণের সাহায্য পায়নি (নেশন ১০ই জুলাই, ১৯৫০)। অথচ এতদিন যে সমস্ত ব্যাংক ছোট কারখানা গুলিকে ঋণ দিত, এই কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠীত হবার পর তারাও তাদের ঋণ দেওয়া একরকম বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন আসলে বড় বড় পুঁজিপতিদের তেলো মাথায় তেল ঢালবার জন্যই তৈরী হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কাপড় কলের যন্ত্র-পাতি নির্ম্মানের একটি কোম্পানিকে ৪৩ লাখ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। ভারতে এরকম কোম্পানি মাত্র দুটিই আছে, একটির মালিক স্বনামধন্য বিড়লা, অপরটির মালিক লালা শ্রীরাম যিনি ঐ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের-ই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। (নেশন, ১০ই জুলাই, ১৯৫০)।

সাম্রাজ্যবাদীর তাঁবেদারী এবং ভারতীয় একচেটিয়া মালিকদের সেবাই কংগ্রেসী সরকারের গত তিন বছরের ঐতিহাসিক কীর্ত্তি। শিল্প এবং বানিজ্যের বিস্তার দূরে থাকুক, বহুনিন্দিত জমিদারী প্রথাও কংগ্রেসী সংরক্ষনে অটল হয়ে রয়েছে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য নামকাওয়াস্তে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আইনের এক একটা খসড়া উপস্থিত করা হয়েছে। এই খসড়া আসল কথা হল জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারী কিনে নেওয়া অথচ চাষীমাত্রকেই জমির মালিকানা দেওয়া হবেনা। এদিকে সরকারী তহবিলে এত টাকা নেই যে ঐ ক্ষতিপূরণের অর্থ জুটতে পারে। তাই কৃষকদের বলা হচ্ছে, (যেমন যুক্ত প্রদেশে) পারত তোমরাই ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা জমা দিয়ে জমি নিয়ে নেও। বলা বাহুল্য যে এটা কৃষকদের ঠকাবারই একটা কায়দা। কৃষকদের দাবী হল জমির পুরো মালিকানা কৃষককে দিতে হবে এবং তার জন্য জমিদারদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া চলবেনা। কংগ্রেসী সরকার এই দাবী দমন করছে লাঠিগুলি এবং জেলের সাহায্যে। বাংলায় এবং মাদ্রাজে কৃষকসভা আজ বে-আইনী। ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারী কেনার নামে এক একটা যদা-মার্কা আইনের খসড়া নিয়ে অন্তহীন আলোচনা চালিয়ে বিভিন্ন প্রদেশের সরকার আসলে জমিদারী প্রথাকেই বাঁচিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশে বিধান সরকারের অবশ্য ততটুকুও তাপ উত্তাপ নেই। কংগ্রেসী সরকারের এই ধাপ্পাবাজি বুঝতে পেরেই অন্ধ্র প্রদেশের এবং পূর্ব্ববঙ্গের হাজং কৃষকরা বিপ্লবী কায়দায় জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সংগ্রাম সুরু করে দিয়েছে। সারাভারত যেদিন হাজং এবং অন্ধ্রের পথ অনুসরণ করবে সেইদিন ভারতের কৃষক মুক্ত হবে জমিদারী প্রথার দাসত্ব থেকে।

শুধু জমিদারী প্রথাই নয়, দেশীয় রাজ্য সমূহে ফিউডাল মহারাজাদের স্বেচ্ছাচারী আধিপত্য কংগ্রেসী সরকারের রক্ষণাধীনে অটুট রয়েছে। বরং সারা ভারতের শাসনব্যবস্থার মধ্যেও তারা আজ আধিপত্য করার সুযোগ পাচ্ছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম থেকে সুরু করে ত্রিপুরার মহারাজা পর্য্যন্ত আজ নেহরু সরকারের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে প্রজা আন্দোলন দমন করে চলেছে। প্যাটেলের নীতি অনুযায়ী ছোট ছোট রাজ্যগুলি এক একটা বড় বড় ইউনিয়নের মধ্যে একত্র করে তার ওপর একজন বড় গোছের মহারাজার রাজ প্রমুখত্ব স্থাপন করা হয়েছে। কাশ্মীরে যে ডোগ্রারাজের বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালে বিরাট গণবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল আজ সেই ইংরাজ অনুচর ডোগ্রারাজ নেহরু সরকারেরই আশ্রয়ে টিকে আছে। নেহরু সরকারের প্রতিরোধে কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং শেখ আবদুল্লা সরকার সেখানকার রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাতে পারেনি। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য শেখ আবদুল্লার সরকার যে আদেশ জারী করেছে, তারও প্রতিরোধ করছে নেহরু সরকার।

ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেহরু সরকার করে চলেছে গণতন্ত্রের গতিরোধ।

(শেষাংশ ১৬ পৃষ্ঠায়)

চীনের গণরাষ্ট্রে কৃষকের নতুন জীবনযাত্রা

(১৩র পাতার পর)

কৃষককে নিযুক্ত করা হয়েছে; উত্তর আনওইতে হুআইনদীতে বাধ বাধবার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে দুই লক্ষ কৃষককে; মধ্য শান-টুঙে শু-নদীর কাজে একলক্ষ কৃষককে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই কাজগুলি শেষ হ'লে একমাত্র পূর্ব্ব-চীনে-ই চার কোটি 'মু' জমির ফসলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।—

এই রকম প্রচেষ্টা চলেছে সর্ব্বত্র।

পঞ্চমতঃ দুর্গত এলাকার সাহায্যের জন্য অন্যান্য এলাকা থেকে ও সাহায্য আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সব এলাকায় "একমুঠা চাল-বাঁচাও" আন্দোলন চলেছে—এ আন্দোলন চলেছে সৈন্যদলে, গবর্ণমেন্টের সংগঠন গুলিতে, স্কুলে, কারখানায়, এবং অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠানগুলিতে।

প্রকৃতির ধ্বংসলীলার কাছে চীনের গণতান্ত্রিক সরকার আত্ম-সমর্পন করেনি মানুষের সাহায্যে তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতেই এগিয়ে এসেছে।

তাই তারা আজ আওয়াজ তুলেছে—"কাউকেই অনাহারে থাকতে দেবো না।"

শহরে কৃষকদের হোটেল

চীনের গণতান্ত্রিক সরকারের আর একটি কীর্ত্তি হচ্ছে শহরে শহরে কৃষকদের হোটেল স্থাপন। ১৯৪৯ এর ফেব্রুয়ারী মাসে সিচিয়াচুয়াঙে সমবায় সমিতি এই কৃষক হোটেল প্রথম স্থাপন করে। দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই হোটেল স্থাপন করা হয়েছে: প্রথমতঃ কৃষকেরা যখন তাদের কৃষিজাত জিনিষপত্র বিক্রির জন্য এবং শিল্পজাত জিনিষ কিনবার জন্য শহরে আসেন তখন যাতে তারা ফড়িয়াদের দ্বারা শোষিত না হন তার ব্যবস্থা করা; দ্বিতীয়তঃ শহরে যখন কৃষকেরা আসবেন তখন যাতে তারা সুখেসাচ্ছন্দে থাকতে পাবেন তার সুব্যবস্থা করা। এই হোটেলে থাকার জন্য কোন ভাড়া লাগে না; খাওয়ার খরচ এখানে বাজারের ভেণ্ডারদের চেয়ে শতকরা ৩৫ ভাগ কম। যে সব কৃষকেরা বাড়ী থেকে চাল প্রভৃতি নিয়ে আসেন তারা আলাদাভাবে রান্না করে খেতে পারেন—তার জন্য কোন ভাড়া দিতে হয় না।

এই হোটেলের কাজের প্রকৃত ছবি পাওয়া যাবে বৃদ্ধ কৃষক পান লাও-চুঙের অভিজ্ঞতা থেকে। পান লাও-চুঙ এবং আরো তিনজন কৃষক একদিন একহাজার কাট্টি মিঠা আলু বিক্রির জন্য সিচিয়াচুয়াঙে আসলেন। সেখানকার হোটেলের কথা শুনে তাঁরা সেখানে একবার গেলেন এবং সেখানে হোটেলের কেরাণীদের মুখ থেকে যখন তারা শুনলেন হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের জিনিষপত্র বিক্রীর ব্যবস্থা করে দিতে পারে তখন তাদের মনে নানারূপ সন্দেহ জেগে উঠলো—অতীতে শহরের বাবুলোকদের হাতে তারা অনেক ঠকেছেন তাই লাও-চুঙ বল্লেন: আমরা নিজেরা-ই আমাদের জিনিষ বিক্রির ব্যবস্থা করবো।

তাঁরা বাজারে গেলেন। হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের বলে দিলেন যে, তারা তাদের সাহায্য করবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে তারা ৬০০ কাট্টি আলু বিক্রী করতে পারলেন; দাম কমিয়ে দিয়েও বাকী ৪০০ কাট্টি তারা বিক্রী করতে পারলেন না; অথচ তারপর দিন সকালেই তাদের গ্রামে চলে যেতে হবে। তখন তাদের হোটেলের কথা মনে পড়লো। হোটেলে তারা ফিরে আসলেন এবং নিজেদের কাহিনী কর্তৃপক্ষের কাছে বললেন। কর্তৃপক্ষ সমবায় সমিতিতে ফোন করলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে বেশ ভালো দামে তাদের ঐ আলু বিক্রির ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

তারপর তারা গাড়ীর চাকা কিনতে চাইলেন—সস্তায় হোটেল থেকে তা কিনবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হ'লো। হোটেলের কাজকর্মে পান লাও চুঙ আর তার সাথীরা এত খুসী হয়ে গেলেন যে, যাবার সময় লাও চুঙ বল্লেন: "আমাদের মতন কৃষকদের জন্য তোমরা সত্য সত্যই ভালো কাজ করছো। আমাদের গ্রাম থেকে যারাই এ শহরে আসবে, তাদের সকলকেই আমি এই হোটেলের কথা বলবো—শহরে এ আমাদের নিজেদের বাড়ীর মতন।"

এই জন্যই চীনের শহরে শহরে কৃষকদের জন্য এ রকম হোটেল গড়ে উঠছে। পান লাও-চুঙের মতন অসংখ্য কৃষক আজ উপলব্ধি করছে যে, নয়া গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে শহরেও তাদের নিজস্ব বাড়ী গড়ে উঠেছে—সেখানে হোটেলের প্রত্যেকটি কর্ম্মচারী-ই তাদের দরদী বন্ধু।

এই ভাবে চীনে শহর ও গ্রামের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ গড়ে উঠছে। আর এই ভাবে রচিত হচ্ছে এক ঐশ্বর্য্যশালী নতুন চীনের সুদৃঢ় ভিত্তি।

কংগ্রেসের শাসনে জাতীয় দাসত্ব, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নিরংকুশ প্রভুত্ব

(১৫ পাতার পর)

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গলাটিপে মারবার জন্ত তৈরী করেছে নিরাপত্তা আইন। প্রথম দফকে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত নিরাপত্তা আইন তৈরী করা হয়েছিল, সরকারেরই নিয়োজিত বিচারপতিরা সে আইনগুলিকে জনতার নিরাপত্তার বিরোধী এবং বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তবু সেই বে-আইনী আইনে আটক বন্দীদের সবাইকে মুক্তি না দিয়ে নূতন আইন রচনা করে অসিদ্ধ আইনকেই সিদ্ধ করে নিয়েছে। এই ফাসিষ্ট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে ভারতের সমস্ত গণতন্ত্রবাদী, সমস্ত উদারনীতিক এবং সমস্ত মানবতাবাদীদের কাছ থেকে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছে বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিক সংগঠনের কাছ থেকে। কিন্তু নেহরু সরকার অচল এবং অটল। এবং শ্রমিক আন্দোলনকে আরও জখম করার জন্ত এখন নূতন আইনের খসড়া রচিত হচ্ছে যাতে গণতান্ত্রিক শ্রমিক সংগঠন এবং শ্রমিকের রুজীর লড়াইকে আরো জোরে দমন করা যায়। অন্ধ্রে এবং তেলেঙ্গানায় চলছে আইনের প্রহসনটুকু পর্য্যন্ত বর্জিত নৃশংস অত্যাচার। শুধু বিনাবিচারে আটক নয়, বিনা বিচারে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত চলছে সেখানে।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক পত্রিকা সমূহের কণ্ঠরোধ করেই নেহরু সরকার নিরস্ত হয়নি। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করার জন্ত সর্ব্বজনপ্রিয় সোভিয়েট ফিল্মের সেন্সর চলছে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর হুকুমে। অথচ কুৎসিৎ আমেরিকান ফিল্ম সেন্সর-মুক্ত অবস্থায় সামাজিক দুর্নীতির উত্তেজনা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে ভারতের ছবিঘর গুলিতে। উনবিংশ শতাব্দীর রচিত সরকারী আইন অনুসারে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জনপ্রিয় অভিনয় গুলিকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির যে চরম লাঞ্ছনা চলেছে নেহরু সরকারের হাতে তা সাম্রাজ্যবাদীর পোষ্য অনুচরের চেহারাটাই উলংগ করে ধরেছে।

নেহরু সরকারের গঠিত শাসন বিধান ঘোষণা করেছে যে ভারতবর্ষ একটি 'রিপাবলিক'। চোরের গায়ে নামাবলীর মতই বিধান পরিষদের এই ঘোষণা ভারতের সর্ব্বসাধারণকে ফাঁকি দিতে পারেনি। কেননা, নামে রিপাবলিক হলেও ঐ বিধান অনুসারেই ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি উপনিবেশ। নামে রিপাবলিক হলেও স্বেচ্ছাচারী শাসনের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করা আছে। নেহরু প্যাটেলের গোষ্ঠীছাড়া ভারতে এমন কোন দল নেই যে না স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল ঐ বিধান পরিষদকে বার বার যে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ-স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র; এমন কি ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার সময়ও কংগ্রেসকে ঐ প্রতিশ্রুতিই পুনরায় ঘোষণা করতে হয়েছিল। কিন্তু বাংলার একটা বচন আছে যে 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।' সরকারীভাবে ভারত এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, ভারতীয় মূলধনের অধিকাংশ এখন ইংরেজের মূলধন, ইংরেজ সৈন্ত না থাকলেও ব্রিটিশ সৈন্তবিভাগের অন্তর্ভুক্ত গুর্খা সৈন্ত এখনও ভারতে মজুত আছে, ভারতীয় নৌবহরের অধ্যক্ষ এখনও একজন ইংরেজ, ভারতের বৈদেশিক নীতি ইংরেজ এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদেরই ইংগিতে পরিচালিত। এর পরও কংগ্রেস নেতারা যখন বাহাদুরী জাহির করে বলেন যে আমরাই ভারতের স্বাধীনতা এনেছি, একটুখানি সবুর কর. আমরাই একেবারে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে দেব, তখন প্রত্যেকটি স্বদেশ ভক্তের পিণ্ড জ্বলে।

কোরিয়ার যুদ্ধে নেহরু সরকার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষ নিয়েই নির্লজ্জ ভাবে ঘোষণা করেছে যে আমেরিকান্ সৈন্যই সেখানে ন্যায্য পক্ষ, উত্তর কোরিয়াই আততায়ী। নেহরু সরকারের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমত ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সে প্রতিবাদ একেবারে নিষ্ফল হয়নি। কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করার জন্ত পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ষ্টালিন এবং ট্রুম্যানকে পত্রদ্বারা প্রস্তাব করেছেন যে সিকিউরিটি কাউনসিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীনের প্রতিনিধিকে ডেকে শান্তিপূর্ণভাবে কোরিয়ান্ সমস্যার সমাধান করা হোক। কমরেড ষ্টালিন পত্র পাঠ মাত্র নেহরুকে জবাব দিয়েছেন শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্ত পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আর ট্রুম্যান করেছে সে প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান। সমগ্র জগৎ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছে যে সোভিয়েটই শান্তিকামী এবং আমেরিকান সরকারই যুদ্ধবাদী। তথাপি, নেহরুর প্রতিনিধি সিকিউরিটি কাউন্সীলে সোভিয়েট প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাবার বিপক্ষে, তথাপি নেহরু সরকার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীকে আততায়ী ব'লে ঘোষণা না ক'রে উত্তর কোরিয়াকেই আততায়ী বলে পুনরায় জাহির করেছে। মহাযুদ্ধের সম্ভাবনায় নেহরুর উদ্বেগ সত্বেও ইংগ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের শিবির ছাড়তে নেহরু সরকার অক্ষম এবং অসম্মত। তাই আজ এশিয়ায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোরিয়ার ঐক্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামই নেহরু সরকারের নিকট নিন্দিত; আর আমেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদীর ঔপনিবেশিক যুদ্ধই পেল সমর্থন।

বিশ্ব শান্তির জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করার পরও নেহরু সরকারের এই পক্ষপাতিত্ব থেকে শুধু একটি কথাই প্রমাণিত হয় সেটা হচ্ছে এই যে নেহরু সরকারের গাড়ী ইংগ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ইঞ্জিনের সংগে জোড়া রয়েছে, ভারতের আসল শাসনকর্ত্তা ইংগ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা, এবং নেহরু সরকার তাদেরই আজ্ঞাবহ।

কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকান্ আততায়ীদের সমর্থন জানিয়ে নেহরু সরকার ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এশিয়ার মুক্তিকামী জাতি-সমূহের প্রতি।

গত তিন বছর ধ'রে কংগ্রেসী সরকারের এই ঐতিহাসিক অপকীর্ত্তি সারা ভারতে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে তা দমন করতে প্রতিক্রিয়াশীলরা অক্ষম। সারা দেশ আজ প্রস্তুত হয়ে উঠছে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক বাহিনী গঠনের জন্ত। ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক বাহিনীই ভারতকে নিয়ে যাবে পূর্ণ স্বাধীনতা, জনতার গণতন্ত্র এবং শান্তির দিকে। ভারতীয় শ্রমিক এই পথেই নেতৃত্ব দেবে সারা ভারতকে, সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অনুচরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের রাস্তায়।

মাও-সে-তুঙ-এর লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছে

১। নয়া গনতন্ত্র ... . ছয় আনা
২। চীন বিপ্লব ও চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ... ... তিন আনা
৩। বর্ত্তমান অবস্থা ও আমাদের কর্ত্তব্য ... ... তিন আনা
৪। চীনের ভূমি সংস্কার ও জনগণের মহান জয় ... ছয় পয়সা
৫। গণরাষ্ট্রের এক নায়কত্ব ... দুই আনা
৬। সাহিত্য ফ্রণ্টের সমস্যা ... আট আনা

সাহিত্য ও শিল্প ফ্রণ্টের সমস্যা — মাও-সে-তুং
শিল্প ও সাহিত্য যুক্ত ফ্রণ্ট — কুও-মো-জো
নতুন চীনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি — লু-তিং-য়ি

চীন বিপ্লবের শিক্ষা
* চীনের ভূমি বিপ্লবের কয়েকটি মূল সমস্যা ইয়েন-পি-সি ... দুই আনা
* চীনের অর্থ নৈতিক সমস্যা —আষ্টাফারেভ
* চীনের ছাত্র-আন্দোলনের শিক্ষা

চীনের সংস্কৃতি
* নতুন চীনের ছোট গল্প ... দেড় টাকা

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট
* ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের সংকট এবং জনগণের মুক্তি আন্দোলনের নতুন পর্য্যায়। —ডায়াকভ ...

সমস্ত বইয়ের দোকান ও ষ্টলে পাওয়া যাবে।

গান্ধীবাদের শ্রেণীরূপ

এস, এম, ডাকার

"গান্ধীর প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে, গান্ধীর মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে, যে গান্ধী সর্ব্বদা গণ-আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং এভাবে ভারতের বৃটিশ প্রভুদের সেবা করেছে তার সমুদয় কার্য্যকলাপের মুখোস খুলে না দিয়ে ভারতের প্রতিবিপ্লবী বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর মতবাদ—গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অসম্ভব।"

গান্ধী ও গান্ধীবাদ সম্পর্কে ডাঃ এ, এম, ডায়াকভ এর এই মন্তব্য গান্ধীবাদের শ্রেণীরূপ জানার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করছে, পুস্তিকাটি প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য্য।

বিভিন্ন পুস্তকের দোকান, নিউজ ষ্টল ও হকারদের কাছে পাওয়া যাবে।

মূল্য তিন আনা।

নিউ পাবলিশার্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

মতামতের নিয়মাবলী

(প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইবে)

প্রতি কপির মূল্য দুই আনা।
শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন।
১০ কপির কমে কমিশন নেই।

এজেন্সীর জন্ত এক মাসের ও গ্রাহকদের জন্ত তিন মাসের টাকা অগ্রিম হয়। দিতে

গ্রাহকদের চাঁদার হার :—তিনমাসের জন্ত ২৲০; ৬ মাসের জন্ত ৪৷৹; এক বৎসরের জন্ত ৮৲০ আনা সডাক।

টাকা-পয়সা ও চিঠিপত্র পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা—ম্যানেজার, 'মতামত' ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

সম্পাদক :—শ্রীনিখিল সেন কর্তৃক ২৭।৩, নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ, অনাদি প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৮৫।১এ বৌবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

★ চীনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান রূপ ★

[পিকিং-এর 'পিপল্‌স ডেইলী' পত্রি-কায় ১৬ই জুন, ১৯৫০ এ প্রকাশিত একজন পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে সম্পাদকের চিঠি।—পিপল্‌স্ চায় না, ১ নং ১লা জুলাই, ১৯৫০ থেকে গৃহীত।]

কমরেড হুয়াং-সি-চুন

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি লিখেছেন সভাপতি মাও-সে-তুং এর 'চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি' পুস্তিকাটি পড়ে এবং চীনের বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করে আপনার ধারণা হয়েছে যে ষ্টালিনের নিম্নলিখিত কথাটি চীনের বাস্তব অবস্থায়ই খাটে। ষ্টালিন বলেছেন; "চীনের বিপ্লবের বিশেষত্ব হচ্ছে সশস্ত্র জনতা সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবকে প্রতিরোধ করছে।"

কিন্তু আপনি লিখেছেন. "বোধ হয় পৃথিবীর কোন দেশের বিপ্লবই এই কায়দা থেকে আলাদা হবে না। তা হলে কেন ষ্টালিন বললেন না যে সব দেশের বিপ্লবেরই ইহাই হচ্ছে বিশেষত্ব। কিন্তু তার বদলে কেন তিনি বললেন, ইহা নিছক চীন বিপ্লবেরই বিশেষত্ব?"

খুবই সত্যি, সশস্ত্র জনতা সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবের প্রতিরোধ করছে, এই বিশেষত্ব অতীতে কোন ধনবাদী দেশের বিপ্লবে দেখা যায় নাই। এই বৈশিষ্ট্য প্রথম দেখা দিয়েছে আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ত তান্ত্রিক চীনের জনতার মুক্তি সংগ্রামে। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক অবস্থায়, ইহা অনেক ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশের জনতার মুক্তি সংগ্রামের একই বৈশিষ্ট্য হতে পারে। চীনের সশস্ত্র সংগ্রাম সম্বন্ধে ষ্টালিনের বিখ্যাত বক্তৃতা যার উদাহরণ আমরা সবাই দিয়ে থাকি, সেই বক্তৃতা দেয়া হয়েছিল ১৯২৬ সালে ৩০শে নভেম্বর কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের কার্য্যকরী কমিটির চীন কমিশনের নিকট। কথাগুলি হচ্ছে:

"অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বিপ্লব সুরু হয়েছে এই ভাবে। সাধারণতঃ বেশীরভাগ লোক নিরস্ত্র অথবা যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে সশস্ত্র হয়ে অভ্যুত্থান সুরু করে এবং পুরাণো প্রথার ফৌজের সাথে সংঘর্ষ হয়। তারা পুরাণো ফৌজকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে অথবা তাদের একটি অংশকে জনতার পক্ষে টানতে চেষ্টা করে। আগেকার দিনের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ইহাই ছিল বিশেষ কায়দা। ১৯০৫ সালে রুশিয়াতেও এই ব্যাপারই ঘটেছিল।

"কিন্তু চীনের ব্যাপার আলাদা। এখানে আর নিরস্ত্র জনতা নয়। সশস্ত্র জনতা বিপ্লবী ফৌজ হিসেবে পুরাণো গভর্ণমেণ্টের ফৌজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। চীনদেশে সশস্ত্র বিপ্লব প্রতিরোধ করছে সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবকে। ইহা হচ্ছে চীন বিপ্লবের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। চীন বিপ্লবের অন্ততম সুবিধাও ইহাই। এখানেই চীনের বিপ্লবী ফৌজের বিশেষ তাৎপর্য্য।"

এই বৈশিষ্ট্য চীনেই প্রথম দেখা দিবার কারণ চীন হচ্ছে সব চাইতে বড় ও সব-চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আধা ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিকদেশ। চীনের জনতার শত্রু ছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল দেশীয় প্রতিক্রীয়াশীলরা। তারা সবচেয়ে নির্ম্মম সামরিক জুলুম চালিয়েছিল। উপরন্তু শুধু একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশই নয়, অনেকগুলি সাম্রাজ্যবাদী দেশ চীনকে আক্রমণ করে তার ওপর প্রভুত্ব করেছিল। তাদের নিজেদের ভিতর দ্বন্দ্ব ছিল। ফলে চীনে দেশীয় প্রতিক্রীয়াশীলদের ভিতর ছিল অনৈক্য, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম। ইহারই ফলে সশস্ত্র সংগ্রাম সুরু করা এবং দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাবার উপযুক্ত অবস্থাও জনতার হয়েছিল। "চীনবিপ্লব এবং চীনের কম্যুনিষ্টপার্টি" নামক পুস্তিকাটি আপনি এখন পড়ছেন। তাতে কমরেড মাও স্পষ্টই বলেছেন:

"এমনি শত্রুর সামনে ইহা পূর্ব্বনির্দ্ধারিত কথা যে চীনের বিপ্লবের কায়দা এবং প্রধান রূপ শান্তিপূর্ণ হতে পারেনা, তা হবে সশস্ত্র। তার কারণ আমাদের শত্রু চীনের জনতার সামনে শান্তিপূর্ণ কার্য্যকলাপের কোন সম্ভাবনা রাখে নাই। এবং চীনের জনতার কোন রাজনীতিক স্বাধীনতাও নাই। ষ্টালিন বলেছেন, 'চীন বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সশস্ত্র জনতা সশস্ত্র প্রতি বিপ্লবকে প্রতিরোধ করছে।' ইহা খুবই সত্যি কথা।

যুদ্ধ ও কৌশল

চীনের কম্যুনিষ্ট-পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের বর্দ্ধিত সম্মেলনে কমরেড মাওয়ের বক্তৃতা "যুদ্ধ ও কৌশলের সমস্যা"তে তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন:

"যখন ফ্যাসিজমও ছিল না যুদ্ধও ছিল না; সেই সময়ে সমস্ত ধনবাদী দেশের অবস্থাই এইরূপ ছিল: দেশের ভিতরে সামন্তপ্রথা ছিল না, ছিল বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রথা: বাইরে, অন্যজাতির উপর ইহারা পীড়ন করতো, নিজেরা জাতীয় পীড়ন ভোগ করে নাই। এইসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই সমস্ত ধনবাদী দেশের শ্রমিক পার্টিগুলির কর্ত্তব্য হচ্ছে বৈধ সংগ্রামের এক সুদীর্ঘ কালের ভিতর দিয়ে চলা, শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলা, শক্তি সঞ্চয় করা, এবং ধনবাদের শেষ উচ্ছেদের জন্ত প্রস্তুত হওয়া।

"ঐ সব দেশে বৈধ সংগ্রামের সুদীর্ঘ-কালের-অর্থ হচ্ছে আইন সভাকে ব্যবহার করা; অর্থ নৈতিক ও রাজনীতিক ধর্ম্মঘট চালানো; ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা এবং শ্রমিকদের শিক্ষিত করা। সুতরাং সংগঠনের রূপ হচ্ছে বৈধ এবং সংগ্রামের রূপ হচ্ছে রক্তপাত হীন (যুদ্ধের মত নয়)। এইসব দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকট যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে, নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধীতা করা। এই ধরণের যুদ্ধ বাধলে পার্টির নীতি হবে নিজের দেশের পরাজয় ঘটানো।

"যে যুদ্ধ পার্টি চায় তা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ, তারই জন্ত প্রস্তুতি। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুর্জ্জোয়ারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাহীন না হবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর বেশীরভাগ অংশ সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষক জনতা শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করতে প্রস্তুত না হবে, ততক্ষণ এই ধরণের যুদ্ধ চালনা করা চলবে না। যখন অভ্যুত্থান এবং যুদ্ধের সময় আসবে, তখন প্রথমে সহর দখল করতে হবে এবং তারপর গ্রামাঞ্চলে আক্রমণ চালাতে হবে। ইহার ব্যতিক্রম কিছুতেই চলবে না। ধনবাদী দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি এই সবই কাজে লাগিয়েছে এবং রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবে তার প্রমাণ হয়েছে।

"কিন্তু চীনের অবস্থা একই রকমের নয়। চীনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চীন স্বাধীন, গণতান্ত্রিক দেশ নয়, চীন হচ্ছে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ত দেশ। দেশের ভিতরে কোন গণতান্ত্রিক প্রথা নাই। আছে সামন্ত প্রথার পীড়ন। বাইরে, জাতীয় স্বাধীনতা নাই, আছে সাম্রাজ্যবাদের পীড়ন। তাই ব্যবহার করবার জন্ত কোন আইন সভা নাই; ধর্ম্মঘট চালাবার জন্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করবার জন্ত কোন বৈধ অধিকার নাই।

"এখানে অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ চালাবার জন্ত বৈধ সংগ্রামের এক সুদীর্ঘ যুগ পার হবার মৌলিক কর্ত্তব্য কমিউনিষ্ট পার্টির নয়। প্রথমে সহর ও পরে গ্রামাঞ্চল দখলের প্রশ্নও নয়। আমাদের পথ ঠিক বিপরীত।"

লেনিন ও ষ্টালিনের নীতির এবং চীন বিপ্লবের উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ ও কৌশলের প্রশ্নে, ইহাই হচ্ছে কমরেড মাও'র তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ।

চীন গণবিপ্লবের সাফল্য মাও-সে-তুং-এর বিচারের নির্ভুলতা সম্পূর্ণ প্রমাণ করেছে। গত ২০ বছরে চীন বিপ্লবে যারা ভুল করেছে, তাদের বেশীর ভাগই চীনের সমাজের ও বিপ্লবের বিধি বুঝতে পারে নাই এবং মাও-সে-তুং-এর নীতি অমান্য করেছে বলেই ভুল করেছে। রাজনীতিক ও সামরিক, উভয় ক্ষেত্রেই উহা ঘটেছে।

১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালে চীনের প্রথম আভ্যন্তরীন বিপ্লবী যুদ্ধ ব্যর্থ হবার অন্ততম কারণ হচ্ছে চেন-টু-শিউর সুবিধাবাদী নেতৃত্ব। চেন সশস্ত্র সংগ্রামের বিরাট তাৎপর্য্য দেখতেই পায় নাই। এই বিপ্লব ব্যর্থ হবার পরও চেন-টু-শিউ চিয়াং-কাই-শেকের শ্বেত সন্ত্রাসনী রাজত্বে বৈধ কাজ চালাবার কথা বলতে থাকে। তথাকথিত "জাতীয় কংগ্রেস" কেই মূল স্লোগান হিসাবে তুলে ধরে। উপরন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত কৃষক গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে চেন কুৎসা রটায়, তাদের 'গুণ্ডার' কাজ বলে আখ্যা দেয়। এইভাবে চেন-টু-শিউ ও তার আপোষকারী ক্ষুদ্র চক্র প্রতিবিপ্লবী হয়ে যায়।

চীনের অভিজ্ঞতা—

১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময়, যারা "বাম" ভুল করেছিল, তারাও সামরিক সংগ্রামকে বিশেষ করে কৃষক গেরিলা যুদ্ধ ও গ্রাম্য বিপ্লবী ঘাঁটির তাৎপর্য্য ছোট করে দেখেছিল। তারা ভুলভাবে মনে করেছিল, প্রতি-বিপ্লবের প্রবল চাপে, সহরের গণসংগ্রামের, যথা শ্রমিক ও ছাত্রদের ধর্ম্মঘটের গতির উপর নির্ভর করেই, চীন বিপ্লব জয়যুক্ত হবে। গ্রামাঞ্চলে, যেখানে প্রতি-বিপ্লবী শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। সেখানকার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের গতির উপর তারা নির্ভর করে নাই। তারই ফলে তারা সহরের গোপন বিপ্লবী কাজ ও গণসংগ্রামকে গ্রামের সশস্ত্র সংগ্রামের অধীন করে তোলে নাই। উল্টো দিকে, গ্রামের সশস্ত্র সংগ্রামের কাজকে তারা সহরের গোপন কাজ ও গণসংগ্রামের অধীন করে তুলেছিল। ফলে শুধু সহরের কাজেই যে গুরুতর ভাবে বিপর্য্যয় এসেছিল তাই নয়। গ্রামের কাজেও ক্ষতি হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে যে সব সুবিধাবাদী বিচ্যুতির ভুল হয়েছিল। কমরেড মাও-সে-তুং ও তাঁর সহকর্ম্মীদের সঠিক নেতৃত্ব সে সব কাটিয়ে নিয়েছিল। তা না হলে চীন বিপ্লবের বর্ত্তমান বিজয় কল্পনা করাও যেতো না।

যে সব দেশ আজও সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের শাসনাধীন রয়েছে, চীন বিপ্লবের সাফল্যের এই অভিজ্ঞতা সেই সব দেশের জনতার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, বলতে গেলে চীন বিপ্লবের গতিপথে সশস্ত্র সংগ্রামের যে বিশেষত্ব দেখা দিয়েছে, তা কোন কোন ঐতিহাসিক অবস্থায় অন্যান্য উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের সমস্ত বিপ্লবে একই বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের ৬ষ্ঠ কংগ্রেস থেকে ১৯২৮ সালের আগষ্টে "উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের বিপ্লবী আন্দোলনের কাঠামো" তে এই কথার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে: "সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ আয়োজন বাড়িয়েই চলেছে", "বিশ্বধনবাদের যুদ্ধ পরবর্ত্তী সংকট দেখা দিচ্ছে", এবং "সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজবাদী সংগঠনের বিপ্লবী প্রভাব রয়েছে: সমস্ত ধনবাদী দেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলন আরও সংহত হয়ে ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং ঔপনিবেশিক জনতার সংগ্রামে সমর্থন করতে এগিয়ে চলেছে।"

ইহাতে আরও বলা হয়েছে: "এই সব অবস্থা উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের ব্যাপক জনতার রাজনীতিক চেতনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং জনতা বড় রকমের অনেকগুলি বিপ্লবী সশস্ত্র অভ্যুত্থানে নেমেছে। উপরন্তু, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, এই সব বিপ্লবী সশস্ত্র অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের বিকাশের সাথে ও দেশের ভিতরে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।"

উপনিবেশের পক্ষে শিক্ষা

চীনের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দুনিয়ার রাজনীতিক অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ করে, গত ডিসেম্বরে এশিয়া এবং ওশেনিয়ার দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন

(শেষাংশ ৬-এর পাতায়)

চীনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান রূপ

(৫-এর পাতার পর)

সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় কমরেড লিউ-শাও-চি দেখিয়েছেন :

"ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক পরাধীনতায় সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরেরা জনতাকে কোন গণতান্ত্রিক অধিকারই দেয় না। যেমন চীনেও আগে এই অবস্থা ছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরেরা আমাদের, বিপ্লবীদের শিকার করে বেড়াতো। শ্বেত সন্ত্রাসনে আমরা সহরে ঘাঁটি রাখতে পারি নাই। ফলে আমাদের গ্রামাঞ্চলে অথবা পাহাড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে এবং অস্ত্র দিয়ে জীবন রক্ষা করতে হয়েছে।

"উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে নিজেদের রক্ষার জন্য জনতার যদি অস্ত্র না থাকে, তা হলে তাদের কিছুই থাকলো না। শ্রমিক সংগঠনের অস্তিত্ব ও বিকাশ এবং জাতীয় যুক্ত ফ্রন্টের অস্তিত্ব ও বিকাশ, এইরূপ সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বহু উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশের জনতার পক্ষে ইহাই একমাত্র পথ"।

সুতরাং একথা খুব পরিষ্কার, সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনতা, শুধু চীন বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যই নয়। বর্তমান অবস্থায় বহু উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশের জনতার মুক্তি সংগ্রামে এই একই বৈশিষ্ট্য হতে পারে এবং হওয়া উচিত।

কমিউনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির ইনফরমেশন ব্যুরোর মুখপত্র, 'ফর এ লাষ্টীং পীস, ফর এ পিপলস ডেমোক্রেসী', পত্রিকায় ২৭শে জানুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, চীন যে পথ গ্রহণ করেছে, যেমন লিউ-শাও-চী বলেছেন, "সেই পথ বহু উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও জনতার গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে গ্রহণ করা উচিৎ।" সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়েছে :

"চীন ভিয়েৎনাম, মালয়, ও অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, বহু উপনিবেশ ও পরাধীন দেশে সশস্ত্র সংগ্রামই বর্তমানে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান রূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

উহাতে ভারতের পক্ষেও চীনের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার তাৎপর্য্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই সম্পাদকীয় বের হবার পর ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী রণদিভে 'সম্পাদকীয়তে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন" জানিয়ে এক বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে তিনি আরও বলেছেন :

"কমরেড মাও-সে-তুঙ এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি চীনের জনতার জয়যুক্ত মুক্তি সংগ্রামে লেনিন ও ষ্টালিনের শিক্ষা সাফল্যের সাথেই প্রয়োগ করেছেন। চীনের জনতার জয়যুক্ত মুক্তি সংগ্রামের এই শিক্ষা, ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত করার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর কাছে নির্ভুল পথ নির্দ্দেশক হবে।"

বহু উপনিবেশও আধা উপনিবেশের মুক্তির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই ধরণের বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হলে নির্দ্দিষ্ট অবস্থা অনুযায়ী স্থান ও কাল ঠিক করতে হবে। প্রয়োজনীয় অবস্থা ও প্রস্তুতি ছাড়া যে কোন উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশে ইহা কিছুতেই চালানো যায় না। যে সব দেশের বাস্তব অবস্থা এই সশস্ত্র সংগ্রামের উপযোগী সেখানে এই সশস্ত্র সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে কিনা নির্ভর করছে, সেই সব দেশের জনতাকে পরিচালিত করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি আছে কিনা এবং সেই পার্টির নেতৃত্ব নির্ভুল কিনা, এই অবস্থার উপর। সভাপতি মা-সে-তুং এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি সঠিক রাজনীতিক ও সামরিক নীতি গ্রহণ করেছিল বলেই চীনের জনতা তাদের বিপুল জয়লাভে সমর্থ হয়েছে। আজ ভিয়েৎনামের জনতা তাদের সশস্ত্র সংগ্রামে ইতিমধ্যেই বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। বর্মা, মালয়, ফিলিপাইন, প্রভৃতি দেশে জনতার সশস্ত্র সংগ্রাম সবে ব্যাপক বিস্তৃতির পথে। প্রতি দেশেই এই সব সংগ্রাম বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জনতা সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে প্রবল পীড়ন ও জুলুম ভোগ করছে। তাদের কোন "গণতান্ত্রিক অধিকার" নাই। "বৈধ সংগ্রামের" সমস্ত মোহই তাদের দ্রুত কেটে যাচ্ছে। অবস্থা উপযোগী হলে তারাও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নেবে। তাদের যদি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির সঠিক নেতৃত্ব থাকে এবং তারা যদি তাদের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তা' হলেই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এই সব দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিজয়ের পথে অগ্রসর হবে।

সভাপতি মাও এর কাছে লেখা কৃষকের চিঠি

[চীনের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন সাধারণ মানুষ বহু চিঠি লিখে থাকেন তাদের মহান ও প্রিয় নেতা মাও-সে-তুং কে। সাধারণ মানুষের জীবনের কথা, তাদের কাজের কথা, বহু সমস্যায় তাদের মতামত, জানানো হয় এই সব চিঠিতে। তারই একখানা চিঠি।]

প্রিয় সভাপতি মাও,

আমাদের গ্রামখানি পিংচেন জিলার এক সুদূর প্রান্তে। উঁচু পাহাড়ের মাঝে সরু এক পাষাণ উপত্যকায়। আগেকার দিনে আমাদের উপর ছিল জমিদারের শোষণ আর জুলুম। আমরা ছিলাম ২০ ঘর লোক। তার ভিতর ৬ ঘর ছিল জমিদারের মজুর। ৭ ঘর জমিদারের প্রজা। আর বাকী লোকের বছরে ৬ মাসই খাবার জুটতো না। মাত্র ২ ঘর সংবৎসর মোটামুটি খেয়ে বাঁচতো। কনকনে শীত আর অনাহারে শেষ হয়ে যেতাম আমরা। কপালে খাবার জুটতো খুদ-কুঁড়ি আর বুনো শাকপাতা। তারপর এলো কমিউনিষ্ট পার্টি। তারা আমাদের সাহায্য করলো। আমাদের জীবনে এলো উন্নতি।

কিন্তু ১৯৪২ সালে হল অনাবৃষ্টি আর দুর্ভিক্ষ। আপনি আমাদের ডাক দিলেন, দুর্ভিক্ষ জয় করার জন্য সংগঠিত হও। আমরা পরস্পর সাহায্য কমিটি গড়ে তুললাম। প্রথমে ৬টি পরিবার যোগ দিলো। আমরা ঠিক করলাম ৩০ মাও (জমির মাপ) জমিতে আমরা একসাথে ফসল বুনবো। কিন্তু কাজ এমনই এগিয়ে গেলো যে ১২০ মাও জমিতে আমরা আলু বুনলাম। প্রচুর ফসল পেলাম আমরা। আমাদের আদর্শ শ্রমিক লি-শেন-টা একাই ৯ হাজার কাঠা আলু পেলো। মোট ১ লাখ কাঠা আলু আমরা পেলাম। দুর্ভিক্ষকে আমরা জয় করলাম।

পরের বছর আমরা ১২ হাজার কাঠা ফসল কাটলাম। ৪ হাজার কাঠা ফসল দিয়ে আমরা আরও জমি কিনলাম। ৫টা বলদ কিনলাম। কিছু কৃষি যন্ত্রপাতিও কিনলাম। আমাদের সাফল্য দেখে আরও ৯টি পরস্পর সাহায্য কমিটি গড়ে উঠলো। তখনও আমাদের সামনে ছিল গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কাজ। চাংচি জেলা মুক্ত করা হল, তখন প্রতি কমিটি থেকে কেবল একজন করে সক্ষম সাবালককে দিতে পারা গেল। কিন্তু মেয়েরা আর ছোট ছেলেপেলেরা শরৎকালের ফসলের মাঠে কাজ করতে আগ্রহের সাথে এগিয়ে এলো। জনবল ও পশু অল্প থাকা সত্বেও এই ভাবে পরস্পরের সাহায্যের ফলে আমাদের কাজ এগিয়ে গেলো। ভূমি সংস্কারের ফলে জমির ন্যায্য মালিকরাই জমি ফিরে পেলো, আগেকার দিনে আমরা শুধু জমিতে খেটে মরতাম, জমির মালিক ছিল অন্যে, ফসলও ভোগ করতো তারাই। আর আজ যে জমি আমরা চাষ করি তার মালিক আমরাই, তাইতো কাজে আমাদের উৎসাহের অন্ত নাই। তার ওপর যুদ্ধের জন্য কাজকর্ম কমে আসছে।

সরকারের নির্দ্দেশ মতই আমরা কাজ করে থাকি। বেশী করে চাষ করি। বেশী করে সার লাগাই। সবচেয়ে ভাল বীজ আমরা বাছাই করি, কি করে বীজ ভাল ভাবে বুনতে হয় তাও আমরা শিখেছি। আগে আমাদের ধারণা ছিল ভাল ফসল পেতে হলে গায়ের জোর চাই। আজ আমরা বুঝেছি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই ভাল ফসল পাওয়া যায়। সরকারও তাই আমাদের শিখিয়েছে। ভাল যন্ত্রপাতির ফলে আগের চেয়ে আমরা অনেক বেশী ফসল পাচ্ছি। বর্তমানে আমাদের গ্রামের ২০ ঘর লোকের ভিতর ১৯ ঘরই পারস্পরিক সাহায্য কমিটিতে এসেছে। আমরা নিজের স্বাধীন ইচ্ছা মত একসাথে কাজ করি, একসাথে ফল ভোগ করি।

আট বছর যৌথ মেহনৎ করবার ফলে আমাদের ভিতর বন্ধুত্বও বেড়েছে খুব। আমরা সবাই এক পরিবারের মত। উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে আমাদের সবার কপালই খুলে গেছে। ফলে লি-সেন-টা ও আরো চারটি পরিবার যুদ্ধের আগের চেয়ে ডবল ফসল বাড়িয়েছে। আর অন্য সবাই ফসল বাড়িয়েছে দেড়গুন। আগে আমাদের পশু ছিল ৫০টি ভেড়া, এখন হয়েছে ১২০। প্রত্যেক পরিবারে শত শত কাঠা ফসল সঞ্চিত আছে। আর চারটি পরিবারের আছে এক হাজার থেকে দেড় হাজার কাঠা।

প্রিয় সভাপতি মাও, আমাদের এই সাফল্যে আমরা খুব গর্ব্ব বোধকরি। এ কথাও আমরা জানি, আপনি না থাকলে আমাদের এ সুখ হতো না। আপনিই তো আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

আমাদের পরস্পর সাহায্য কমিটির সুবিধা আলোচনা করে আমরা সবাই পরম আনন্দ লাভ করে থাকি। ওয়াং-চিয়াং-সে বলে; "আগেরদিনে শুকনো মুখেই খাবারঘর থেকে ফিরতাম। কাপড় ছিল ছেঁড়া নেকড়ারই সামিল। গোটা পরিবারের জন্য ছিল মাত্র একখানা লেপ। শোবারঘর ছিল খোঁয়াড়েরই মত। আর আজ? ভাল পোষাক আসাক হয়েছে। সবারই একটা করে লেপ আছে। তুলোর জামা আছে। এ'বছর তিন কামড়াওয়ালা একটা বাড়ীও খাড়া করেছি। খরচের ধাক্কা এমন কিছুই লাগেনি। সভাপতি মাও বলেছিলেন পরস্পর সাহায্য কমিটি গড়ে তুলতো এ তারই ফল।"

আজ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি সভাপতি মাও যা বলেন, তা সবই খাঁটা, আর ভাল। চোখের সামনেই তার প্রমান পাচ্ছি। আমাদের এই গরীব উপত্যকা ধনে সম্পদে বেড়ে চলেছে।

গত শরৎকালে আমাদের গ্রামের আদর্শ শ্রমিক লি-সেন-টা পিকিংয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে বল্ল, সে আপনার সাথে দেখা করে এসেছে, করমর্দ্দন করে এসেছে। আপনি তাকে বলে দিয়েছেন, আমাদের সবাইকে আপনার অভিনন্দন জানাতে। আর বলেছেন আমাদের দেশের জন্য আরো ফসল বাড়াতে। সভাপতি মাও আপনাকে আমরা জানাচ্ছি, এ কাজ আমরা নিশ্চয়ই করব। আপনার পরম কল্যাণ কামনা করি।

আন্তরিক অভিনন্দন!

সানসি প্রদেশের পিং-চেন জেলার শিকাও গ্রামের পরস্পর সাহায্য কমিটিগুলির সভাবৃন্দ।

—পিপলস্ চায়না ২য় খণ্ড ১নং থেকে।

—১৯৫০

★ কোরিয়ার ঘটনাবলী ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ★

নিউ টাইমস্ ২৯নং সম্পাদকীয়

কোরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীরা প্রচণ্ড ধাক্কা খাচ্ছে; মার্কিন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোরিয়ার জনগণ সামরিক সাফল্য অর্জ্জন করছে। এর মূলে রয়েছে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমতঃ, প্রত্যেকটি কোরিয়ান সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবী জানে যে সে একটি ন্যায্য আদর্শের জন্য লড়াই করছে, যে লড়াই করছে তার দেশের ও জনগণের স্বাধীনতা ও ভবিষ্যৎ রক্ষা করার জন্য—এই ভাব ধারায়-ই আজ সে উদ্বুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ জনগণের মধ্যে কোরিয়ান রিপাবলিকের জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীর ভিত্তি রয়েছে। সে আজ অনেক বছরের কথা নয়—এই অল্প কয়েক বছরের ভিতর-ই একটি মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রের সুদৃঢ় ও সুস্থ ভিত্তি রচিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের উপর এখানকার জনগণের সার্ব্বজনীন সমর্থন রয়েছে—তাই এই রাষ্ট্র হচ্ছে শক্তিশালী রাষ্ট্র।

মার্কিন আক্রমণকারীরা খোলাখুলি ভাবেই দক্ষিণ-কোরিয়া দখল করে বসেছে। তারা শান্তিপূর্ণ জনগণের উপর লুটতরাজ চালাচ্ছে, অত্যাচার, উৎপীড়ন চালাচ্ছে; গণতান্ত্রিক জনগণের উপর তারা বীভৎস প্রতিশোধ নিচ্ছে; কোরিয়ার নগরগুলির উপর তারা বর্ব্বরের মতন বোমা বর্ষণ করছে; ইচ্ছা ক'রে তারা বে-সামরিক জনগণকে হত্যা করছে। মার্কিন আক্রমণকারীরা এই নির্লজ্জ দৃশ্যেরই অবতারণা করেছে।

মার্কিন শান্তি ভঙ্গকারীরা তাদের এই আক্রমণকে জাতি সংঘের পতাকা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে শুধু, আরো ব্যাপকভাবে, মার্কিন সমর বিভাগের সদর দপ্তরের ও মার্কিণ রাষ্ট্র বিভাগের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য দেশ থেকে কামানের খোরাক জুগিয়ে সেই সৈন্যদল দিয়ে নিজেদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালানোই হলো এদের উত্তর-আতলান্তিক চুক্তির রণকৌশল। ১২ই জুলাই একিসন এক সাংবাদিক সম্মেলনে আবার বিষোদ্গারণ করেছে—সেখানে সে কোরিয়ার উপর আক্রমণকে "ছাপ্পান্নটি জাতির" একই সাধারণ আদর্শ হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করেছে! কিন্তু এ হচ্ছে বৃথা চেষ্টা! যদিও মার্শালী মাকড়সার জালে আবদ্ধ গবর্ণমেন্টগুলি কোরিয়ার উপর এই আক্রমণের জন্য তাদের সমর্থন জানিয়েছে, তবু এ ব্যাপার নিয়ে যতদূর সম্ভব কম মাথা ঘামানো যায়, কার্য্যতঃ সেই চেষ্টাই তারা করছে। এমন কি যারা অত্যন্ত গোঁড়া প্রতিক্রীয়াশীল এবং যারা আমেরিকার একান্ত অনুগত ভৃত্য তারা পর্য্যন্তও স্পষ্ট ঘটনা সম্পর্কে চোখ বুজে থাকতে পারছে না—সে ঘটনা হলো যে, তাদের নিজেদের দেশের জনগণ কোরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের (ওয়াল ষ্ট্রীটের) আক্রমণাত্মক অভিযানে নিজেদের রক্তপাত করতে চায় না এবং রক্তপাত করবেও না।

মার্কিণ আক্রমণকারীরা যা আশা করেছিল ঠিক তার বিপরীত ফলই তারা পেয়েছে। কোরিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে একই সাধারণ ফ্রন্ট গড়ে তোলার শক্তি তাদের নেই; এর পরিবর্ত্তে প্রত্যেক দেশেই, কোরিয়ার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক জনমতের একই সাধারণ ফ্রন্ট স্থাপিত হচ্ছে, এবং কোরিয়ার জনগণের প্রতি সমর্থন জানাবার জন্য গণ-আন্দোলন গড়ে উঠছে। যুদ্ধের বিপদ যে কতদূর বাস্তব এবং যুদ্ধবাজদের দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্কবাণীর ভিত্তি যে কতদূর সুদৃঢ়, কোরিয়ার ঘটনাবলী সে কথা কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সামনে খুলে ধরেছে। মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে, সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ বাঁধাবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন দুনিয়ার প্রতিটি কোণে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এমন একটি দেশও নেই, তা সে বড় হোক বা ছোট হোক, তা সে স্বাধীন হোক বা পরাধীন হোক, যেখানে কোরিয়াকে রক্ষা করার জন্য গণ-সভা ও মিছিল হয়নি। এক সুরে সোভিয়েটের জনগণ ঘোষণা করেছে: "কোরিয়া ছাড়ো!". ফরাসী দেশের মিলে ও ফাক্টরীতে শ্রমিকেরা কোরিয়ার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করছে। বোম্বাইতে মার্কিণ আক্রমণাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সাত হাজার লোক এক সভায় সমবেত হয়েছিল। হাইফাতে, ইহুদী ও আরবেরা একসাথে কোরিয়ার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

যুদ্ধের ফলে যারা পঙ্গু হয়েছে, যুদ্ধে যে সব শিশুরা পিতৃমাতৃহীন, যুদ্ধে যারা স্বামী হারিয়ে বিধবা হয়েছে—এ রকম পাঁচ হাজার নরনারী হুয়েমবার্গের রাস্তায় রাস্তায় টু শব্দটি না করে মিছিল করেছে। তাদের মিছিল ছিল এক "নির্ব্বাক মিছিল।" কিন্তু যে ফেস্টুন তারা মিছিলে নিয়ে চলেছিল তাতে লেখা ছিল: "কোরিয়ার যুদ্ধ নিপাত যাক্।" এবং, সর্ব্বশেষে, গণ-ফৌজের দ্বারা মুক্ত কোরিয়ার রাজধানী সিউলেই ১০ই জুলাই এক মিছিল বেরুলো। এই মিছিল-ই ওয়াসিংটনের রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের মুখোস খুলে দিল: যে সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়ায় লুটতরাজ চালাবার ও ক্ষমতা বাড়াবার যুদ্ধে লড়বার জন্য আমেরিকার যুবকদের ঠেলে পাঠাচ্ছে সেই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই মার্কিন যুদ্ধ-বন্দীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো।

কোরিয়ার জনগণের প্রতি দুনিয়ার জনগণের সক্রিয় সমর্থন জানাবার উদ্দেশ্যে সারা দুনিয়াব্যাপী একটি সপ্তাহ পালনের জন্য বিশ্ব ট্রেডইউনিয়ান ফেডারেশন দুনিয়ার মেহনতী জনতার কাছে এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছে। মার্কিন যুদ্ধবাজদের পৈশাচিক পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য অবিলম্বে তাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সর্ব্ব প্রকার কাজ করার জন্য প্রত্যেক জায়গার ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন আহ্বান জানিয়েছে। কোরিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মিরা তাদের দেশের মুক্তির জন্য তাদের সমগ্র জনগণের সঙ্গে এক হ'য়ে লড়ছে। কোরিয়ার এই ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীদের সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে তাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সর্ব্ব প্রকার কাজ করবার জন্য প্রত্যেক যায়গার ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন আহ্বান জানিয়েছে।—

সারা দুনিয়া ব্যাপী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে এই নতুন গণ-অভিযানের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে—এর গুরুত্ব রয়েছে নৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে। বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সক্রিয় সমর্থন জানাবার জন্য ডাক দিয়েছে। কথা ও কাজের দ্বারা ব্যাপক, দ্রুত এবং প্রচণ্ড সমর্থন জানানো-ই হ'লো এই সক্রিয় সমর্থনের অর্থ। অষ্ট্রেলিয়ার নাবিকেরা এই রকম সমর্থনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন—তাঁরা কোরিয়ায় হত্যালীলা চালাবার জন্য অস্ত্র বহন করতে অস্বীকার করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা কতকগুলি দেশের শান্তিপূর্ণ শ্রমিকদের অন্য দেশগুলির শান্তি পূর্ণ শ্রমিকদের হত্যা করার কাজে ব্যবহার করবার মতলব আঁটছে—ইহা অতি নিকৃষ্ট ও জঘন্য ব্যাপার। এবং এই নিষ্ঠুর খেলা যে আজও চলছে, তার একমাত্র কারণ হলো যে, আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর অনেক অংশই তাদের শক্তি ও কর্ম্ম ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করেনি এবং সে গুলিকে কাজে খাটাতে শিখে নি।

শান্তি রক্ষা করার দায়িত্ব তার উপর নির্ভর করছে—প্রত্যেকের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই প্রগতিশীল আন্তর্জ্জাতিক গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি—বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস, বিশ্ব ট্রেড ইনিয়ন ফেডারেশন, আন্তর্জ্জাতিক গণ-তান্ত্রিক নারী সংঘ, গণতান্ত্রিক বিশ্ব যুব সংঘ—কাজ করে চলেছে।

প্রত্যেকটি সাচ্চা নর ও নারীর উপরই আজ শান্তি বজায় রাখবার দায়িত্ব নির্ভর করছে। এবং সে জন্যই ষ্টকহল্ম্ আবেদনে সহি সংগ্রহের অত প্রধান গুরুত্ব রয়েছে। এই আবেদনে সহি দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদীদের শাসিত দেশগুলির সাধারণ মানুষ এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। শান্তির লড়াইয়ে সে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে না চতুর্দ্দিকে প্রচারিত এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে সে এক কদম এগিয়ে যাচ্ছে। যারা ষ্টকহল্ম্ আবেদনে সহি দিচ্ছে তারা প্রত্যেকেই সহি দেওয়ার মধ্য দিয়ে সকলের শুনবার জন্য ঘোষণা করছে: "আমি এটম অস্ত্রের বিরুদ্ধে, আমি দাবী করছি যে, এই অস্ত্র বে-আইনী ঘোষিত হোক, যে গবর্ণমেন্ট প্রথম এই অস্ত্র ব্যবহার করবে তাকে আমি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী বলে গণ্য করছি।"

শান্তি আন্দোলন সমস্ত দেশেই কোটি কোটি জনতার প্রকৃত বাণী হয়ে উঠেছে। কোরিয়ার ঘটনাবলীতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তাহাই এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে। কোরিয়া ছাড়ো আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে ষ্টকহল্ম্ আবেদনে সহি সংগ্রহের অভিযানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমেরিকাতেই ইতিমধ্যে যে দশ লক্ষ সহি সংগ্রহ হয়েছে তার একটি বিরাট অংশ কোরিয়ার উপর আমেরিকার

(শেষাংশ ১০ পাতায়)

চীনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান রূপ

(৫-এর পাতার পর)

সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় কমরেড লিউ-শাও-চি দেখিয়েছেন :

"ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক পরাধীনতায় সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরেরা জনতাকে কোন গণতান্ত্রিক অধিকারই দেয় না। যেমন চীনেও আগে এই অবস্থা ছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরেরা আমাদের, বিপ্লবীদের শিকার করে বেড়াতো। শ্বেত সন্ত্রাসনে আমরা সহরে ঘাঁটি রাখতে পারি নাই। ফলে আমাদের গ্রামাঞ্চলে অথবা পাহাড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে এবং অস্ত্র নিয়ে জীবন রক্ষা করতে হয়েছে।

"উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে নিজেদের রক্ষার জন্য জনতার যদি অস্ত্র না থাকে, তা হলে তাদের কিছুই থাকলো না। শ্রমিক সংগঠনের অস্তিত্ব ও বিকাশ এবং জাতীয় যুক্ত ফ্রন্টের অস্তিত্ব ও বিকাশ, এইরূপ সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বহু উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশের জনতার পক্ষে ইহাই একমাত্র পথ"।

সুতরাং একথা খুব পরিষ্কার, সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনতা, শুধু চীন বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যই নয়। বর্তমান অবস্থায় বহু উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশের জনতার মুক্তি সংগ্রামে এই একই বৈশিষ্ট্য হতে পারে এবং হওয়া উচিত।

কমিউনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির ইনফরমেশন ব্যুরোর মুখপত্র, 'ফর এ লাষ্টিং পীস, ফর এ পিপলস ডেমোক্রেসী', পত্রিকায় ২৭শে জানুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, চীন যে পথ গ্রহণ করেছে, যেমন লিউ-শাও-চী বলেছেন, "সেই পথ বহু উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও জনতার গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে গ্রহণ করা উচিৎ।" সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়েছে :

"চীন ভিয়েৎনাম, মালয়, ও অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, বহু উপনিবেশ ও পরাধীন দেশে সশস্ত্র সংগ্রামই বর্তমানে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান রূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

উহাতে ভারতের পক্ষেও চীনের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার তাৎপর্য্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই সম্পাদকীয় বের হবার পর ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী রণদিভে 'সম্পাদকীয়তে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন" জানিয়ে এক বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে তিনি আরও বলেছেন :

"কমরেড মাও-সে-তুঙ এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি চীনের জনতার জয়যুক্ত মুক্তি সংগ্রামে লেনিন ও ষ্টালিনের শিক্ষা সাফল্যের সাথেই প্রয়োগ করেছেন। চীনের জনতার জয়যুক্ত মুক্তি সংগ্রামের এই শিক্ষা, ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত করার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর কাছে নির্ভুল পথ নির্দেশক হবে।"

বহু উপনিবেশও আধা উপনিবেশের মুক্তির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই ধরনের বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হলে নির্দ্দিষ্ট অবস্থা অনুযায়ী স্থান ও কাল ঠিক করতে হবে। প্রয়োজনীয় অবস্থা ও প্রস্তুতি ছাড়া যে কোন উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশে ইহা কিছুতেই চালানো যায় না। যে সব দেশের বাস্তব অবস্থা এই সশস্ত্র সংগ্রামের উপযোগী সেখানে এই সশস্ত্র সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে কিনা নির্ভর করছে, সেই সব দেশের জনতাকে পরিচালিত করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি আছে কিনা এবং সেই পার্টির নেতৃত্ব নির্ভুল কিনা, এই অবস্থার উপর। সভাপতি মা-সে-তুং এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি সঠিক রাজনীতিক ও সামরিক নীতি গ্রহণ করেছিল বলেই চীনের জনতা তাদের বিপুল জয়লাভে সমর্থ হয়েছে। আজ ভিয়েৎনামের জনতা তাদের সশস্ত্র সংগ্রামে ইতিমধ্যেই বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। বর্মা, মালয়, ফিলিপাইন, প্রভৃতি দেশে জনতার সশস্ত্র সংগ্রাম সবে ব্যাপক বিস্তৃতির পথে। প্রতি দেশেই এই সব সংগ্রাম বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জনতা সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে প্রবল পীড়ন ও জুলুম ভোগ করছে। তাদের কোন "গণতান্ত্রিক অধিকার" নাই। "বৈধ সংগ্রামের" সমস্ত মোহই তাদের দ্রুত কেটে যাচ্ছে। অবস্থা উপযোগী হলে তারাও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নেবে। তাদের যদি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির সঠিক নেতৃত্ব থাকে এবং তারা যদি তাদের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তা' হলেই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এই সব দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিজয়ের পথে অগ্রসর হবে।

সভাপতি মাও এর কাছে লেখা কৃষকের চিঠি

[চীনের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন সাধারণ মানুষ বহু চিঠি লিখে থাকেন তাদের মহান ও প্রিয় নেতা মাও-সে-তুং কে। সাধারণ মানুষের জীবনের কথা, তাদের কাজের কথা, বহু সমস্যায় তাদের মতামত, জানানো হয় এই সব চিঠিতে। তারই একখানা চিঠি।]

প্রিয় সভাপতি মাও,

আমাদের গ্রামখানি পিংচেন জিলার এক সুদূর প্রান্তে। উঁচু পাহাড়ের মাঝে সরু এক পাষাণ উপত্যকায়। আগেকার দিনে আমাদের উপর ছিল জমিদারের শোষণ আর জুলুম। আমরা ছিলাম ২০ ঘর লোক। তার ভিতর ৬ ঘর ছিল জমিদারের মজুর। ৭ ঘর জমিদারের প্রজা। আর বাকী লোকের বছরে ৬ মাসই খাবার জুটতো না। মাত্র ২ ঘর সংবৎসর মোটামুটি খেয়ে বাঁচতো। কনকনে শীত আর অনাহারে শেষ হয়ে যেতাম আমরা। কপালে খাবার জুটতো খুদ-ভূষি আর বুনো শাকপাতা। তারপর এলো কমিউনিষ্ট পার্টি। তারা আমাদের সাহায্য করলো। আমাদের জীবনে এলো উন্নতি।

কিন্তু ১৯৪২ সালে হল অনাবৃষ্টি আর দুর্ভিক্ষ। আপনি আমাদের ডাক দিলেন, দুর্ভিক্ষ জয় করার জন্য সংগঠিত হও। আমরা পরস্পর সাহায্য কমিটি গড়ে তুললাম। প্রথমে ৬টি পরিবার যোগ দিলো। আমরা ঠিক করলাম ৩০ মাও (জমির মাপ) জমিতে আমরা একসাথে ফসল বুনবো। কিন্তু কাজ এমনই এগিয়ে গেলো যে ১২০ মাও জমিতে আমরা আলু বুনলাম। প্রচুর ফসল পেলাম আমরা। আমাদের আদর্শ শ্রমিক লি-শেন-টা একাই ৯ হাজার কাঠা আলু পেলো। মোট ১ লাখ কাঠা আলু আমরা পেলাম। দুর্ভিক্ষকে আমরা জয় করলাম।

পরের বছর আমরা ১২ হাজার কাঠা ফসল কাটলাম। ৪ হাজার কাঠা ফসল দিয়ে আমরা আরও জমি কিনলাম। ২টা বলদ কিনলাম। কিছু কৃষি যন্ত্রপাতিও কিনলাম। আমাদের সাফল্য দেখে আরও ৪টি পরস্পর সাহায্য কমিটি গড়ে উঠলো। তখনও আমাদের সামনে ছিল গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কাজ। চাংচি জেলা মুক্ত করা হল, তখন প্রতি কমিটি থেকে কেবল একজন করে সক্ষম সাবালককে নিতে পারা গেল। কিন্তু মেয়েরা আর ছোট ছেলেপেলেরা শরৎকালের ফসলের মাঠে কাজ করতে আগ্রহের সাথে এগিয়ে এলো। জনবল ও পশু অল্প থাকা সত্ত্বেও এই ভাবে পরস্পরে সাহায্যের ফলে আমাদের কাজ এগিয়ে গেলো।

ভূমি সংস্কারের ফলে জমির ন্যায্য মালিকরাই জমি ফিরে পেলো, আগেকার দিনে আমরা শুধু জমিতে খেটে মরতাম, জমির মালিক ছিল অন্যে, ফসলও ভোগ করতো তারাই। আর আজ যে জমি আমরা চাষ করি তার মালিক আমরাই, তাইতো কাজে আমাদের উৎসাহের অন্ত নাই। তার ওপর যুদ্ধের জন্য কাজকর্ম্ম কমে আসছে।

সরকারের নির্দেশ মতই আমরা কাজ করে থাকি। বেশী করে চাষ করি। বেশী করে সার লাগাই। সবচেয়ে ভাল বীজ আমরা বাছাই করি, কি করে বীজ ভাল ভাবে বুনতে হয় তাও আমরা শিখেছি। আগে আমাদের ধারণা ছিল ভাল ফসল পেতে হলে গায়ের জোর চাই। আজ আমরা বুঝেছি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই ভাল ফসল পাওয়া যায়। সরকারও তাই আমাদের শিখিয়েছে। ভাল যন্ত্রপাতির ফলে আগের চেয়ে আমরা অনেক বেশী ফসল পাচ্ছি। বর্তমানে আমাদের গ্রামের ২০ ঘর লোকের ভিতর ১৯ ঘরই পারস্পরিক সাহায্য কমিটিতে এসেছে। আমরা নিজের স্বাধীন ইচ্ছা মত একসাথে কাজ করি, একসাথে ফল ভোগ করি।

আট বছর যৌথ মেহনৎ করবার ফলে আমাদের ভিতর বন্ধুত্বও বেড়েছে খুব। আমরা সবাই এক পরিবারের মত। উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে আমাদের সবার কপালই খুলে গেছে। ফলে লি-সেন-টা ও আরো চারটি পরিবার যুদ্ধের আগের চেয়ে ডবল ফসল বাড়িয়েছে। আর অন্য সবাই ফসল বাড়িয়েছে দেড়গুন। আগে আমাদের পশু ছিল ৭০টি ভেড়া, এখন হয়েছে ১২০। প্রত্যেক পরিবারে শত শত কাঠা ফসল সঞ্চিত আছে। আর চারটি পরিবারের আছে এক হাজার থেকে দেড় হাজার কাঠা।

প্রিয় সভাপতি মাও, আমাদের এই সাফল্যে আমরা খুব গর্ব্ব বোধকরি। এ কথাও আমরা জানি, আপনি না থাকলে আমাদের এ সুখ হতো না। আপনিই তো আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

আমাদের পরস্পর সাহায্য কমিটির সুবিধা আলোচনা করে আমরা সবাই পরম আনন্দ লাভ করে থাকি। ওয়াং-চিয়াং-সে বলে; "আগেরদিনে শুকনো মুখেই খাবারঘর থেকে ফিরতাম। কাপড় ছিল ছেঁড়া নেকড়ারই সামিল। গোটা পরিবারের জন্য ছিল মাত্র একখানা লেপ। শোবারঘর ছিল শোঁয়াড়েরই মত। আর আজ? ভাল পোষাক আসাক হয়েছে। সবারই একটা করে লেপ আছে। তুলোর জামা আছে। এ'বছর তিন কামড়াওয়ালা একটা বাড়ীও খাড়া করেছি। খরচের ধাক্কা এমন কিছুই লাগেনি। সভাপতি মাও বলেছিলেন পরস্পর সাহায্য কমিটি গড়ে তুলতো এ তারই ফল।"

আজ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি সভাপতি মাও যা বলেন, তা সবই ন্যায্য, আর ভাল। চোখের সামনেই তার প্রমান পাচ্ছি। আমাদের এই গরীব উপত্যকা ধনে সম্পদে বেড়ে চলেছে।

গত শরৎকালে আমাদের গ্রামের আদর্শ শ্রমিক লি-সেন-টা পিকিংয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে বল্ল, সে আপনার সাথে দেখা করে এসেছে, করমর্দ্দন করে এসেছে। আপনি তাকে বলে দিয়েছেন, আমাদের সবাইকে আপনার অভিনন্দন জানাতে। আর বলেছেন আমাদের দেশের জন্য আরো ফসল বাড়াতে। সভাপতি মাও আপনাকে আমরা জানাচ্ছি, একাজ আমরা নিশ্চয়ই করব। আপনার পরম কল্যাণ কামনা করি।

আন্তরিক অভিনন্দন !

সানসি প্রদেশের পিং-চেন জেলার শিকাও গ্রামের পরস্পর সাহায্য কমিটিগুলির সভাবৃন্দ।

—পিপলস্ চায়না ২য় খণ্ড ১নং থেকে।

—১৯৫০

★ কোরিয়ার ঘটনাবলী ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ★

কোরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীরা প্রচণ্ড ধাক্কা খাচ্ছে; মার্কিন আক্রমণ কারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোরিয়ার জনগণ সামরিক সাফল্য অর্জন করছে। এর মূলে রয়েছে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমতঃ, প্রত্যেকটি কোরিয়ান সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবী জানে যে সে একটি ন্যায্য আদর্শের জন্য লড়াই করছে, সে লড়াই করছে তার দেশের ও জনগণের স্বাধীনতা ও ভবিষ্যৎ রক্ষা করার জন্য—এই ভাব ধারায়-ই আজ সে উদ্বুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ জনগণের মধ্যে কোরিয়ান রিপাবলিকের জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীর ভিত্তি রয়েছে। সে আজ অনেক বছরের কথা নয়—এই অল্প কয়েক বছরের ভিতর-ই একটি মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রের সুদৃঢ় ও সুস্থ ভিত্তি রচিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের উপর এখানকার জনগণের সার্ব্বজনীন সমর্থন রয়েছে—তাই এই রাষ্ট্র হচ্ছে শক্তিশালী রাষ্ট্র।

মার্কিন আক্রমণকারীরা খোলাখুলি ভাবেই দক্ষিণ-কোরিয়া দখল করে বসেছে। তারা শান্তিপূর্ণ জনগণের উপর লুটতরাজ চালাচ্ছে, অত্যাচার উৎপীড়ন চালাচ্ছে; গণতান্ত্রিক জনগণের উপর তারা বীভৎস প্রতিশোধ নিচ্ছে; কোরিয়ার নগরগুলির উপর তারা বর্ব্বরের মতন বোমা বর্ষণ করছে; ইচ্ছা ক'রে তারা বে-সামরিক জনগণকে হত্যা করছে। মার্কিন আক্রমণকারীরা এই নির্লজ্জ দৃশ্যেরই অবতারণা করেছে।

মার্কিন শান্তি ভঙ্গকারীরা তাদের এই আক্রমণকে জাতি সংঘের পতাকা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে শুধু, আরো ব্যাপকভাবে, মার্কিন সমর বিভাগের সদর দপ্তরের ও মার্কিণ রাষ্ট্র বিভাগের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য দেশ থেকে কামানের খোরাক জুগিয়ে সেই সৈন্যদল দিয়ে নিজেদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালানোই হলো এদের উত্তর-আতলান্তিক চুক্তির রণকৌশল। ১২ই জুলাই একিসন এক সাংবাদিক সম্মেলনে আবার বিষোদ্গারণ করেছে—সেখানে সে কোরিয়ার উপর আক্রমণকে "ছাপ্পান্নটি জাতির" একই সাধারণ আদর্শ হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করেছে! কিন্তু এ হচ্ছে বৃথা চেষ্টা! যদিও মার্শালী মাকড়সার জালে আবদ্ধ গবর্ণমেন্টগুলি কোরিয়ার উপর এই আক্রমণের জন্য তাদের সমর্থন জানিয়েছে, তবু এ ব্যাপার নিয়ে যতদূর সম্ভব কম মাথা ঘামানো যায়, কার্য্যতঃ সেই চেষ্টাই তারা করছে। এমন কি যারা অত্যন্ত গোড়া প্রতিক্রীয়াশীল এবং যারা আমেরিকার একান্ত অনুগত ভৃত্য তারা পর্য্যন্তও স্পষ্ট ঘটনা সম্পর্কে চোখ বুজে থাকতে পারছে না—সে ঘটনা হলো যে, তাদের নিজেদের দেশের জনগণ কোরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের (ওয়াল ষ্ট্রীটের) আক্রমণাত্মক অভিযানে নিজেদের রক্তপাত করতে চায় না এবং রক্তপাত করবেও না।

মার্কিণ আক্রমণকারীরা যা আশা করেছিল ঠিক তার বিপরীত ফলই তারা পেয়েছে। কোরিয়ার জনগণেরবিরুদ্ধে একই সাধারণ ফ্রন্ট গড়ে তোলার শক্তি তাদের নেই; এর পরিবর্ত্তে প্রত্যেক দেশেই, কোরিয়ার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক জনমতের একই সাধারণ ফ্রন্ট স্থাপিত হচ্ছে, এবং কোরিয়ার জনগণের প্রতি সমর্থন জানাবার জন্য গণ-আন্দোলন গড়ে উঠছে। যুদ্ধের বিপদ যে কতদূর বাস্তব এবং যুদ্ধবাজদের দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্কবাণীর ভিত্তি যে কতদূর সুদৃঢ়, কোরিয়ার ঘটনাবলী সে কথা কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সামনে খুলে ধরেছে। মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে, সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ বাঁধাবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন দুনিয়ার প্রতিটি কোণে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এমন একটি দেশও নেই, তা সে বড় হোক বা ছোট হোক, তা সে স্বাধীন হোক বা পরাধীন হোক, যেখানে কোরিয়াকে রক্ষা করার জন্য গণ-সভা ও মিছিল হয়নি। এক সুরে সোভিয়েটের জনগণ ঘোষণা করেছে: "কোরিয়া ছাড়ো!" ফরাসী দেশের দিলে ও কার্টবীতে শ্রমিকেরা কোরিয়ার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করছে। বোম্বাইতে মার্কিণ আক্রমণাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সাত হাজার লোক এক সভায় সমবেত হয়েছিল। হাইফাতে, ইহুদী ও আরবেরা একসাথে কোরিয়ার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

যুদ্ধের ফলে যারা পঙ্গু হয়েছে, যুদ্ধে যে সব শিশুরা পিতৃমাতৃহীন, যুদ্ধে যারা স্বামী হারিয়ে বিধবা হয়েছে—এ রকম পাঁচ হাজার নরনারী দ্যুরেমবার্গের রাস্তায় রাস্তায় টু শব্দটি না করে মিছিল করেছে। তাদের মিছিল ছিল এক "নির্ব্বাক মিছিল।" কিন্তু যে ফেস্টুন তারা মিছিলে নিয়ে চলেছিল তাতে লেখা ছিল: "কোরিয়ার যুদ্ধ নিপাত যাক্।" এবং, সর্ব্বশেষে, গণ-ফৌজের দ্বারা মুক্ত কোরিয়ার রাজধানী সিউলেই ১০ই জুলাই এক মিছিল বেরুলো। এই মিছিল-ই ওয়াসিংটনের রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের মুখোস খুলে দিল: যে সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়ায় লুটতরাজ চালাবার ও ক্ষমতা বাড়াবার যুদ্ধে লড়বার জন্য আমেরিকার যুবকদের ঠেলে পাঠাচ্ছে সেই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই মার্কিন যুদ্ধ-বন্দীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো।

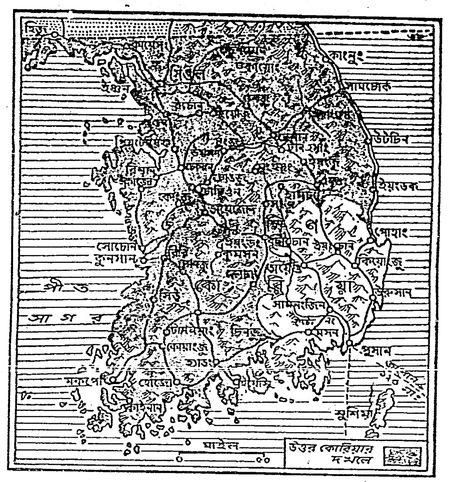

কোরিয়ার জনগণের প্রতি দুনিয়ার জনগণের সক্রিয় সমর্থন জানাবার উদ্দেশ্যে সারা দুনিয়াব্যাপী একটি সপ্তাহ পালনের জন্য বিশ্ব ট্রেডইউনিয়ান ফেডারেশন দুনিয়ার মেহনতী জনতার কাছে এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছে। মার্কিন যুদ্ধবাজদের পৈশাচিক পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য অবিলম্বে তাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সর্ব্ব প্রকার কাজ করার জন্য প্রত্যেক জায়গার ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন আহ্বান জানিয়েছে। কোরিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মিরা তাদের দেশের মুক্তির জন্য তাদের সমগ্র জনগণের সঙ্গে এক হ'য়ে লড়ছে। কোরিয়ার এই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে তাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সর্ব্ব প্রকার কাজ করবার জন্য প্রত্যেক যায়গার ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন আহ্বান জানিয়েছে।—

সারা দুনিয়া ব্যাপী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে এই নতুন গণ-অভিযানের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে—এর গুরুত্ব রয়েছে নৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে। বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন **সক্রিয় সমর্থন** জানাবার জন্য ডাক দিয়েছে। কথা ও কাজের দ্বারা ব্যাপক, দ্রুত এবং প্রচণ্ড সমর্থন জানানো-ই হ'লো এই সক্রিয় সমর্থনের অর্থ। অষ্ট্রেলিয়ার নাবিকেরা এই রকম সমর্থনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন—তাঁরা কোরিয়ায় হত্যালীলা চালাবার জন্য অস্ত্র বহন করতে অস্বীকার করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা কতকগুলি দেশের শান্তিপূর্ণ শ্রমিকদের অন্য দেশগুলির শান্তি পূর্ণ শ্রমিকদের হত্যা করার কাজে ব্যবহার করবার মতলব আঁটছে—ইহা অতি নিকৃষ্ট ও জঘন্য ব্যাপার। এবং এই নিষ্ঠুর খেলা যে আজও চলছে, তার একমাত্র কারণ হলো যে, আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর অনেক অংশই তাদের শক্তি ও কর্ম্ম ক্ষমতা সম্পূর্ন ভাবে উপলব্ধি করেনি এবং সে গুলিকে কাজে খাটাতে শিখে নি।

শান্তি রক্ষা করার দায়িত্ব তার উপর নির্ভর করছে—প্রত্যেকের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই প্রগতিশীল আন্তর্জ্জাতিক গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি—বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস, বিশ্ব ট্রেড ইনিয়ন ফেডারেশন, আন্তর্জ্জাতিক গণ-তান্ত্রিক নারী সংঘ, গণতান্ত্রিক বিশ্ব যুব সংঘ—কাজ করে চলেছে।

প্রত্যেকটি সাচ্চা নর ও নারীর উপরই আজ শান্তি বজায় রাখবার দায়িত্ব নির্ভর করছে। এবং সে জন্যই ষ্টকহল্ম্ আবেদনে সহি সংগ্রহের অত প্রধান গুরুত্ব রয়েছে। এই আবেদনে সহি দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদীদের শাসিত দেশগুলির সাধারণ মানুষ এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। শান্তির লড়াইয়ে সে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে না চতুর্দ্দিকে প্রচারিত এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে সে এক কদম এগিয়ে যাচ্ছে। যারা ষ্টকহল্ম্ আবেদনে সহি দিচ্ছে তারা প্রত্যেকেই সহি দেওয়ার মধ্য দিয়ে সকলের শুনবার জন্য ঘোষণা করছে: "আমি এটম অস্ত্রের বিরুদ্ধে, আমি দাবী করছি যে, এই অস্ত্র বে-আইনী ঘোষিত হোক, যে গবর্ণমেন্ট প্রথম এই অস্ত্র ব্যবহার করবে তাকে আমি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী বলে গণ্য করছি।"

শান্তি আন্দোলন সমস্ত দেশেই কোটি কোটি জনতার প্রকৃত বাণী হয়ে উঠেছে। কোরিয়ার ঘটনাবলীতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তাহাই এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে। কোরিয়া ছাড়ো আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে ষ্টকহল্ম্ আবেদনে সহি সংগ্রহের অভিযানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমেরিকাতেই ইতিমধ্যে যে দশ লক্ষ সহি সংগ্রহ হয়েছে তার একটি বিরাট অংশ কোরিয়ার উপর আমেরিকার

(শেষাংশ ১০ পাতায়)

নিউ টাইমস্ ২৯নং সম্পাদকীয়

সোভিয়েট ইউনিয়ন শান্তির অগ্রগামী সৈনিক

বিশ্ববিদ্যালয় আর কারখানাগুলোতে সভাসমিতি আর গৃহস্থালী পরিবেশে সহরে আর গ্রামে, সুদূর সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে আর রাজধানীতে সর্ব্বত্র সোভিয়েটের জনসাধারণ ষ্টকহল্‌ম আবেদনে সই করছেন—তা দেখে সমাজতন্ত্রের দেশের নাগরিকের জন্যে, ষ্টালিন যুগের মানুষের জন্যে গর্বে মন ভরে উঠবে।

মনে পড়ে যায় যে, নতুন সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রীয় অনুশাসনই ছিল শান্তি ও জমি সম্পর্কিত অনুশাসন। শিশু সোভিয়েট রিপাবলিক কাউকেই যুদ্ধের ভয় দেখায়নি। কিন্তু তবু প্রতিক্রিয়াশীলরা ও সাম্রাজ্যবাদীরা সমস্ত ব্যাঙ্ক মালিকদের সঙ্গে এক জোট হয়ে এই রাষ্ট্রকেই তীব্র ও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ ক'রেছিল। এই রিপাবলিককে পৃথিবীর বুক থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা ১৪টি রাষ্ট্রের সম্মিলিত অভিযান সংগঠিত ক'রেছিল। কিন্তু পরাজয় মেনেছিল তারাই, সেই খুনী, লুণ্ঠনকারী দস্যুরা, যারা অক্টোবর বিপ্লবের আলোকে প্রোজ্জ্বল প্রভাত-সংকেতকে তাদের মানব-বিরোধী রাত্রির গভীর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে বেরিয়েছিল।

সোভিয়েটের মানুষ হ'য়ে উঠল সমাজতন্ত্রের নির্মাতা, সাম্রাজ্যবাদীরা আর একবার যুদ্ধের ভয় দেখাতে সুরু ক'রল, গোপনে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী ক'রতে লাগল নতুন নতুন খুনী আর লুঠেরা দস্যু (খোঁয়াড়ের কুকুরের মতো) মানব জাতির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্যে।

ইতিহাসের পাতাগুলো বিশ্লেষণ করুন, দেখতে পাবেন সোভিয়েটের জনগণ তাদের নতুন জীবন গড়ে তুলবার সময় সমাজতান্ত্রিক প্রাসাদের ভিত্তি নির্ম্মাণের সময় সর্ব্বমানবের জন্যে তাদের শান্তির সংগ্রামের কথা একবারের জন্যেও ভুলে যায় নি। শান্তির বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা যে সব আন্তর্জাতিক বিসংবাদের উস্কানি দিয়েছে তার সবটিতে সোভিয়েট রিপাবলিক নিশ্চিত ভাবেই শান্তির যোদ্ধা হিসাবে, সত্যের যোদ্ধা হিসাবে কাজ করেছে। স্পেনের ঘটনাবলীর সময়, শান্তিপূর্ণ চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণের সময়, সামুরাই দস্যুরা যে-সময় চীনকে টুকরো টুকরো করছিল তখন সারা পৃথিবী সোভিয়েট সরকারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে। এই আওয়াজ ধ্বনিত হ'য়েছে শান্তি রক্ষার জন্যে সমস্ত পরদেশ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে, নতুন একটা বিশ্ব যুদ্ধের প্রস্তুতি সুরু ক'রেছিল যারা সেই চক্রান্তকারীদের সমস্ত চক্রান্তের মুখোস ছিঁড়ে দিয়েছে এই কণ্ঠস্বর।

সাম্রাজ্যবাদীরা সচেতনভাবে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে যে মহা প্রলয়কে ঘটিয়ে তুলছিল তা' যখন সত্যিই এলো তখন সোভিয়েটের জনসাধারণ প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করেই ফ্যাসিজমের শত মুখী অভিযানকে চূর্ণ করে এবং ইতিহাসের জঘন্যতম নির্য্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করে ইউরোপের জনসাধারণকে।

এই ভয়ংকর যুদ্ধের দিনগুলোতে তেহেরান, ইয়াল্টা, পটসডামে সোভিয়েট জনগণের পক্ষ থেকে যে সমস্ত চুক্তি হ'য়েছিল, তার প্রত্যেকটি সর্ত্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে—অন্যান্য স্বাক্ষরকারী গবর্ণমেন্টগুলো না করেনি।

লেখক:
নিকোলাই, তিখনভ
সোভিয়েট শান্তি কমিটির সভাপতি

অক্টোবর বিপ্লবের পর ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় কেটে গেছে। আর একটা নতুন যুদ্ধের উস্কানিদাতা কুচক্রীরা আবার শয়তানী সুরু করছে।

নতুন 'দুনিয়া দখলকারীরা' যারা নানা ধরণের মারণাস্ত্র নিয়ে, বিশেষ ক'রে এটম বোমা নিয়ে পৃথিবীকে ভয় দেখাচ্ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন জাতি সংঘে তার প্রতিনিধিদের মারফৎ তাদের মুখোস খুলে দিয়েছে।

আণবিক শক্তি উৎপাদনের গোপন তথ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন তার নিজের চেষ্টাতেই আবিষ্কার ক'রেছে, কিন্তু এই আবিষ্কারকে সে শয়তানী উদ্দেশ্যে বা অন্য দেশের জনসাধারণের ভয় দেখাবার জন্যে ব্যবহার করেনি।

এ জিনিষ তারা সংরক্ষিত করে রেখেছে শান্তিপূর্ণ নির্ম্মাণ কাজের জন্যে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নই প্রথম ধ্বংসের উপায় হিসাবে আনবিক অস্ত্র নিষেধের প্রস্তাব করে, সে-ই প্রথম এর আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দাবী করে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এই প্রস্তাবগুলো বারে বারে পুনরুত্থাপন করেছে, কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছে তাদেরই কাছে যারা নতুন একটা যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে তুলতে চায়, যারা সংকটের হাত থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে পরদেশ আক্রমণ কামনা করে। কিন্তু আজ আমরা সোভিয়েটের জনগণকে এমন সমস্বরে আর সোৎসাহে বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির আনবিক অস্ত্র নিষেধের আবেদনে সাড়া দিতে দেখে এতো গর্ব বোধ করি কেন?

এই জন্যে যে, এই আবেদনে সই দিয়ে সোভিয়েট নাগরিকরা বিশ্বমানবের মুক্তির লড়াইয়ে, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে, শান্তির জন্যে লড়াইয়ে জনগণ, পার্টি এবং গভর্ণমেন্টের মধ্যেকার মহান ঐক্যবন্ধনকেই প্রকাশ করছেন।

সোভিয়েটের জনগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে শান্তি রক্ষার আদর্শকে গ্রহণ করেছে আজই প্রথম নয়। তাদের গবর্ণমেন্টের সুনির্দ্দিষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন নীতিকে তারা চিরকাল অনুমোদন করেছে; অনুমোদন করেছে ষ্টালিনের বিচক্ষণ বৈদেশিক নীতিকে, জনগণকে যা বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, যে নীতি নতুন নতুন বন্ধু লাভ করছে, যে নীতি জনগণকে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে না, একের বিরুদ্ধে অপরকে প্ররোচিত করে না।

আমাদের নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতির কথা উত্থাপন করি না আমরা, কারো মাথায় জোর করে চাপিয়ে দিই না। ওয়ালষ্ট্রীটের প্রচারকরা যে "মার্কিণী জীবনধারা" প্রচার করে, কাউকেই তা ঠকাতে পারবে না। দুনিয়ার জনসাধারণ ভালোভাবেই জানে কারা আজ সামরিক চুক্তি করছে আর জোট পাকাচ্ছে, আর কারাই বা সত্যিকারের শান্তির প্রহরায় নিযুক্ত।

কোরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সারা দুনিয়ার চোখে পরিষ্কার তুলে ধরেছে, কি ভাবে এই "মার্কিণী জীবনধারা" কোরীয় জনগণের বুকে চেপে বসেছে। কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ সহরগুলোর ওপর মার্কিন বোমা পড়ছে, প্রাণ যাচ্ছে অগণিত নারী ও শিশুর—তা থেকেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আসল মতলব।

চীনের জনগণের মধ্যে আজ আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের তাইওয়ান (ফরমোসা) দখলের আদেশই সকলকে যথেষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এ কোনও সৎ প্রতিবেশীর শুভাগমন নয়, অন্য কিছু ব্যাপার।

এ কথা প্রমাণ করার দরকার নাই ফিলিপাইনের চাষীদের কাছে। নিজেদের অভিজ্ঞতাতেই তারা বুঝেছে, আমেরিকান সামরিক "সাহায্যে"র ফল কি। তেমনি বর্মী জনগণকেও একথা বলে দেবার দরকার হয় না যে, বর্মা কিংবা মালয়ের গেরিলাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে যে অষ্ট্রেলিয়ান ফৌজ, তারা জঙ্গলের দেশের জীবনযাত্রায় কৌতূহলী নিরীহ পরিব্রাজক মাত্র নয়।

সোভিয়েট জনগণ জীবনকে ভালোবাসে, ভালোবাসে সফল মেহনত আর শান্তি। ষ্টকহল্‌ম আবেদনে সই দিচ্ছে তারা এই বিশ্বাস নিয়েই যে, শান্তির আদর্শকে রক্ষা করার শক্তি তাদের আছে, আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে তা'রা; তাদের স্থির বিশ্বাস যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত তাদের সৃজনশীল উদ্যমকে শান্তির কোনও শত্রুই পারবে না প্রতিনিবৃত্ত করতে।

তরুণ থেকে বৃদ্ধ, সমস্ত পেশা ও কাজের পরীক্ষিত কুশলী থেকে সবে কাজ আরম্ভ করেছে এমন তরুণ পর্য্যন্ত সোভিয়েটের সমস্ত মানুষই রয়েছেন শান্তি ও শ্রমের মহান বাহিনীতে। তাঁরা জানেন যে, তাঁদের শান্তিপূর্ণ সাফল্য আর শান্তিপূর্ণ সৎ-উদ্দেশ্যের কথা সারা পৃথিবীরই জানা আছে।

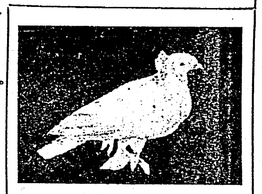

শান্তির অগ্রগামী সৈনিক হিসাবে আজ তাঁরা জানাচ্ছেন যে, সারা দুনিয়ায় শান্তি রক্ষা করতে তাঁরা প্রস্তুত।

এই বিখ্যাত যুগটিতে বৃথাই তাঁরা বেঁচে নাই। এ যুগ যে মহান ষ্টালিনের নামের সঙ্গে যুক্ত—যে নাম শান্তির প্রতীক, সাফল্যের গ্যারাণ্টি!

তেলেঙ্গানা, ময়মনসিং ও কাকদ্বীপের নারী শান্তিসৈনিকদের প্রতি গণতান্ত্রিক মহিলা সঙ্ঘের আবেদন

প্রিয় বোনেরা,

আমাদের মহান আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা সংঘ আপনাদের—তেলেঙ্গানা, ময়মনসিংহ আর কাকদ্বীপের বীর শান্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে।

যখন দুরান্তের পাহাড়ে আর জঙ্গলে আপনারা লড়াই করছেন, তখন মনে রাখবেন, আট কোটি প্রাণ আপনাদেরই সাথে সাথে দুলে উঠছে। সারা দুনিয়ায় যে স্বাধীনতার প্রভাত জেগে উঠছে পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, ভাঙতে পারবে না আমাদের সংগ্রামী ঐক্যের বন্ধনকে। আপনাদের মহান দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শান্তি সৈনিকরা বীরত্বের সঙ্গে লড়ছেন শান্তি আর গণতন্ত্রের জন্যে, লড়ছেন প্রতিক্রিয়াশীলরা আপনাদের লড়াইকে পঙ্গু করে দেবার জন্যে যে দমননীতি, নির্যাতন কুৎসা আর নির্জ্জলা মিথ্যা ভাষণের আশ্রয় নিয়েছে তার বিরুদ্ধে। যে অঞ্চলে আপনারা লড়ছেন সেখানে ফৌজ পাঠানো হয়েছে, গ্রামকে গ্রাম জালিয়ে দেওয়া হয়েছে, লুট করা হয়েছে, মাকে করা হয়েছে লাঞ্ছিত, শিশুকে খুন। এবং এ-সমস্তই করা হয়েছে কারণ আপনারা খেটে খেয়ে শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছিলেন।

সারা দুনিয়ার লোক গভীর প্রশংসার চোখে দেখেছে কি দৃঢ়তা আর ধৈর্য নিয়ে সারা দুনিয়ার মুক্তি যোদ্ধাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর মতো আপনারা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছেন।

আমাদের প্রতীক শান্তি কপোত আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি ৭৯টি দেশের ৮ কোটি বোনের পক্ষ থেকে, সে কপোতের চঞ্চু বহন করছে ষ্টকহল্‌ম শান্তি আবেদন।

প্রিয় বোনেরা, এই আবেদন পত্রে সই দিন, কারণ তাণ্ডবের দিনে এই আবেদন পত্র হ'চ্ছে সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা, জীবনের প্রতি মানুষের মমতার প্রতীক। এক হাতে যখন আপনারা অস্ত্র ধরে শত্রুর গতি বিধির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন, অন্য হাতে তখন আপনাদের সন্তানাদি ও লোকজনের জীবন রক্ষার জন্য এটম যুদ্ধের বিপদ—সারা পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজরা যা ঘনিয়ে তুলবার জন্য তৈরী হচ্ছে—তার হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য—এই মহান দলিলে সই দিন।

এটম বোমা হচ্ছে এমন এক ভয়াবহ অস্ত্র আপনাদের ও আমাদের ঘর সংসার ধ্বংস করাই হ'চ্ছে যা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য। আমরা যদি আমাদের মিলিত শক্তি দিয়ে এর ধ্বংস সুনিশ্চিত না করি তা'হলে এর ব্যবহারের অর্থ দাঁড়াবে, আমাদের যা কিছু প্রিয় সে সমস্তই সম্পূর্ণ ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

আপনাদের শক্তিশালী কণ্ঠ জোরাল ও পরিষ্কার হ'য়ে উঠুক ভারতের ঘরে ঘরে) সে ধ্বনি পরিব্যাপ্ত হোক, নিজেদের অস্তিত্ব, জীবিকা এবং মানুষের ঐতিহ্য সুনিশ্চিত করার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক এই মহান আবেদন পত্রে সই দিক।

আপনাদের সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হোক! সারা পৃথিবীর মানুষ আর আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা সংঘ আপনাদের সাথে রয়েছে। পথ খুবই

শান্তি কপোত

দুর্গম, কিন্তু জয়ও দূরে নেই।

শান্তি দীর্ঘজীবী হোক!

এটম বোমা এবং তার সাম্রাজ্যবাদী স্রষ্টারা ধ্বংস হোক!

তেলেঙ্গানা, ময়মনসিংহ এবং কাকদ্বীপের শান্তি যোদ্ধারা দীর্ঘজীবী হোক!"

বিশ্বের নারীদের একতা দীর্ঘজীবী হোক!

আন্তর্জ্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা সংঘ।

দুইটি দুনিয়া—দুইটি নীতি

নেহেরু-ষ্টালিন পত্র বিনিময়ের পর, "ফর এ লাষ্টিং পীস, ফর এ পিপলস ডেমোক্রাসী" পত্রিকার ৩০নং সংখ্যায় (২৮শে জুলাই, ১৯৫০) এই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে

কোরিয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর বাণীর যে উত্তর জে, ভি, ষ্টালিন দিয়েছেন, তা ১৮ই জুলাই প্রকাশিত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গতিপূর্ণ শান্তির নীতির আরও অকাট্য প্রমাণ হিসাবে এই পত্রকে গোটা দুনিয়ার প্রগতিশীল মানুষ পরম তৃপ্তি ও আনন্দের সাথে অভিনন্দন জানিয়েছে। কমরেড ষ্টালিনের এই বিবৃতি মহান সমাজবাদী শক্তির শান্তিপ্রিয় কার্য্যাবলীর সুস্পষ্ট প্রতীক হিসাবে আর একবার প্রমাণ করেছে।

কোরিয়ার ঘটনাবলী সম্বন্ধে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বস্তু হিসাবে, দুইটি নীতি, দুইটি পথ, স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে: শক্তিমান সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরের অনুসৃত নীতি সমস্ত জাতির ঐক্য এবং তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করার উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি। অপর নীতি হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নীতি।

দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষিপ্ত পরিকল্পনা হাসিল করার জন্য লুণ্ঠনকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হুকুমদারী, ভীতি, বঞ্চনা, জুলুমবাজী করে এবং অবশেষে অস্ত্রের জোরে অন্য সব জনতার উপর নিজেদের মত চাপাতে চায়। তাদের গোলামে পরিণত করতে চায়। জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য জনতার পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য দাবীকে পদদলিত করতে চায়। উন্মত্ত মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এতদূর গিয়েছে যে তারা নিরাপত্তা পরিষদে কোরিয়ায় মার্কিণ আক্রমণ সমর্থন করবার জন্য তাদের দালালদের প্রকাশ্যে হুকুম করেছে। মার্কিণ-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক, নরবিদ্বেষী কাজ গোটা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ক্রোধ ও ঘৃণার সৃষ্টি করেছে।

শান্তির সুদৃঢ় ইচ্ছা এবং সঙ্গতিপূর্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয় শান্তি নীতির প্রকাশ হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমস্ত শক্তি নিয়ে জনতার শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করছে, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারীদের খুনী চক্রান্তকে নির্মমভাবে উদ্ঘাটন করছে।

কমরেড ষ্টালিন বলেছেন, "গোটা দুনিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের শুধু শক্তিই দেখবার সুযোগ পায় নাই, সমস্ত জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তি রক্ষা করা ও তাদের সমান অধিকার স্বীকার করার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট নীতির ন্যায্যতাও দেখেছে। সোভিয়েট ভবিষ্যতেও তার নীতিতে—শান্তি ও নিরাপত্তার নীতি, জনতার ভিতর সাম্য ও মৈত্রীর নীতিতে দৃঢ় থাকবে; এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নাই।"

মিঃ নেহেরুর শান্তির উদ্যোগকে সমর্থন করে ষ্টালিন ইহাও দেখিয়েছেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোরিয়ায় যে যুদ্ধ সুরু করেছে, তাকে থামাবার একমাত্র সঠিক পথ কি। জাতি সংঘের সনদের প্রতি সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে নিরাপত্তা পরিষদে কোরিয়া সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব ষ্টালিন করেছেন। তাতে চীনের জনতার প্রতিনিধি সমেত বৃহৎ পঞ্চ শক্তির বাধ্যতামূলক যোগদান চাই এবং কোরিয়ার জনতার প্রতিনিধির বক্তব্য শুনতে হবে।

সমস্ত সৎব্যক্তিই বলবে যে এই নীতি শান্তির নীতি, ছোট-বড় সমস্ত জাতির সমান অধিকারের নীতি। তাই খুব স্বাভাবিক যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর প্রস্তাবে ষ্টালিনের উত্তর গোটা দুনিয়ার ব্যাপক জনতার উৎসাহপূর্ণ সমর্থন ও সম্মতি পেয়েছে।

হাঙ্গারীর পত্রিকা 'জাবাদ নেপ'-এ বলা হয়েছে, "এই উত্তর আবার দেখিয়ে দিয়েছে, সাংঘাতিক সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনার সময়, যুদ্ধের বিপদের অবস্থায়, এবং শান্তির শত্রুদের সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, ষ্টালিন সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর পিতৃতুল্য মমতা, তাদের কাজে এবং মাতা ও শিশুর প্রতি দরদ দেখাতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেন নাই। এই উত্তর দেখিয়ে দিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ান আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি পরম শ্রদ্ধার সাথেই দেখে থাকে এবং জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদকে সুদৃঢ় করারই চেষ্টা করে"।

নেহেরু যে শান্তির উদ্যোগ দেখিয়েছেন এবং ষ্টালিনের প্রস্তাব সমর্থন করে অনেক বুর্জ্জোয়া সংবাদ পত্র ও রাজনীতিবিদ যে সব বিবৃতি দিয়েছেন, এই সব ঘটনাই প্রমাণ করে যে বুর্জ্জোয়াদের ভিতরকার সব চেয়ে বিবেচক অংশ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত যুদ্ধ প্ররোচনা ও হঠকারী নীতির ফল সম্বন্ধে গুরুতর অস্বস্তি দেখাতে সুরু করেছেন।

(শেষাংশ ১০এর পাতায়)

দুইটি দুনিয়া—দুইটী নীতি

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

"আইনের" কোন চালাকি করেও সাম্রাজ্য বাদীরা এই ঘটনা লুকিয়ে রাখতে পারবে না যে চীনের ৪৭ কোটি ৫০ লাখ লোককে নিছক স্বেচ্ছাচারীতার সাথেই জাতিসংঘের আইন সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে মহান চীনা জনতার প্রতিনিধিকে নিরাপত্তা পরিষদে প্রবেশ করতে দেয় নাই, তা থেকেই সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্ধত উপনিবেশীকরণের নীতির পুরোপুরি স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু যুক্তিপূর্ণ কথা এবং জনতার অনুরোধ শুনবার পরিবর্তে ইঙ্গ মার্কিন শাষক গোষ্ঠী কোরিয়ার প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রস্তাবকে উদ্ধতভাবে প্রত্যাখান করেছে। উপরন্তু কোরিয়ায় তাদের আক্রমণ প্রচণ্ডভাবে চালাচ্ছে। তারা নেহরুর কার্য্যকলাপে অসন্তুষ্ট, কারণ নেহরুর প্রস্তাবের ওপর ষ্টালিনের স্পষ্ট ও দ্রুত জবাব যুদ্ধবাদীদের সর্ব্বপ্রকার মুখোস খুলে দিয়েছে। এখন সারা পৃথিবী দেখতে পাচ্ছে যে মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কোরিয়ার প্রশ্নে শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা চায়না। তারা নূতনকরে বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করছে।

সম্প্রতি, ট্রুম্যান কংগ্রেসের নিকট যুদ্ধ খাতে এক হাজার কোটি ডলার দাবী করেছে। সে দাবী করেছে যে তার পশ্চিম ইউরোপের তাঁবেদাররা যেন তাদের যুদ্ধ বাজেট বাড়ায়। সর্ব্বশেষে সে দাবী করেছে এই তাঁবেদারের দল যেন কোরিয়ায় অবশ্যই সৈন্যদল পাঠায়। এবং এখন বৃটিশ, ফরাসী, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউ জিল্যাণ্ডের সৈন্যদলকে মার্কিনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মার্কিন ও বৃটিশ ধনিদের স্বার্থে তাদের রক্তদান করতে হবে। ইহার অর্থ কোরিয়ার যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে দেয়া, এবং মহাযুদ্ধের বিপদ আরও বাড়িয়ে তোলা। সাম্রাজ্যবাদী শিবির ডেকে আনছে মৃত্যু, ধ্বংস এবং বিনাশ; এই শিবিরের প্রধান পাণ্ডা মার্কিন শাষকগোষ্ঠি সাম্প্রতিক কার্য্যকলাপের মধ্যে এই নীতি খুব তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই নীতি, সমস্ত জনসাধারণের মূল স্বার্থের বিরোধী। শেষ পর্য্যন্ত এই নীতির পরিপূর্ণ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। প্রগতিশীল মানুষ মহান লেনিনের বাণী স্মরণ করবে। লেনিন সেই সময়ে বলেছিলেন "যখন বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এমন হঠকারী কাজ করবে যা তাদের রাজনীতিক বিপর্য্যয় এনে দেবে, যখন তারা তাদের সেনাবাহিনীকে কণ্ঠরোধকারী ও দমনকারী হিসাবে পরিণত করবে, সে দিন তাদের কবর তারা রচনা করবে।"

নূতন যুদ্ধের উষ্কানিমূলক সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট নেতাদের, দালাল ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকদের, এবং ফ্যাসিষ্ট টিটো চক্রের বিশেষভাবে অকুণ্ঠ সমর্থন পাচ্ছে। কেবলমাত্র বেভিন, এট্‌লী, গ্রীণ, ম্যুরে, ডিম্যাকিণ, জুহো, স্ম্যাকের এবং রেণার গুপ্তচর টিটো এবং ফ্যাসিষ্ট ফ্রাঙ্কোর মত লোকই কোরিয়া এবং অন্যান্য দেশের ওপর মার্কিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বর্ব্বরোচিত আক্রমণকে সমর্থন জানাতে পারে। মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের নির্ব্বিচারে হত্যার নীতি সারা দুনিয়ার জনতার মধ্যে ক্রোধ ও বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলছে। জনতা শান্তি চায়। কোরিয়ায় মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ ও মিছিলের মধ্য দিয়ে তারা ইহা প্রমাণ করেছে। "মার্কিণ ফৌজ কোরিয়া ছাড়ো" এই মিলিত দাবীর মধ্য দিয়ে তারা ইহা প্রমান করছে। ষ্টকহলম আবেদনে সই দিয়ে শান্তির পক্ষে তারা তাদের দৃঢ়মত প্রমাণ করছে: ২৫কোটির বেশী লোক ইতিমধ্যেই এটম অস্ত্র নিষিদ্ধ করনের দাবী জানিয়েছেন।

কোরিয়ায় মার্কিন আক্রমণের পর দুনিয়ার সর্ব্বদেশে আরো ৫ কোটি লোক ষ্টকহলম আবেদনে সই দিয়েছে। এই ঘটনা সুস্পষ্ট প্রমান করছে শান্তির পক্ষে জনতার সংগ্রাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কোরিয়ায় মার্কিনের বর্ব্বরোচিত আক্রমণ সম্পর্কে ব্যাপক জনতার মনোভাব কি তাও ইহা প্রমাণ করে দিয়েছে।

শান্তি, মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য জনতার সংগ্রামে পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছে সমাজবাদের মহান দেশ, গোটা দুনিয়ার শান্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ। সোভিয়েট ইউনিয়ন। শান্তি সৈনিকদের প্রথম সারিতে রয়েছে জনতার গণতন্ত্রগুলি; অপূর্ব্বগতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। শান্তি শিবিরে রয়েছে মহান চীনের জনতা; তারা বিপ্লবের আগুণের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করেছেন বিস্ময়কর কাজ করবার ক্ষমতা তাদের আছে, মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের মুক্তি ও স্বাধীনতার পতাকা তারা তুলে ধরেছেন। ইউরোপের শান্তির এক বিশেষ অংশ জার্মান গণরাষ্ট্র শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে। ফ্রান্স, ইটালি, এবং অন্যান্য ধনবাদী ও ঔপনিবেশিক দেশে আরো কোটি কোটি সক্রিয় শান্তি সৈনিক এগিয়ে আসছেন। মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে কোরিয়ার জনতার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম যুদ্ধবাদীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শান্তি সৈনিকদের শক্তি অপরাজেয়; সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারী ও যুদ্ধবাদীদের যে কোন প্ররোচনার প্রতিবাদ করতে তারা প্রস্তুত।

যুদ্ধের বিপদ ঘণীভূত হবার ফলে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সরাসরি আক্রমণাত্মক যুদ্ধে নেমে যাবার ফলে গণতান্ত্রিক শিবিরকে আরো শক্তিশালী করা এবং শান্তির সমর্থনকারী শক্তিকে সুসংহত করা আজ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নূতন যুদ্ধের উস্কানীদাতাদের খর্ব্ব করবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে সর্ব্বতোভাবে শান্তি আন্দোলনের গণভিত্তিকে প্রসারিত করা, ব্যাপক কৃষক জনতা, সহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, মহিলা ও যুবক, এবং বুদ্ধিজীবিদের সমস্ত অংশকে ষ্টকহলম আবেদনে সই করার আন্দোলনে টেনে আনা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের খুনী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে বাস্তব কাজ বাড়িয়ে তোলা।

দক্ষিণ কোরিয়ার ভূমি সংস্কার

কোরিয়ার জনতার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ জাতীয় পরিষদের সভাপতি মণ্ডলী প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণ অংশে ভূমি সংস্কারের কাজ পরিচালনার জন্য এক নির্দ্দেশনামা পাশ ক'রেছেন।

কোরিয়ার জনতার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্রের ৭ নং ধারার ভিত্তিতে হুকুম নামায় বলা হ'য়েছে যে প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণ অংশে ভূমি সংস্কারের কাজ চালান হবে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমি দখল ও বিনামূল্যে ভূমিহীন ও ছোট খাট কৃষকদের মধ্যে সে জমি বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে এই সংস্কার চালান হবে।

নির্দ্দেশ নামা অনুসারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের, সিংম্যান-রী গবর্ণমেণ্ট এবং তার বিভিন্ন অংশ, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীগুলির সমস্ত জমি, কোরিয়ার জমিদারদের জমিদারী এবং স্থায়ীভাবে খাজনার বদলে বন্দোবস্ত করা সমস্ত জমি আয়তন নির্ব্বিশেষে বাজেয়াপ্ত করা যাবে। খাজনার বদলে জমি বন্দোবস্ত দেয়া চিরদিনের মত তুলে দেয়া হ'য়েছে।

বাজেয়াপ্ত করা জমি ছোটখাট ও ভূমিহীন কৃষক এবং ক্ষেত মজুরদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যে কোন লোক নিজে চাষ ক'রলেই জমি পেতে পারবে। জমির ব্যাপার নিয়ে সমস্ত ঋণ বাতিল করা হ'য়েছে।

তাঁবেদার গবর্ণমেণ্টের আমলের সমস্ত কর নির্দেশনামায় বাতিল ক'রে দেয়া হ'য়েছে এবং বলা হ'য়েছে যে প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণ অংশকে উত্তর অংশে ইতি পূর্ব্বে চালু করা ব্যবস্থার মতই সমপরিমান একটি মাত্র কর দিতে হবে।

মুক্ত এলাকার কৃষকদের জীবন যাত্রার মান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উন্নত করার উদ্দেশ্যে কোরিয়ার জনতার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ জাতীয় পরিষদে সভাপতিমণ্ডলী মন্ত্রিসভাকে ১৯৫০ সালের জন্য কর হিসাবে দেয় শস্যের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস করবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। নির্দ্দেশ নামায় সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নির্দ্দেশনামা কার্য্যকরী করার জন্য মন্ত্রি সভার হাতে বিশেষ নির্দ্দেশাদি চালু করার ভার দিয়েছেন। —টাস

কোরিয়ার ঘটনাবলী ও শ্রমিকশ্রেণী

(৭ম পাতার পর)

আক্রমণের পরই পাওয়া গেছে। এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই যে, দিনের পর দিন সাম্রাজ্যবাদীরা আরো বেশী করে ষ্টকহল্‌ম্ আবেদনের মধ্যে নিজেদের বিপদের সম্ভাবনা দেখ্‌ছে। তারা একে "পয়লা নম্বরের শত্রু" বলে ধরে নিয়েছে এবং জনগণ যাতে এই আবেদনে সহি না দেয় তার জন্য তারা সর্ব্বরকমের চেষ্টাই করছে।

তাদের ঐ চেষ্টা বৃথাই যাচ্ছে। ঘটনাবলী দেখিয়ে দিয়েছে যে, পুলিশী জোর জুলুম চালিয়ে শান্তি রক্ষার আন্দোলনকে "বে-আইনী" করা যায় না। গ্রেপ্তার করে, বা আইনের দোহাই দিয়ে নির্য্যাতন চালিয়েও শান্তির সমর্থকদের দাবিয়ে দেওয়া যেতে পারে না; কোন রকম জাল জুয়াচুরি করেও সহি সংগ্রহের অভিযানকে বন্ধ করা যেতে পারে না। **ইতিমধ্যেই কুড়ি কোটি মানুষ ষ্টকহল্‌ম্ আবেদনে সহি দিয়েছে।**

১২ জুলাই তার সাংবাদিক সম্মেলনে এচিসন ষ্টকহল্‌ম্ আবেদনকে আক্রমণ করে এক বিশেষ বিবৃতি দিল। সস্তা নীতির দোহাই দিয়ে সে এই দুনিয়া জোড়া জনপ্রিয় গণভোটকে একটি "চালাকি" হিসাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আসলে তার বিবৃতি হলো এটম অস্ত্র নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে এবং এই অস্ত্রকে কাজে লাগানোর স্বপক্ষে একটি ঘোষণা বাণী।

লণ্ডনে যখন উত্তর-আতলান্তিক চুক্তিতে আবদ্ধ শক্তিবর্গরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছিল তখন ট্রুম্যান ঘোষণা করেছিল যে, "যদি সে প্রয়োজন মনে করে" তবে সে এটম বোমা ফেলতেও প্রস্তুত। ট্রুম্যানের এই বিবৃতির মতন-ই, এচিসনের এই সর্ব্বশেষ বিবৃতি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ওয়াসিংটনের এটম-পাগলের দল কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। ঝটিকা আক্রমণ করে উত্তর কোরিয়া দখল করার এবং এক আঘাতে কোরিয়ার জনগণের গণতান্ত্রিক রিপাব্লিককে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় মার্কিন কংগ্রেসের ধুরন্ধরেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে; তারা এখন আক্রমণাত্মক অভিযানকে তীব্রতর করার জন্য চীৎকার করছে। এই নরখাদকদের মধ্যে কেউ কেউ—যেমন সিনেটর ব্রিউষ্টার এবং কংগ্রেসের সদস্য বানট্রেন ও রিভারস কোরিয়ার বিরুদ্ধে এটম অস্ত্র ব্যবহার করবার জন্য খোলাখুলিভাবেই বল্‌ছে।

এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর উপর বিশেষভাবে গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে।

মানুষকে যারা ঘৃণা করে ওয়াশিংটনের সেই জীবদের দমন করবার উদ্দেশ্যে জনগণকে সমাবেশ করবার জন্য শান্তি আন্দোলন কার্য্যকরী উপায় খুঁজছে এবং খুঁজে বার করছে। স্বভাবতঃই সংগঠিত শ্রমিকরা-ই হচ্ছে এই আন্দোলনের প্রধান অবলম্বন। স্থায়ী শান্তির জন্য সংগ্রাম সমগ্র মানব জাতির পক্ষে-ই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—ইহা অপরিহার্য্য। কোরিয়ার জনগণের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানাবার জন্য সারা দুনিয়া ব্যাপী সপ্তাহ পালন হবে স্থায়ী শান্তির সংগ্রামে আর একটি বিরাট অবদান।—

সর্ব্বদেশের কোটি কোটি সংমানুষ সাম্রাজ্যবাদীদের খুনী চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেবে। যুদ্ধের পথ রোধ করবে।

সর্দ্দার প্যাটেলের কুৎসা রটনার জবাবে কমরেড ডাঙ্গে

এদেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা দমন সম্পর্কে পার্লামেণ্টে বিতর্কের উত্তরে সর্দ্দার প্যাটেলের উক্তির প্রতিবাদ করে কমরেড এস, এ, ডাঙ্গে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন:—

দিল্লীতে পার্লামেণ্টে এদেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা দমন সম্পর্কে বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে সর্দ্দার প্যাটেল তাঁর গবর্ণমেণ্টের সমর্থনে কমিউনিষ্টদের এবং আমার কোন কোন বিবৃতির ওপর সোজাসুজি কটাক্ষ করেছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দ্দার প্যাটেল সম্ভবতঃ ডিক্টেটার হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার বলে—এদেশের শাসন তন্ত্রের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

সর্দ্দার বলেছেন: "আমি এবং অনুরূপভাবে আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী প্রায়ই কমিউনিষ্টদের কাছে আহ্বান জানিয়েছি যে, **তারা যদি অহিংস পন্থা অবলম্বন করে,** তাহলে নির্ব্বাচনে তারা ইচ্ছা হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।" এর অর্থ দাঁড়ায় সর্দ্দার প্যাটেলের মতে একমাত্র সেই সব লোক বা রাজনৈতিক দলই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে যারা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের তুষ্টির জন্য ঘোষণা ক'রবে যে, তারা অহিংসপন্থী।

আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, শাসনতন্ত্রের কোথায় এই ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে, আর তা যদি না থাকে, তা' হলে সহকারী প্রধান মন্ত্রীকে কে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার ভেতর গোপনে এই ব্যবস্থা ঢুকিয়ে দেবার অধিকার দিয়েছে?

শাসনতন্ত্রের মধ্যে আক্ষরিকভাবে এ সব লিপিবদ্ধ করতে তিনি যে ব্যর্থ হয়েছেন তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসন কার্য্যের সাহায্যে, বিভিন্ন পার্টি ও প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী করে এবং বন্দী শিবির গুলো মারফৎ তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর শাসকচক্রের কাছে নির্ব্বাচন যাতে নিরাপদ হয়, তার ব্যবস্থা করতে চাইছেন।

বন্দুকের আস্ফালন

"গণতন্ত্র কার্য্যকরী হতে পারে এমন যে একমাত্র দেশ'—প্যাটেল তাঁর গবর্ণমেণ্টের পদ্ধতিকে এই নামে অভিহিত করেছেন—সে দেশে নির্ব্বাচনের অর্থ কি আগেভাগে তা' প্রকাশ করে সর্দ্দারজী যা বলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি। তাঁর "গণতান্ত্রিক" নির্ব্বাচনে অংশ নিতে আমাদের কাছে তার যে আমন্ত্রণ, তার সাথে জড়িয়ে আছে বন্দুক আর বিনা বিচারে আটক রাখার আস্ফালন। তাঁর জানা উচিত ছিল, যে বর্ত্তমানে কোন জনতার গণতন্ত্রে অথবা এমন কি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে শুধু মাত্র অহিংস পন্থা গ্রহণ করলেই কোন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে দেয়া হয় না। বস্তুতঃ এরূপ বিধান থাকলে প্যাটেলের কংগ্রেসী দলকেও নির্ব্বাচনে দাঁড়াতে দেয়া হ'ত না।

সর্দ্দার প্যাটেল বলেছেন যে "আমাদের আমলে বিরোধী মতের কণ্ঠ রুদ্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে" কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তিনি কি জানেন না যে, পরিষদের অধিবেশন চলতে থাকার মধ্যেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়—সেখানে নির্ম্মম নিরাপত্তা আইনের বিরোধিতা আমি করছিলাম।

অবশ্য আমার গ্রেপ্তারের কারণ

> —দ্রষ্টব্য—
>
> বোম্বাইয়ের ক্রসরোডস্ পত্রিকার ১৩নং সংখ্যায় কমরেড ডাঙ্গের প্রকাশিত বিবৃতি মতামতে ছাপাবার জন্য কয়েকজন পাঠক অনুরোধ করেছেন। সম্পাদকমণ্ডলী এ সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখেছেন যে,
>
> —ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অনেকগুলো মূলনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন ঐ বিবৃতিতে তোলা হয়েছে। অথচ কমরেড ডাঙ্গে স্পষ্টই বলেছেন যে এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত। এক্ষেত্রে কমরেড ডাঙ্গের বিবৃতি ছাপালে আরও অনেকের ব্যক্তিগত মত ছাপাতে হয়। এটা মতামতে সম্ভব নয়।
>
> তাছাড়াও এই ব্যাপারটার মধ্যে এমন কতকগুলি প্রশ্ন জড়িত (যেমন—মুক্তি সংগ্রামে জঙ্গী প্রতিরোধের ভূমিকা ইং) যা মতামতের মত কাগজে পরিষ্কার আলোচনা সম্ভব নয়।
>
> —উক্ত বিবৃতির আগে এবং পরে কমরেড ডাঙ্গের আরও কতকগুলি বিবৃতি বেরিয়েছে যে গুলির প্রামাণ্য বিবরণ আমাদের হাতে নেই, অথচ সেগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু এই বিবৃতিটি ছাপালে তাঁর মতের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া অসম্ভব।
>
> ইতি—১৩.৮.৫০
>
> সম্পাদক মণ্ডলী 'মতামত'

হিসাবে যুক্তি দেয়া হয়েছিল যে, আমি সৈন্যবাহিনী সংগঠন করছিলাম। **বাস্তবিক পক্ষে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে, আমি যখন বোম্বায়ের পরিষদে** বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, বোম্বাইর দরজায় কোন সৈন্যবাহিনীই ঘা মারছিল না। পরিষদের কয়েকজন সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং জনসেবককে পরিষদের "বিরোধী পক্ষের কণ্ঠ রোধের" উদ্দেশ্য নিয়ে এবং অন্য কোন কারনে নয়—গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

কারাগারের ভয়বহতা

শত শত কমিউনিষ্ট এবং ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্ট পার্টি ইত্যাদি বিভিন্ন দলের গণতন্ত্র প্রিয় কর্মীদের বিনা বিচারে এমন কি, "অকারণে" আটক রাখা সমর্থন ক'রে সর্দ্দার প্যাটেল বলেছেন, "আমরা (অর্থাৎ কংগ্রেসীরা) বিনা বিচারে মাত্র সপ্তাহ কয়েক নয়, বছরের পর বছর বিনা বিচারে আটক থেকেছি। কেন যে আমাদের আটক রাখা হয়েছিল তাও আমরা জানতাম না।" ইতিহাসের ভুল উদ্ধৃতির কথা ছেড়ে দিলেও—কারণ সর্দ্দার প্যাটেল এবং তাঁর নেতাদের আমাদের মত আটক রাখা হয় নাই—বরঞ্চ তাঁরাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে গ্রেপ্তার হবার জন্য আগে থেকে লিখে জানিয়ে দিতেন—সর্দ্দারজীর এ বিবৃতি মাত্র এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি বৃটিশ শাসকদের অনুসৃত পন্থাই অব্যাহত রাখতে চান।

তা' ছাড়া তিনি কি আমাদের জানাবেন, তাঁর আটক থাকা কালে বন্দীদের ওপর তাঁর কংগ্রেসী আমলের সালেম সবরমতি, কলিকাতা ও নাসিক জেলের মত গুলী চালান হ'য়েছিল? এবং বাস্তবিকই কি তিনি তাঁর কথা মত "এ কাজের অনুষ্ঠানে গর্ব্ব বোধ" করতে পারেন।

সর্দ্দার প্যাটেল অনুগ্রহ ক'রে আমার সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং "হায়দরাবাদের" কতগুলি জেলায় যেভাবে কাজ চ'লছে, সেইভাবে বল প্রয়োগের দ্বারা মুক্তি অর্জ্জনের জন্য মুক্তিফৌজ আমি চাই আমার বক্তব্যের মধ্যে এই কথাগুলি জুড়ে দিয়েছেন। এবং তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন, "যাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য আপনারা দাবী তুলছেন, এই শ্রেণীর লোকেরাই কি তারা?"

সর্দ্দারজী যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাদের সত্যতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখলেও একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নাই যে, আমি তেলেঙ্গানার কৃষকদের তাদের জমি, রুটি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পক্ষে এবং আমার জিজ্ঞাস্য হ'চ্ছে এই যে, কেন এই সব শ্রেণীর লোকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকবে না?

যুগযুগান্ত ধ'রে নিজামের বর্ব্বর জমিদারী প্রথায় পিষ্ট কৃষকরা খাজনা ও কর দিতে অস্বীকার ক'রেছেন এবং নিজেদের গ্রামের অধিকাংশ লোকের ভোটে জমি দখল ক'রে গরীব ও অভাবীদের মধ্যে তা' বণ্টন করেছেন।

মাত্র মাস কয়েকের মধ্যে তাঁরা তাঁদের খাদ্য সমস্যার ও মধ্য-যুগীয় অত্যাচারের সমাধান করে ফেলেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে নিজাম সশস্ত্র রাজাকর গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ কৃষক একমন একপ্রাণ হ'য়ে ঐক্যবদ্ধ হলেন এবং তাদের হটিয়ে দিলেন। রাজাকরদেরই অস্ত্রশস্ত্র তাঁরা কেড়ে নিয়ে ঘৃণ্য নিজামের অধীনতা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করতে অগ্রসর হলেন।

সর্দ্দারজী কি করেছিলেন? তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন—নিজামের হাত থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য নয়—জনসাধারণের হাত থেকে নিজামকে মুক্ত করার জন্যই। ব্যাপক জনসাধারণের বিরুদ্ধে কারা বল প্রয়োগ করেছে? আমরা, না সর্দ্দার প্যাটেল? কে আজ সিপাইয়ার মত ১১ বছর বয়সের শিশুদের ৪১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে?

সত্যিকারের প্রশ্নটা হ'চ্ছে এই যে, অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজামের রাজ্য শাসনের এই যে ডিক্টেটারী ভাব তার ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকা উচিত কিনা? সর্দ্দারজীকে আমি সবিনয়ে জানাতে চাই যে, দেশে যদি প্রকৃত গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকত তা'হলে ভারতের কোটি কোটি মেহনতী জনতা নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণের পর ছয় মাসের মধ্যেই দেশের ভূমি এবং খাদ্য সমস্যার সমাধান ক'রতে পারত এবং তাঁর মত "প্রারম্ভিকদের ভুল করা" এই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আক্রমণ সমর্থন ক'রত না। অন্যত্র আমরা দেখিয়েও দিয়েছি যে, আমরা এই রকমই ক'রে থাকি।

তিনি এবং কাপড়ের বিরাট বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলো সাধারণ মানুষের ওপর যে লুণ্ঠন চালাচ্ছে তা' "প্রারম্ভিকদের ভুল" নয়, আইনের সাহায্যে যে আইন জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের ভান করে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তা' উচ্ছেদ করে না—বিভিন্ন প্রদেশে যার প্রমান মিলবে, —যেমন আইনের সাহায্যে কৃষকদের যে ঠকান-হ'চ্ছে তা কোন ভুল নয়। এ হচ্ছে কায়েমী স্বার্থের সুচিন্তিত নীতি—যে কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া হ'য়েছে এই শাসক চক্র, যারা আমাদের খাদ্য ও চাকুরী সমস্যার সমাধানের ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

সরকারী অপদার্থতা ঢাকবার চেষ্টায় কমিউনিষ্টদের নামে কলঙ্ক লেপন ক'রে বা ট্রেন লাইনচ্যুত করা ও নাশকতামূলক কাজের মিথ্যা অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে এনে, অথবা নির্ব্বাচন বা দৈনন্দিন জীবনে তাদের অবৈধ বলে ঘোষণা কর্ব্বার হুমকী দেখিয়ে অথবা তথাকথিত তেলেঙ্গানার "দস্যুদের" চিত্র এঁকে ভীরুদের ভয় দেখিয়ে এ কথা কিছুতেই গোপন রাখা যাবেনা যে সর্দ্দার প্যাটেলের গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণ যে জিনিষ চায় তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে—দেশে দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রশ্ন হ'চ্ছে সে কি লোকের দুর্দশা আরও বাড়বার আগেই সময় থাকতে সরে দাঁড়াবে এবং জনতার গণতন্ত্রকে আমাদের শান্তি এবং রুটির সমস্যার সমাধান—যা সে কদাচ ক'রতে পারে না —তা ক'রতে দেবে?

—ক্রস্ রোড্‌স্
১৫নং হইতে

বাসস্থান দাবীতে পাক-প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী ঘেরাও

করাচী, ৩০শে জুলাই—বহু উদ্বাস্তু সাময়িক বাসগৃহ ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া যাওয়ায় আজ তাহারা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়া হাজির হয় এবং বাসস্থান দাবী করে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু এইরূপ কুঁড়ে ঘরে বা চালার তলায় বাস করে। গত সপ্তাহে প্রায় প্রত্যেকবার বৃষ্টি হইবার পরই একদল করিয়া লোক প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে হানা দেয়। এইভাবে বর্ষা আরম্ভ হইবার পর হইতে এই পর্য্যন্ত আড়াই হাজার উদ্বাস্তু বিভিন্ন গুদামে স্থান পাইয়াছে। অন্যকার বিক্ষোভের পর সামরিক বাহিনীর মদতে বহু উদ্বাস্তুকে অন্যস্থানে অপসারিত করা হইয়াছে।

বিভিন্ন 'কলোনী' হইতে পাঁচ হাজার উদ্বাস্তু জিন্না হাসপাতালে নূতন যক্ষা ওয়ার্ডের বাড়ী দুইটি জোর করিয়া দখল করিয়া বসিয়াছে।

দুইটি দুনিয়া—দুইটী নীতি

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

"আইনের" কোন চালাকি করেও সাম্রাজ্যবাদীরা এই ঘটনা লুকিয়ে রাখতে পারবে না যে চীনের ৪৭ কোটি ৫০ লাখ লোককে নিছক স্বেচ্ছাচারীতার সাথেই জাতিসংঘের আইন সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মার্কিণ-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে মহান চীনা জনতার প্রতিনিধিকে নিরাপত্তা পরিষদে প্রবেশ করতে দেয় নাই, তা থেকেই সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্ধত উপনিবেশীকরণের নীতির পুরোপুরি স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু যুক্তিপূর্ণ কথা এবং জনতার অনুরোধ শুনবার পরিবর্ত্তে ইঙ্গ মার্কিন শাষক গোষ্ঠী কোরিয়ার প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রস্তাবকে উদ্ধতভাবে প্রত্যাখান করেছে। উপরন্তু কোরিয়ায় তাদের আক্রমণ প্রচণ্ডভাবে চালাচ্ছে। তারা নেহরুর কার্য্যকলাপে অসন্তুষ্ট, কারণ নেহরুর প্রস্তাবের ওপর ষ্টালিনের স্পষ্ট ও দ্রুত জবাব যুদ্ধবাদীদের সর্ব্বপ্রকার মুখোস খুলে দিয়েছে। এখন সারা পৃথিবী দেখতে পাচ্ছে যে মার্কিণ-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কোরিয়ার প্রশ্নে শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা চায়না। তারা নূতনকরে বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করছে।

সম্প্রতি, ট্রুম্যান কংগ্রেসের নিকট যুদ্ধ খাতে এক হাজার কোটি ডলার দাবী করেছে। সে দাবী করেছে যে তার পশ্চিম ইউরোপের তাঁবেদাররা যেন তাদের যুদ্ধ বাজেট বাড়ায়। সর্ব্বশেষে সে দাবী করেছে এই তাঁবেদারের দল যেন কোরিয়ায় অবশ্যই সৈন্যদল পাঠায়। এবং এখন বৃটিশ, ফরাসী, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউ জিল্যাণ্ডের সৈন্যদলকে মার্কিনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মার্কিন ও বৃটিশ ধনিদের স্বার্থে তাদের রক্তদান করতে হবে। ইহার অর্থ কোরিয়ার যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে দেয়া, এবং মহাযুদ্ধের বিপদ আরও বাড়িয়ে তোলা। সাম্রাজ্যবাদী শিবির ডেকে আনছে মৃত্যু, ধ্বংস এবং বিনাশ; এই শিবিরের প্রধান পাণ্ডা মার্কিন শাষকগোষ্ঠি সাম্প্রতিক কার্য্যকলাপের মধ্যে এই নীতি খুব তীব্র ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই নীতি, সমস্ত জনসাধারণের মূল স্বার্থের বিরোধী। শেষ পর্য্যন্ত এই নীতির পরিপূর্ণ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। প্রগতিশীল মানুষ মহান লেনিনের বাণী স্মরণ করবে। লেনিন সেই সময়ে বলেছিলেন "যখন বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এমন হঠকারী কাজ করবে যা তাদের রাজনীতিক বিপর্য্যয় এনে দেবে, যখন তারা তাদের সেনাবাহিনীকে কণ্ঠরোধকারী ও দমনকারী হিসাবে পরিণত করবে, সে দিন তাদের কবর তারা রচনা করবে।"

নূতন যুদ্ধের উস্কানিমূলক সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট নেতাদের, দালাল ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকদের, এবং ফ্যাসিষ্ট টিটো চক্রের বিশেষভাবে অকুণ্ঠ সমর্থন পাচ্ছে। কেবলমাত্র বেভিন, এট্‌লী, গ্রীণ, ম্যুরে, ডিয়াকিণ, জুহো, শুম্যাকের এবং রেণার গুপ্তচর টিটো এবং ফ্যাসিষ্ট ফ্রাঙ্কোর মত লোকই কোরিয়া এবং অন্যান্য দেশের ওপর মার্কিণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বর্ব্বরোচিত আক্রমণকে সমর্থন জানাতে পারে। মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের নির্ব্বিচারে হত্যার নীতি সারা দুনিয়ার জনতার মধ্যে ক্রোধ ও বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলছে। জনতা শান্তি চায়। কোরিয়ায় মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ ও মিছিলের মধ্য দিয়ে তারা ইহা প্রমাণ করেছে। "মার্কিণ ফৌজ কোরিয়া ছাড়ো" এই মিলিত দাবীর মধ্য দিয়ে তারা ইহা প্রমান করছে। ষ্টকহলম আবেদনে সই দিয়ে শান্তির পক্ষে তারা তাদের দৃঢ়মত প্রমাণ করছে: ২৫কোটির বেশী লোক ইতিমধ্যেই এটম অস্ত্র নিষিদ্ধ করনের দাবী জানিয়েছেন।

কোরিয়ায় মার্কিন আক্রমণের পর দুনিয়ার সর্ব্বদেশে আরো ৫ কোটি লোক ষ্টকহলম আবেদনে সই দিয়েছে। এই ঘটনা সুস্পষ্ট প্রমান করছে শান্তির পক্ষে জনতার সংগ্রাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কোরিয়ায় মার্কিনের বর্বরোচিত আক্রমণ সম্পর্কে ব্যাপক জনতার মনোভাব কি তাও ইহা প্রমাণ করে দিয়েছে।

শান্তি, মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য জনতার সংগ্রামে পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছে সমাজবাদের মহান দেশ, গোটা দুনিয়ার শান্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ; সোভিয়েট ইউনিয়ন। শান্তি সৈনিকদের প্রথম সারিতে রয়েছে জনতার গণতন্ত্রগুলি; অপূর্ব্বগতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। শান্তি শিবিরে রয়েছে মহান চীনের জনতা; তারা বিপ্লবের আগুনের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করেছেন বিস্ময়কর কাজ করবার ক্ষমতা তাদের আছে, মার্কিণ আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের মুক্তি ও স্বাধীনতার পতাকা তারা তুলে ধরেছেন। ইউরোপের শান্তির এক বিশেষ অংশ জার্মান গণরাষ্ট্র শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে। ফ্রান্স, ইটালি, এবং অন্যান্য ধনবাদী ও ঔপনিবেশিক দেশে আরো কোটি কোটি সক্রিয় শান্তি সৈনিক এগিয়ে আসছেন। মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে কোরিয়ার জনতার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম যুদ্ধবাদীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শান্তি সৈনিকদের শক্তি অপরাজেয়; সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারী ও যুদ্ধবাদীদের যে কোন প্ররোচনার প্রতিবাদ করতে তারা প্রস্তুত।

যুদ্ধের বিপদ ঘণীভূত হবার ফলে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সরাসরি আক্রমণাত্মক যুদ্ধে নেমে যাবার ফলে গণতান্ত্রিক শিবিরকে আরো শক্তিশালী করা এবং শান্তির সমর্থনকারী শক্তিকে সুসংহত করা আজ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নূতন যুদ্ধের উস্কানীদাতাদের খর্ব্ব করবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে সর্ব্বতোভাবে শান্তি আন্দোলনের গণভিত্তিকে প্রসারিত করা, ব্যাপক কৃষক জনতা, সহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, মহিলা ও যুবক, এবং বুদ্ধিজীবিদের সমস্ত অংশকে ষ্টকহলম আবেদনে সই করার আন্দোলনে টেনে আনা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের খুনী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে বাস্তব কাজ বাড়িয়ে তোলা।

দক্ষিণ কোরিয়ায় ভুমি সংস্কার

কোরিয়ার জনতার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ জাতীয় পরিষদের সভাপতি মণ্ডলী প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণ অংশে ভূমি সংস্কারের কাজ পরিচালনার জন্য এক নির্দ্দেশনামা পাশ ক'রেছেন।

কোরিয়ার জনতার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্রের ৭ নং ধারার ভিত্তিতে হুকুম নামায় বলা হ'য়েছে যে প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণ অংশে ভূমি সংস্কারের কাজ চালান হবে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমি দখল ও বিনামূল্যে ভূমিহীন ও ছোট খাট কৃষকদের মধ্যে সে জমি বন্টনের নীতির ভিত্তিতে এই সংস্কার চালান হবে।

নির্দ্দেশ নামা অনুসারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের, সিংম্যান-রী গবর্ণমেন্ট এবং তার বিভিন্ন অংশ, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীগুলির সমস্ত জমি, কোরিয়ার জমিদারদের জমিদারী এবং স্থায়ীভাবে খাজনার বদলে বন্দোবস্ত করা সমস্ত জমি আয়তন নির্ব্বিশেষে বাজেয়াপ্ত করা যাবে। খাজনার বদলে জমি বন্দোবস্ত দেয়া চিরদিনের মত তুলে দেয়া হ'য়েছে।

বাজেয়াপ্ত করা জমি ছোটখাট ও ভূমিহীন কৃষক এবং ক্ষেত মজুরদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যে কোন লোক নিজে চাষ ক'রলেই জমি পেতে পারবে। জমির ব্যাপার নিয়ে সমস্ত ঋণ বাতিল করা হ'য়েছে।

তাঁবেদার গবর্ণমেন্টের আমলের সমস্ত কর নির্দেশনামায় বাতিল ক'রে দেয়া হ'য়েছে এবং বলা হ'য়েছে যে প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণ অংশকে উত্তর অংশে ইতি পূর্ব্বে চালু করা ব্যবস্থার মতই সমপরিমান একটি মাত্র কর দিতে হবে।

মুক্ত এলাকার কৃষকদের জীবন যাত্রার মান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উন্নত করার উদ্দেশ্যে কোরিয়ার জনতার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ জাতীয় পরিষদে সভাপতিমণ্ডলী মন্ত্রিসভাকে ১৯৫০ সালের জন্য কর হিসাবে দেয় শস্যের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস করবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। নির্দ্দেশ নামায় সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নির্দ্দেশনামা কার্য্যকরী করার জন্য মন্ত্রি সভার হাতে বিশেষ নির্দ্দেশাদি চালু করার ভার দিয়েছেন। —টাস

কোরিয়ার ঘটনাবলী ও শ্রমিকশ্রেণী

(৭ম পাতার পর)

আক্রমণের পরই পাওয়া গেছে। এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই যে, দিনের পর দিন সাম্রাজ্যবাদীরা আরো বেশী করে ষ্টকহলম্ আবেদনের মধ্যে নিজেদের বিপদের সম্ভাবনা দেখছে। তারা একে "পয়লা নম্বরের শত্রু" বলে ধরে নিয়েছে এবং জনগণ যাতে এই আবেদনে সহি না দেয় তার জন্য তারা সর্ব্বরকমের চেষ্টাই করছে।

তাদের ঐ চেষ্টা বৃথাই যাচ্ছে। ঘটনাবলী দেখিয়ে দিয়েছে যে, পুলিশী জোর জুলুম চালিয়ে শান্তি রক্ষার আন্দোলনকে "বে-আইনী" করা যায় না। গ্রেপ্তার করে, বা আইনের দোহাই দিয়ে নির্য্যাতন চালিয়েও শান্তির সমর্থকদের দাবিয়ে দেওয়া যেতে পারে না; কোন রকম জাল জুয়াচুরি করেও সহি সংগ্রহের অভিযানকে বন্ধ করা যেতে পারে না। **ইতিমধ্যেই কুড়ি কোটি মানুষ ষ্টকহলম্ আবেদনে সহি দিয়েছে।**

১২ জুলাই তার সাংবাদিক সম্মেলনে এচিসন ষ্টকহলম্ আবেদনকে আক্রমণ করে এক বিশেষ বিবৃতি দিল। সস্তা নীতির দোহাই দিয়ে সে এই দুনিয়া জোড়া জনপ্রিয় গণভোটকে একটি "চালাকি" হিসাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আসলে তার বিবৃতি হলো এটম অস্ত্র নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে এবং এই অস্ত্রকে কাজে লাগানোর স্বপক্ষে একটি ঘোষণা বাণী।

সর্ব্বদেশের কোটি কোটি সৎমানুষ সাম্রাজ্যবাদীদের খুনী চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেবে। যুদ্ধের পথ রোধ করবে।

লণ্ডনে যখন উত্তর-আতলান্টিক চুক্তিতে আবদ্ধ শক্তিবর্গরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছিল তখন ট্রুম্যান ঘোষণা করেছিল যে, "যদি সে প্রয়োজন মনে করে" তবে সে এটম বোমা ফেলতেও প্রস্তুত। ট্রুম্যানের এই বিবৃতির মতন-ই, একিসনের এই সর্ব্বশেষ বিবৃতি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ওয়াসিংটনের এটম-পাগলের দল কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। ঝড়িৎ আক্রমণ করে উত্তর কোরিয়া দখল করার এবং এক আঘাতে কোরিয়ার জনগণের গণতান্ত্রিক রিপাব্লিককে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় মার্কিন কংগ্রেসের ধুরন্ধরেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে; তারা এখন আক্রমণাত্মক অভিযানকে তীব্রতর করার জন্য চীৎকার করছে। এই নরখাদকদের মধ্যে কেউ কেউ—যেমন সিনেটর ব্রিউষ্টার এবং কংগ্রেসের সদস্য বানষ্টেন ও রিভারস কোরিয়ার বিরুদ্ধে এটম অস্ত্র ব্যবহার করবার জন্য খোলাখুলিভাবেই বলছে।

এই অবস্থায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর উপর বিশেষভাবে গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে।

মানুষকে যারা ঘৃণা করে ওয়াশিংটনের সেই জীবদের দমন করবার উদ্দেশ্যে জনগণকে সমাবেশ করবার জন্য শান্তি আন্দোলন কার্য্যকরী উপায় খুঁজছে এবং খুঁজে বার করছে। স্বভাবতঃই সংগঠিত শ্রমিকরা-ই হচ্ছে এই আন্দোলনের প্রধান অবলম্বন। স্থায়ী শান্তির জন্য সংগ্রাম সমগ্র মানব জাতির পক্ষে-ই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—ইহা অপরিহার্য্য। কোরিয়ার জনগণের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানাবার জন্য সারা দুনিয়া ব্যাপী সপ্তাহ পালন হবে স্থায়ী শান্তির সংগ্রামে আর একটি বিরাট অবদান।—

সর্দ্দার প্যাটেলের কুৎসা রটনার জবাবে কমরেড ডাঙ্গে

এদেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা দমন সম্পর্কে পার্লামেন্টে বিতর্কের উত্তরে সর্দ্দার প্যাটেলের উক্তির প্রতিবাদ করে কমরেড এস, এ, ডাঙ্গে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন:—

দিল্লীতে পার্লামেন্টে এদেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা দমন সম্পর্কে বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে সর্দ্দার প্যাটেল তাঁর গবর্ণমেন্টের সমর্থনে কমিউনিষ্টদের এবং আমার কোন কোন বিবৃতির ওপর সোজাসুজি কটাক্ষ করেছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দ্দার প্যাটেল সম্ভবতঃ ডিক্টেটার হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার বলে—এদেশের শাসন তন্ত্রের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

সর্দ্দার বলেছেন: "আমি এবং অনুরূপভাবে আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী প্রায়ই কমিউনিষ্টদের কাছে আহ্বান জানিয়েছি যে, **তারা যদি অহিংস পন্থা অবলম্বন** করে, তাহলে নির্ব্বাচনে তারা ইচ্ছা হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।" এর অর্থ দাঁড়ায় সর্দ্দার প্যাটেলের মতে একমাত্র সেই সব লোক বা রাজনৈতিক দলই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে যারা বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের তুষ্টির জন্য ঘোষণা ক'রবে যে, তারা অহিংসপন্থী।

আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, শাসনতন্ত্রের কোথায় এই ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে, আর তা যদি না থাকে; তা' হলে সহকারী প্রধান মন্ত্রীকে কে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার ভেতর গোপনে এই ব্যবস্থা ঢুকিয়ে দেবার অধিকার দিয়েছে?

শাসনতন্ত্রের মধ্যে আক্ষরিকভাবে এ সব লিপিবদ্ধ করতে তিনি যে ব্যর্থ হয়েছেন তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসন কার্য্যের সাহায্যে, বিভিন্ন পার্টি ও প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী করে এবং বন্দী শিবির গুলো মারফৎ তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর শাসকচক্রের কাছে নির্ব্বাচন যাতে নিরাপদ হয়, তার ব্যবস্থা করতে চাইছেন।

বন্দুকের আস্ফালন

"গণতন্ত্র কার্য্যকরী হতে পারে এমন যে একমাত্র দেশ'—প্যাটেল তাঁর গবর্ণমেন্টের পদ্ধতিকে এই নামে অভিহিত করেছেন—সে দেশে নির্ব্বাচনের অর্থ কি আগেভাগে তা' প্রকাশ করে সর্দ্দারজী যা বলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি। তাঁর "গণতান্ত্রিক" নির্ব্বাচনে অংশ নিতে আমাদের কাছে তার যে আমন্ত্রণ, তার সাথে জড়িয়ে আছে বন্দুক আর বিনা বিচারে আটক রাখার আস্ফালন। তাঁর জানা উচিত ছিল, যে বর্ত্তমানে কোন জনতার গণতন্ত্রে অথবা এমন কি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে শুধুমাত্র অহিংস পন্থা গ্রহণ করলেই কোন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে দেয়া হয় না। বস্তুতঃ এরূপ বিধান থাকলে প্যাটেলের কংগ্রেসী দলকেও নির্ব্বাচনে দাঁড়াতে দেয়া হ'ত না।

সর্দ্দার প্যাটেল বলেছেন যে "আমাদের আমলে বিরোধী মতের কণ্ঠ রুদ্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে" কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তিনি কি জানেন না যে, পরিষদের অধিবেশন চলতে থাকার মধ্যেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়—সেখানে নির্মম নিরাপত্তা আইনের বিরোধিতা আমি করছিলাম।

অবশ্য আমার গ্রেপ্তারের কারণ হিসাবে যুক্তি দেয়া হয়েছিল যে, আমি সৈন্যবাহিনী সংগঠন করছিলাম। **বাস্তবিক পক্ষে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে, আমি যখন বোম্বায়ের পরিষদে** বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, বোম্বাইর দরজায় কোন সৈন্যবাহিনীই ঘা মারছিল না। পরিষদের কয়েকজন সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং জনসেবককে পরিষ্কার "বিরোধী পক্ষের কণ্ঠ রোধের" উদ্দেশ্য নিয়ে এবং অন্য কোন কারনে নয়—গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

> ——দ্রষ্টব্য——
>
> বোম্বাইয়ের ক্রসরোডস্ পত্রিকার ১৫নং সংখ্যায় কমরেড ডাঙ্গের প্রকাশিত বিবৃতি মতামতে ছাপাবার জন্য কয়েকজন পাঠক অনুরোধ করেছেন। সম্পাদকমণ্ডলী এ সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখেছেন যে,
>
> —ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অনেকগুলো মূলনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন ঐ বিবৃতিতে তোলা হয়েছে। অথচ কমরেড ডাঙ্গে স্পষ্টই বলেছেন যে এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত। এক্ষেত্রে কমরেড ডাঙ্গের বিবৃতি ছাপালে আরও অনেকের ব্যক্তিগত মত ছাপাতে হয়। এটা মতামতে সম্ভব নয়।
>
> তাছাড়াও এই ব্যাপারটার মধ্যে এমন কতকগুলি প্রশ্ন জড়িত (যেমন—মুক্তি সংগ্রামে জঙ্গী প্রতিরোধের ভূমিকা ইং) যা মতামতের মত কাগজে পরিষ্কার আলোচনা সম্ভব নয়।
>
> —উক্ত বিবৃতির আগে এবং পরে কমরেড ডাঙ্গের আরও কতকগুলি বিবৃতি বেরিয়েছে সে গুলির প্রামাণ্য বিবরণ আমাদের হাতে নেই, অথচ সেগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু এই বিবৃতিটি ছাপালে তাঁর মতের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া অসম্ভব।
>
> ইতি—১৩।৮।৫০
>
> সম্পাদক মণ্ডলী 'মতামত'

কারাগারের ভয়বহতা

শত শত কমিউনিষ্ট এবং ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজেন্ট পার্টি ইত্যাদি বিভিন্ন দলের গণতন্ত্র প্রিয় কর্মীদের বিনা বিচারে এমন কি, "অকারণে" আটক রাখা সমর্থন ক'রে সর্দ্দার প্যাটেল বলেছেন, "আমরা (অর্থাৎ কংগ্রেসীরা) বিনা বিচারে মাত্র সপ্তাহ কয়েক নয়, বছরের পর বছর বিনা বিচারে আটক থেকেছি। কেন যে আমাদের আটক রাখা হয়েছিল তাও আমরা জানতাম না।" ইতিহাসের ভুল উদ্ধৃতির কথা ছেড়ে দিলেও—কারণ সর্দার প্যাটেল এবং তাঁর নেতাদের আমাদের মত আটক রাখা হয় নাই—বরঞ্চ তাঁরাই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কাছে গ্রেপ্তার হবার জন্য আগে থেকে লিখে জানিয়ে দিতেন—সর্দারজীর এ বিবৃতি মাত্র এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি বৃটিশ শাসকদের অনুসৃত পন্থাই অব্যাহত রাখতে চান।

তা' ছাড়া তিনি কি আমাদের জানাবেন, তাঁর আটক থাকা কালে বন্দীদের ওপর তাঁর কংগ্রেসী আমলের সালেম সবরমতি, কলিকাতা ও নাসিক জেলের মত গুলী চালান হ'য়েছিল? এবং বাস্তবিকই কি তিনি তাঁর কথা মত "এ কাজের অনুষ্ঠানে গর্ব্ব বোধ" করতে পারেন।

সর্দ্দার প্যাটেল অনুগ্রহ ক'রে আমার সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং "হায়দারাবাদের" কতগুলি জেলায় যেভাবে কাজ চ'লছে, সেইভাবে বল প্রয়োগের দ্বারা মুক্তি অর্জ্জনের জন্য মুক্তিফৌজ আমি চাই আমার বক্তব্যের মধ্যে এই কথাগুলি জুড়ে দিয়েছেন। এবং তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন, "যাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য আপনারা দাবী তুলছেন, এই শ্রেণীর লোকেরাই কি তারা?"

সর্দারজী যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাদের সত্যতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখলেও একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নাই যে, আমি তেলেঙ্গানার কৃষকদের তাদের জমি, রুটি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পক্ষে এবং আমার জিজ্ঞাস্য হ'চ্ছে এই যে, কেন এই সব শ্রেণীর লোকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকবে না?

যুগযুগান্ত ধ'রে নিজামের বর্ব্বর জমিদারী প্রথায় পিষ্ট কৃষকরা খাজনা ও কর দিতে অস্বীকার ক'রেছেন এবং নিজেদের গ্রামের অধিকাংশ লোকের ভোটে জমি দখল ক'রে গরীব ও অভাবীদের মধ্যে তা' বন্টন করেছেন।

মাত্র মাস কয়েকের মধ্যে তাঁরা তাঁদের খাদ্য সমস্যার ও মধ্য-যুগীয় অত্যাচারের সমাধান করে ফেলেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে নিজাম সশস্ত্র রাজাকর গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ কৃষক একমন একপ্রাণ হ'য়ে ঐক্যবদ্ধ হলেন এবং তাদের হটিয়ে দিলেন। রাজাকরদেরই অস্ত্রশস্ত্র তাঁরা কেড়ে নিয়ে ঘৃণ্য নিজামের অধীনতা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করতে অগ্রসর হলেন।

সর্দ্দারজী কি করেছিলেন? তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন—নিজামের হাত থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য নয়—জনসাধারণের হাত থেকে নিজামকে মুক্ত করার জন্যই। ব্যাপক জনসাধারণের বিরুদ্ধে কারা বল প্রয়োগ করেছে? আমরা, না সর্দ্দার প্যাটেল? কে আজ লিবাইয়ার মত ১১ বছর বয়সের শিশুদের ৬৬ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে?

সত্যিকারের প্রশ্নটা হ'চ্ছে এই যে, অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজামের রাজ্য শাসনের এই যে ডিক্টেটারী ভাব তার ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকা উচিত কিনা? সর্দ্দারজীকে আমি সবিনয়ে জানাতে চাই যে, দেশে যদি প্রকৃত গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকত তা'হলে ভারতের কোটি কোটি মেহনতী জনতা নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণের পর ছয় মাসের মধ্যেই দেশের ভূমি এবং খাদ্য সমস্যার সমাধান ক'রতে পারত এবং তাঁর মত "প্রারম্ভিকদের ভুল করা" এই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রত না। অন্যত্র আমরা দেখিয়েও দিয়েছি যে, আমরা এই রকমই ক'রে থাকি।

চিনি এবং কাপড়ের বিরাট বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলো সাধারণ মানুষের ওপর যে লুণ্ঠন চালাচ্ছে তা' "প্রারম্ভিকদের ভুল" নয়, আইনের সাহায্যে যে আইন জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের ভান করে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তা' উচ্ছেদ করে না—বিভিন্ন প্রদেশে যার প্রমান মিলবে,—তেমন আইনের সাহায্যে কৃষকদের যে ঠকান হ'চ্ছে তা কোন ভুল নয়। এ হচ্ছে কায়েমী স্বার্থের সুচিন্তিত নীতি—যে কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া হ'য়েছে এই শাসক চক্র, যারা আমাদের খাদ্য ও চাকুরী সমস্যার সমাধানের ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

সরকারী অপদার্থতা ঢাকবার চেষ্টায় কমিউনিষ্টদের নামে কলঙ্ক লেপন ক'রে বা ট্রেন লাইনচ্যুত করা ও নাশকতামূলক কাজের মিথ্যা অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে এনে, অথবা নির্ব্বাচন বা দৈনন্দিন জীবনে তাদের অবৈধ বলে ঘোষণা কর্ব্বার হুমকী দেখিয়ে অথবা তথাকথিত তেলেঙ্গানার "দস্যুদের" চিত্র এঁকে ভীরুদের ভয় দেখিয়ে এ কথা কিছুতেই গোপন রাখা যাবেনা যে সর্দ্দার প্যাটেলের গবর্ণমেন্ট জনসাধারণ যে জিনিষ চায় তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে—দেশে দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রশ্ন হ'চ্ছে সে কি লোকের দুর্দশা আরও বাড়বার আগেই সময় থাকতে সরে দাঁড়াবে এবং জনতার গণতন্ত্রকে আমাদের শান্তি এবং রুটির সমস্যার সমাধান—যা সে কদাচ ক'রতে পারে না—তা ক'রতে দেবে?

—ক্রস্ রোড্‌স্
১৫নং হইতে

বাসস্থান দাবীতে পাক-প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী ঘেরাও

করাচী, ৩০শে জুলাই—বহু উদ্বাস্তু সাময়িক বাসগৃহ ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া যাওয়ায় আজ তাহারা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়া হাজির হয় এবং বাসস্থান দাবী করে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু এইরূপ কুড়ে ঘরে বা চালার তলায় বাস করে। গত সপ্তাহে প্রায় প্রত্যেকবার বৃষ্টি হইবার পরই একদল করিয়া লোক প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে হানা দেয়। এইভাবে বর্ষা আরম্ভ হইবার পর হইতে এই পর্য্যন্ত আড়াই হাজার উদ্বাস্তু বিভিন্ন গুদামে স্থান পাইয়াছে। অদ্যকার বিক্ষোভের পর সামরিক বাহিনীর লরীতে বহু উদ্বাস্তুকে অন্যস্থানে অপসারিত করা হইয়াছে।

বিভিন্ন 'কলোনী' হইতে পাঁচ হাজার উদ্বাস্তু জিন্না হাসপাতালে নূতন যক্ষা ওয়ার্ডের বাড়ী দুইটি জোর করিয়া দখল করিয়া বসিয়াছে।

১৫ই আগষ্ট সম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গ'ড়ে তুলুন

বি-পি-টি-ইউ-সি'র কার্য্যকরী সাধারণ সম্পাদক কমরেড নসরুল্লা আন্সারী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন :

১৫ই আগষ্ট ১৯৫০ মাউণ্টব্যাটন মার্কা "স্বাধীনতার তৃতীয় বার্ষিকী দিবস আসন্ন। কংগ্রেস নেতারা চিরাচরিত-ভাবেই জনসাধারণকে ডাক দিচ্ছেন দিনটিকে আনন্দের দিন হিসাবে পালন করার জন্তে।

কি অবস্থার মধ্যে ভারতের কোটি কোটি মানুষকে ১৫ই আগষ্ট পালন করতে বলা হচ্ছে?

তিন বছরের 'স্বাধীনতা' খাদ্য পরিস্থিতিতে বিন্দুমাত্রও উন্নতি আনতে পেরেছে কি, এতটুকুও ভরসা দিতে পেরেছে কি, যে এই শাসনে এমন কি দশ বছর পরেও ব্যাপক অনশন রোধ করা যাবে? না পারেনি, বরং দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া দেশের ওপর ঘনিয়ে এসেছে অনশনে মৃত্যু আর অনাহারীর আত্ম-হত্যার সংখ্যা দিন-কে-দিন বেড়ে চলেছে, চালের দাম চড়ছে অভূতপূর্ব্ব হারে, আর অন্তদিকে, মুষ্টিমেয় জমিদার জোতদার আর বড় বড় ব্যাপারী মজুত-দারী সুরু করেছে এবং তেজীমন্দা খেলছে। ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভাগ্য অন্ততঃ আধ ডজন প্রদেশে পুনরাবৃত্ত হবার অবস্থায় পৌঁছেচে।

শহরগুলোতে রেশনিং ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মুখে, সমস্ত জিনিষ পত্রেরই দাম চড়ছে, জীবন যাত্রার খরচ ১৯৪১ সালের তুলনায় বেড়েছে শতকরা পচিশ ভাগ। ওয়াশিংটন আর লণ্ডনের নির্দ্দেশে নেহরু সরকার মুদ্রামূল্য হ্রাসের যে দেশদ্রোহী নীতি গত বছর চালু করেছেন তার জন্তে জনসাধারণকে মোটা রকমের ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে। দেশের পথেঘাটে গাছেবাজারে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। খেটে খাওয়া মানুষগুলো বৃথাই চিৎকার করে মরছে খাদ্য, জমি, আশ্রয় আর চাকরীর জন্তে।

সরকারী আমন্ত্রণও পোষকতায় ইঙ্গ মার্কিন মূলধন ভারতের সম্পদ ও শিল্পের ওপর নিজেদের শোষণের অধিকারকে আরো দৃঢ় আরো ব্যাপক করে তুলছে। এই সব বিদেশী পুঁজিপতিদের আর আমাদের নিজেদের দেশের টাটা, বিড়লা ডালমিয়াদের স্বার্থে মাঝারি এবং ছোট ছোট শিল্পপতিদের ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে এবং জাতীয় স্বার্থের জন্তে জরুরী যে শিল্পের ক্রমবিকাশ তারও টুটি চেপে ধরা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, বেকারী বেতন হ্রাস, রেশনালাইজেশান এবং অতিরিক্ত খাটুনির মুখোমুখি হয়েছেন। গত দুশো বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদীরা যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিক দাসত্ব আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল, তার সংগে আজকের অবস্থার পার্থক্য কোথায়?

এ-বছরের ১৫ই আগষ্টেও আগেকার মতোই দেখা যাচ্ছে পুরোদমে পুলিসী রাষ্ট্রের আবির্ভাব, বড় পুঁজিপতি, জমিদার এবং সামন্ত রাজাদের সহিংস, সশস্ত্র একনায়কত্ব। গভর্ণমেণ্ট 'গণতন্ত্র'র মুখোস একেবারেই খুলে ফেলেছে এবং শাসন চালাচ্ছে তার নগ্ন প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্র মারফৎ; নিরাপত্তামূলক আটক আইন, শ্রম-সম্পর্ক বিল, ট্রেড ইউনিয়ন বিল, গুলি ও পিটুনী ট্যাক্স মারফৎ, তেলেঙ্গানার কৃষক-যোদ্ধাদের উপর মৃত্যু দণ্ড দিয়ে আর সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করে।

নেহরু সরকার যে একটি তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট মাত্র, তা নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বৈদেশিক নীতিতে। বৃটিশ কমনওয়েলথ এর অংশীদার হওয়ার অর্থই হল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে তার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দাসত্ব। ভারতের জনবল, শিল্প ও ও সম্পদ গোপনে নি যো জি ত হ চ্ছে যুদ্ধ-প্রস্তুতির কাজে। আরো একটা "মাউণ্টব্যাটেন" চ ক্রা ন্ত চলছে সাম্রাজ্যবাদীদের এবং ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে কাশ্মীরকে বিভক্ত করার জন্তে এবং সেখানে একটা 'আন্তর্জাতিক' সামরিক বাহিনী মোতায়েন করার জন্তে। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনমতের চাপে পড়ে পণ্ডিত নেহরু চীনা জনগণের গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কে প্রতি যে নীতিই গ্রহণ করুন না কেন, তা দিয়ে আড়াল করা যায় না তার কোরিয়া সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নীতিকে এবং ইন্দোনেশিয়া, বর্ম্মা, মালয়ে, সাম্রাজ্যবাদী দেশদ্রোহীদের সঙ্গে তার মিতালীকে।

ভারতকে যুদ্ধঘাটিতে পরিণত করার আশঙ্কা এমনি করেই বাড়ছে দিন দিন। সেই জন্তেই জনসাধারণকে যে সময় ভুখা অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে তখন কেন্দ্রীয় বাজেটে সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে ১৬৮ কোটি টাকা।

বি, পি, টি, ইউ সি সম্পাদকের আবেদন

সেই জন্তেই এবারের ১৫ই আগষ্ট কংগ্রেসী নেতাদের ভূয়ো "স্বাধীনতা"কেই কেবল নগ্নভাবে তুলে ধরবে। সেদিন তাই জনসাধারণকে প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম না হওয়া পর্য্যন্ত আপোষ হীন লড়াই চালিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা নিতে হবে নতুন করে। উচ্চস্বরে তাদের নিন্দা জানাতে হবে নেহরু সরকারের সাম্রাজ্যবাদের দোসর হবার বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির প্রতি,—এই সরকার বিসর্জন দিয়েছে আমাদের জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব ও জনস্বার্থকে সাম্রাজ্যবাদী দস্যু ও পরদেশ আক্রমণকারীদের যুদ্ধবাদী উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্যে।

বি, পি, টি, ইউ, সি'র পক্ষ থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর কা ছে—রা জ নৈ তি ক ও সাংগঠনিক মতবিরোধ তাঁদের মধ্যে যাই থাক না কেন, আবেদন জানাচ্ছি সমস্ত প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন ও বামপন্থী পার্টিগুলির কাছে; সমস্ত গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দল, সংগঠন ও ব্যক্তির কাছে, সমস্ত কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও শোষিত মধ্যবিত্তের কাছে—"স্বাধীনতা"র ধাপ্পাবাজিকে ফাঁস করে দেবার জন্যে আপনারা ১৫ই আগষ্টকে এক বিরাট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করার জন্যে হাত মিলান এবং জাতীয় মুক্তি, প্রকৃত গণতন্ত্র, শান্তি আর দুনিয়ার প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি-গুলোর সাথে বন্ধুত্বের জন্যে দৃঢ়ভাবে লড়াই করার প্রতিজ্ঞা নিন।

সাম্রাজ্যবাদ ও তার এতদ্দেশীয় পুঁজি-বাদী-সামন্তবাদী সহযোগীদের বিরুদ্ধে এবং পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে লড়তে প্রস্তুত এমন প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রেণীও দলের এক ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গনতান্ত্রিক ফ্রণ্ট সুদৃঢ় ও প্রসারিত করার দিন হয়ে উঠুক এই ১৫ই আগষ্ট।

বোম্বাই সূতাকল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট প্রস্তুতি

বোম্বাই, ১৩ই আগষ্ট—আজ রাত্রে সহরের কমিউনিষ্ট ও সোস্তালিষ্ট সংস্থাগুলি সোমবার প্রাতঃকাল ৭॥ হইতে বোম্বাইয়ে বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। কংগ্রেস পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে ধর্ম্মঘটকে নিরুৎসাহ করিয়া প্রচার করিতে দেখাযাইতেছে।

বোম্বাইয়ের রাষ্ট্রীয় মিল মজদুর সঙ্ঘ (জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিক সংঘ) —১৪ই আগষ্টে কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীদের উদ্যোগে আহূত সাধারণ শ্রমিক-ধর্ম্মঘট ব্যর্থ করিবার জন্য ও শ্রমিক-দিগকে কাজে যোগদানে "উদ্বুদ্ধ" করিবার জন্য দুই হাজার ব্যক্তিকে লইয়া এক শান্তি বাহিনী গঠন করিয়াছে।

মিল মজদুর সংঘের সম্পাদক জি, ডি, আম্বেদকর বলিয়াছেন যে শ্রমিক-দিগকে কাজে যোগদানে আহ্বানের জন্য কারখানার গেটে ও শ্রমিক বস্তীর অধিবাসীদিগকে শ্রমিকদিগকে কাজে যাইবার কার্য্যে প্ররোচিত করিতে অনুরোধ করিবার জন্য বস্তীতে বস্তীতে স্বেচ্ছা-সেবকদের মোতায়েন করা হইবে।

পুলিশ অফিসাররা বলেন—সহরের শ্রমিক এলাকার শান্তি রক্ষা করার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইয়াই আছেন।

—সত্যযুগ

বনগাঁও অঞ্চলে খাদ্যাভাব

বনগ্রাম, ১০ই আগষ্ট—বনগ্রাম মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিদিন যে সব নিদারুণ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে অনেকেই পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা করিতেছে। বনগাঁ সহরে চাউল প্রতি মণ তেত্রিশ পঁচিশ টাকার মধ্যে; ধান্য উনিশ কুড়ি টাকা। গ্রামাঞ্চলে চাউল কোথাও কোথাও চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ধান্য একুশ বাইশ টাকার মধ্যে। সহরে ধান সামান্য যাহা পাওয়া যায়, গ্রামে তাহা এক ছটাক মিলানো দায়। রেশনে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণে চাউল পাওয়া যায় মাত্র দেড় সের। ইহা হইতে আধ পোয়া কম লইলে তবেই উক্ত ওজন মাফিক আটা মিলিতেছে, নচেৎ পাওয়া যাইবে না। রেশনের চাউল নানা জাতের, খুঁদে হইতে আরম্ভ করিয়া মুড়ির চাউল পর্য্যন্ত। গ্রামাঞ্চলে শুধু খুদ দেওয়া হইতেছে। কৃষক মজদুর উদ্বাস্তুরা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, একাহারে দিনযাপন করিতেছে। এমন কি মধ্যবিত্তরাও এই ব্যবস্থা হইতে রেহাই পায় নাই। তাহাদের অবস্থাও চরমে উঠিতে বাকি নেই। গ্রামাঞ্চলে অনেকে একান্ত নিরুপায় হইয়া জীবন ধারণের জন্য বনের আলু কচুর ডাঁটা প্রভৃতি বনজ উদ্ভিজ্জ সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া অনেকেই পেটের পীড়ায় ভুগিতেছে। বিশেষতঃ উদ্বাস্তু দরিদ্রদের সপ্তাহে দুই তিন দিন আধপেটা আহারও জুটিতেছে না। চুরি ডাকাতি নিত্য ঘটিতেছে। অসমর্থিত সূত্রে অনাহারজনিত মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

সত্যযুগ—১৪ই আগষ্ট।